চার্লস্ ডিকেন্স-এর

এ টেল অফ টু সিটীজ্

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শ্রীযুক্ত শুভেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীচরণেষু—

—এই লেখকের লেখা—

তরুণ গুপ্তের বিচিত্র কীর্তিকথা
বিদেশী গল্প-সঞ্চয়ন (১ম খণ্ড)
বিদেশী গল্প-সঞ্চয়ন (২য় খণ্ড)
ছেলেদের আরব্য-উপন্যাস
কাউণ্ট অফ্ মণ্টেক্রীস্টো
দেশ-বিদেশের লেখাপড়া
আমাদের পৃথিবী
কল্পলোকের কথা
ডিকেন্স্এর গল্প

এডগার এ্যালান পো'র গল্প
শিশু রামায়ণ (যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত)
শিশুদের মহাভারত
ভারতের দিকপাল
ভিক্তর হিউগোর গল্প
দেশ বিদেশের ধর্ম
পৃথিবীর ইতিহাস
দেশ-বিদেশে
সাহসের নেশা

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
মনে ছিল আশা
দুর্ঘটনা
পুরুষ ও রমণী
ভাড়াটে বাড়ী
নববধূ
প্রভাত সূর্য
রাত্রির তপস্যা
কোলাহল
নবযৌবন
স্বর্ণ মুকুর
রজনী-গন্ধা
স্মরণীয় দিন
বহু বিচিত্র

চার্লস্ ডিকেন্স্

ডিকেন্স্ যখন জন্মেছেন তখন বিলেতের কথা-সাহিত্যের বয়স খুব বেশী নয়। রবিন্সন্ ক্রুসোকে উপন্যাসের পর্যায় থেকে বাদ দিলে ইংলণ্ডের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বেরোয় ১৭৪৯ খৃস্টাব্দে (টম্ জোন্স্) আর ডিকেন্স্-এর প্রথম বই বেরিয়েছে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে। ফিল্ডিং আর জেন অস্টেন—তাঁর আগের শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মাত্র এই দুইজনের বোধ হয় নাম করা যায়।

ডিকেন্স্কে কেউ কেউ ভিক্টোরিয়ান্ যুগের সাহিত্যিক ব'লে ধরেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে তাতে সত্যের অপলাপ ঘটে। কারণ ডিকেন্স্ এত বড় যে, তিনি নিজেই একটা যুগ, কোনও শ্রেণীতে তাঁকে ফেলা যায় না, তিনি একেবারে স্বতন্ত্র। বিখ্যাত সাহিত্যিক চেস্টারটন্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "He was a giant who stood rather in the relation of the legendary father or founder of a city"

ডিকেন্স্ যখন কলম ধরেছেন তখন ওখানে কথা-সাহিত্যে রসিকতার স্থানই খুব উঁচুতে। কিন্তু সে-রসিকতা অত্যন্ত স্থূল, এমন কি নিম্নশ্রেণীর বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। ডিকেন্স্-ও প্রথমে এই পথেই চল্তে সুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভার আলোয় সেই স্থূল রসিকতার কালিমা দূর হ'তে একটুও দেরি হ'ল না—আগেকার

সঙ্কীর্ণ, অন্ধকার, দুর্গন্ধময় চিৎপুর রোড, তাঁর পায়ের স্পর্শে হ'য়ে উঠ্‌ল সেণ্ট্রাল এভিনিউ।

বিখ্যাত বন্দর পোর্টস্‌মাউথে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ডিকেন্‌স্‌ ভূমিষ্ঠ হন—বোধ হয় সেটা ১৮১২ খৃষ্টাব্দ। ওঁর বাবা ছিলেন সত্যিকারের 'মিকবার'—চিরকাল দেনা ক'রে এবং দেনাশোধের জন্যে ছুটোছুটি ক'রেই ইহজীবন তাঁর কেটেছিল। ডিকেন্‌স্‌ যখন একেবারে শিশু তখন ভদ্রলোকের পোর্টস্‌মাউথের চাকরী যায়—এবং তিনি ভাগ্যান্বেষণে আসেন লণ্ডনে। কিন্তু এখানে এসে তাঁদের দিন চলা দায় হ'য়ে উঠল, এমন কি অনেক দিন তাঁদের একবেলা আহারও জুটত না। এই অবস্থারই আভাস পাই আমরা 'ডেভিড কপারফিল্ডের' আদিকাণ্ডে।

অনেক সময়ে দেখা যায় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে যাঁরা বড় হ'য়ে ওঠেন তাঁদের মন হ'য়ে যায় কঠিন, দরিদ্রদের প্রতি তাঁদেরই অবজ্ঞা থাকে বেশী। কিন্তু ডিকেন্‌স্‌ তাঁর বাল্যকালের কথা ভুলতে পারেন নি কখনও—দরিদ্রের প্রতি, দুর্বলের প্রতি, নিগৃহীতের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অপরিসীম, সহানুভূতি ছিল বুক জুড়ে। সেই সহানুভূতিই তাঁর লেখার মধ্যে বার বার আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু শুধু সহানুভূতিই নয়—সমাজের নিম্নস্তরে নিজের জীবনের আদিকাল কাটিয়ে তাদের বেদনা নিজের প্রাণে উপলব্ধি করেছেন ব'লে তিনি বার বার চেষ্টা করেছেন তাদের হ'য়ে কৈফিয়ৎ দেবার। তাঁর বই-এর যারা অত্যন্ত হীনচরিত্র, তাদের হ'য়েও তিনি কৈফিয়ৎ

দিয়েছেন, তাদেরও কাজের মধ্যে যেটুকু মনুষ্যত্ব ফুটে ওঠা সম্ভব তা তিনি দেখাতে কখনও ভুলে যাননি। অথচ সে-কৈফিয়ৎ কোথাও টেনে-আনা কৈফিয়ৎ নয়, সে-মনুষ্যত্ব কোথাও জীবনকে লঙ্ঘন ক'রে যায় নি। এইখানেই ডিকেন্‌স্ বড়—নইলে দুঃখের কান্না ত অনেকেই কেঁদেছেন!

পূর্বেই বলেছি ডিকেন্‌স্ তখনকার প্রচলিত প্রথাতেই লিখতে সুরু করেছিলেন এবং 'স্কেচেস বাই বজ' তারই ফল। প্রথম যৌবনের লেখা, আমাদেরই মত হেঁটে গিয়ে চুপি চুপি মাসিকপত্রের অফিসের বাক্সে লেখাটি ফেলে এসে দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করেছিলেন তার ফলাফলের জন্য, সুতরাং তা কাঁচালেখা নিশ্চয়ই; কিন্তু তবুও তাতেই তাঁর প্রতিভার স্পষ্ট ছাপ ছিল। বোঝা গিয়েছিল যে তাঁর প্রতিভা একপথেই চলেছে বটে, কিন্তু আর সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে নয়।

এর পরেই বেরোতে সুরু হ'ল 'পিক্‌উইক্ পেপারস্'। বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রকরের রেখার বিষয়বস্তু জোগাবার জন্যে লেখা চাই—সম্পাদকের কাছ থেকে অনুরোধ এল। ডিকেন্‌স্ সেই অনুরোধ-মত 'পিক্‌উইক্ পেপারস্' লিখতে সুরু করলেন কিন্তু হঠাৎ চিত্রকর গেল ম'রে; ম'রে গেল সে চিরকালের মত, কিন্তু ডিকেন্‌স্-এর ঐ লেখা বিশ্ব-সাহিত্যে অমর হ'য়ে রইল; কত ব্যঙ্গচিত্রকরকে তারপর কত প্রকাশক টাকা দিলেন ঐ বই চিত্রিত করার জন্য।

এই বই-ই ডিকেন্‌স্‌কে চব্বিশ বছর বয়সে বিখ্যাত ক'রে দিলে। আশ্চর্য, অদ্ভুত বই!

এমন সতেজ, নির্মল, রসিকতা, মানব-চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টির এমন পরিপূর্ণ বিকাশ, সাহিত্যরসমধুর এমন রচনা ইংলণ্ডে এর আগে কখনও কেউ দেখেনি,—তারা চমকে উঠল, জেগে উঠল; ডিকেন্‌স্‌কে স্বীকার করলে।

এত বড় বই—কত চরিত্র, অথচ বই যখন পড়া শেষ হয় তখন বই-এর প্রত্যেকটি চরিত্রকে মনে প'ড়ে মন মাধুর্যরসে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। ডিকেন্‌স্ বড় পর্দায় ছবি আঁকতে ভালবাসতেন—এ-যুগের ভাস্কর মেস্‌ট্রোভিকের মত। তাঁর Background হ'ত বিশাল, বিষয়বস্তুও হ'ত বিরাট কিন্তু তবু তার কোথাও কোনটা অসম্পূর্ণ থাকত না। এইটিই ছিল তাঁর বাহাদুরী। কত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কত চরিত্র আসছে যাচ্ছে, অথচ তার প্রত্যেকটিই শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে স্পষ্ট ছাপ রেখে যায়; ডিকেন্‌স-এর কোনও চরিত্র পঙ্গু নয়, কেউ ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

কি মিষ্টি বইটি! এতে তিনি হাসিয়েছেন গোড়া থেকে, মধ্যে এক আধ বার কাঁদিয়েছেনও—কিন্তু বই যখন 'শেষ হ'য়ে যায় তখন মনের মধ্যে যে ছাপ থাকে সেটা শুধু মধুর, মধুর। খুব মিষ্টি সুরে কেউ গান গেয়ে যাবার পর যেমন পূর্ণিমা রাতে অনেকক্ষণ ধ'রে তার একটা রেশ ঘুরে বেড়াতে থাকে, তেমনি এই বই-এরও একটা রেশ মনের মধ্যে বাজতে থাকে বহুক্ষণ।

এই বইটি যখন প্রথমে বেরোতে সুরু করে তখন এর এবং ডিকেন্‌স্-এর জনপ্রিয়তা যেন একবারে সিঁড়ির দু-তিনটে ক'রে ধাপ্ ট'পকে

ওপরে গিয়ে উঠেছিল। বইটির প্রথম খণ্ড দপ্তরীকে বাঁধতে হয়েছিল মাত্র চারশ' কিন্তু পঞ্চদশখণ্ড বেচারী বিয়াল্লিশ হাজার বেঁধে দিয়েও পাঠকদের সময়মত বই জোগাতে পারে নি। ডিকেন্স্-এর পরমবন্ধু ফর্স্টার সাহেব এই জনপ্রিয়তার কৈফিয়তে বলেছেন, "We had all become suddenly conscious, in the very thick of extravaganza of adventure and fun set before us, that here were real people."

ডিকেন্স্-ও প্রথম এম্নিই একটু আমোদ দেবার জন্যই বোধ হয় বইটা লিখতে স্বরু করেন, কিন্তু খানিকটা লেখার পর তাঁর নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি যেন সচেতন হ'য়ে ওঠেন—তাইতে বইটি যত শেষের দিকে এগিয়েছে ততই জমেছে।

এর পরে এল অলিভার টুইস্ট্,—সাধারণ উপন্যাস, কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। তখনকার ইংলণ্ডে অনাথাশ্রম সম্বন্ধে যে উদ্ভট আইন ছিল এবং তার ফলে নিত্য যে-সব ট্রাজেডি ঘট্ত তারই বিরুদ্ধে তিনি ধরলেন কলম। সবাই জানেন যে, উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা বই প্রায়ই ভাল সাহিত্য হ'য়ে ওঠে না, কিন্তু ডিকেন্স্-এর অলিভার টুইস্ট্ তার একটা প্রধান ব্যতিক্রম। অলিভার টুইস্ট্ ইংরেজদের প্রাণে এমন আঘাত করলে যে সরকার বাহাদুরকে ঐ-সব আইন ব'দলে ফেল্তে হ'ল। কিন্তু বইটির মধ্যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির যতই জোর চেষ্টা থাক্ সাহিত্যরসও ছিল প্রচুর, আজ সেই সাহিত্যরস লক্ষ লক্ষ পাঠকের গভীর আনন্দ দিচ্ছে। আমাদের দেশের চারুবাবু এই বই-এর থেকেই

উপাদান নিয়ে তাঁর "চোরকাঁটা" লিখেছেন, এবং সে-বইও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল, এমনিই একটা সার্বজনীন ভাবরস বইটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।...অলিভার টুইস্‌ট্‌ এখনকার দিনেও বারবার জনপ্রিয় ফিল্মরূপে আমাদের কাছে আস্‌ছে—অথচ ইংলণ্ডের আতুরাশ্রমের আইনের কিছুই জানি না আমরা।

এই প্রসঙ্গে এ কথার উল্লেখ করা যেতে পারে যে ডিকেন্‌স্‌-এর বই নীরব ছবির যুগে প্রায় সবগুলিই পর্দায় উঠেছিল, আবার মুখর যুগেও উঠ্‌ছে। এবং এই-সব ছবি দেখার জন্যে বহু দর্শকই সিনেমার দরজায় ভিড় করেন। এ বিষয়ে আমাদের দেশের বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে বোধ হয়।

যে জনপ্রিয়তা 'পিক্‌উইকে' বাড়তে সুরু হয়েছিল, তা 'অলিভারে' আরও একটু বেড়েছিল, কিন্তু 'নিকোলাস' যেমন বেরোতে আরম্ভ হ'ল তখন তা দাবানলের মতন যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। জনসাধারণ তাদের নিজেদের দেখা পেতে লাগ্‌ল ওঁর বই-এর পাতায় পাতায়। নিকোলাস নিকেল্‌বিতে যে লণ্ডনের দেখা পেলে তারা,তাদের চিরপরিচিত, চিরপুরাতন লণ্ডন, কিন্তু তবুও যেন মনে হ'ল লণ্ডনের অনেকখানিই তাদের দেখতে বাকী ছিল, এই প্রথম সেটা তাদের চোখে পড়ল। যেটা এর আগে তাদের বিশেষ পরিচিত, বিশেষ জানাশুনো ব'লে মনে হ'ত, এখন যেন মনে হ'ল যে তারও অনেকখানি অপরিচিত অজ্ঞাত ছিল, এবার ঠিক আসল জিনিসটির দেখা পাওয়া গেল।

'অলিভার টুইস্‌ট্‌' আর 'বারনাবীরাজ' প্রায় একসঙ্গেই বেরোতে স্রুরু হয়। এই দু'খানি বইয়েরই কপি-রাইট বা সর্ব্বস্বত্ব বিক্রী করবার অঙ্গীকারে ডিকেন্‌স্‌ অগ্রিম টাকা নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা যে কত বড় ভুল হয়েছিল তা তিনি বুঝতে পারলেন 'অলিভার টুইস্‌ট্‌' বেরোবার পর। যে-টাকা প্রকাশক তাঁকে দিয়েছিল তার বহুগুণ টাকা অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশকের পকেটে উঠ্‌ল, অথচ ডিকেন্‌স্‌ আর কিছুই পেলেন না। এতে তাঁর মন গেল ভেঙে—বারনাবীরাজ' আর লিখতে তাঁর মন উঠল না। কারণ খাটুনি ত সোজা নয়, অমানুষিক পরিশ্রম! যাই হোক—বহুকস্টে তিনি অনেক বেশী টাকা ফেরৎ দিয়ে ঐ দু-খানা বই-ই আবার ফিরিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এবং তখন 'বারনাবীরাজে'ও তাঁর মন আবার খুশি হ'য়ে কাজে লেগেছিল।

১৮৪০ খৃস্টাব্দ নাগাদ তিনি একখানা কাগজ বার করলেন, 'মাস্‌টার হাম্‌ফ্রীজ ক্লক' নাম দিয়ে। এই কাগজেই তাঁর 'ওল্ড কিউরিওসিটী শপ' বেরোতে স্রুরু হয়। এই করুণ কাহিনীটি লিখতে লিখতে ডিকেন্‌স্‌ নিজেও খুব বিচলিত হ'য়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর পাঠকদের ত কথাই নেই। এই বইটি উপলক্ষ্য ক'রেই তাঁর খ্যাতি আটলান্টিক সর্ব-প্রথম পার হ'য়ে আমেরিকায় পৌঁচেছিল, কারণ তিনি যে কত বড় সাহিত্যিক, তা এর আগে আমেরিকা বুঝতেই পারেনি।

'বারনাবীরাজ'ও আবার নতুন ক'রে এই 'হাম্‌ফ্রীজ ক্লকেই' বেরোয় এবং ঐ বই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডিকেন্‌স্‌-ও কাগজ দিলেন বন্ধ ক'রে' এত পরিশ্রম তাঁর সইল না। আমেরিকায় যাওয়ার মতলব

তাঁর মাথায় ছিল অনেকদিন থেকেই, কাগজ বন্ধ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এইবার তিনি জাহাজে চড়লেন। আমেরিকায় তিনি যে অভ্যর্থনা পেলেন তা আজও যে কোনও লোকের পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু।

তিনি তাঁর প্রথমদিনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ ক'রে বন্ধুকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার এক জায়গায় ছিল—"I wish you could have seen the crowds cheering the inimitable in the street···I have had the deputations from the far west ; from the lakes, the rivers ; the black woods, the log-houses, the cities, the factories, villages and towns. Authorities from nearly all the States have written to me. I have heard from the Universities, Congress, Senate and bodies public and private of every sort and kind." যুবক-সাহিত্যিকের পক্ষে এ কম কথা নয়!

আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি 'আমেরিকান নোট্স্' আর 'মার্টিন চাজ্‌ল্‌উইট' লিখলেন। 'মার্টিন' কিন্তু বেশী বিক্রী হ'ল না। অবশ্য তার পরে বিক্রী হিসেবে এ 'পিক্‌উইক্' আর 'ডেভিডে'র পরেই স্থান পেয়েছে, কিন্তু তখন ডিকেন্স্ একটু দমেছিলেন, সন্দেহ নেই।

কিছুদিন ধ'রেই তাঁর লেখাকে চুরি ক'রে অন্য উপন্যাস বা নাটক করার চেষ্টা চল্‌ছিল—এই সময়ে সেটা এত বেড়ে ওঠে যে তাঁকে পাইকিরী হিসেবে কতকগুলো মকর্দমা ক'রে তবে ওদের নিরস্ত করতে হয়।

'চাজ্‌ল্‌উইট্‌' বেরোবার পর কিছুদিন ধ'রে তিনি ইউরোপে ঘুরে বেড়ালেন। তারপরই সুরু হ'ল তাঁর 'ডেভিড্‌ কপারফিল্ড'। 'ডেভিড্‌' জনপ্রিয়তাতে তাঁর অন্য সব বইকে ছাড়িয়ে গেল এবং এই বইটিতে তাঁর নিজের বাল্যজীবনের অনেকখানি আভাস পাওয়া যায়, আর সেইজন্যই বোধ হয় ঐ বইখানি তাঁর প্রিয় ছিল!

উপন্যাস হিসাবে 'ব্লিক্‌ হাউস'ই শ্রেষ্ঠ একথা স্বীকার ক'রেও ডিকেন্‌স্‌ বলেছিলেন, "কিন্তু আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে 'ডেভিড্‌'!" আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে এই যে ডিকেন্‌স্‌-এর রচনার মধ্যে 'পিক্‌উইক্‌' আর 'ডেভিড্‌'কে ব্রাকেটে রেখে প্রথমে আসন দেওয়া উচিত! যদিচ 'এ টেল্‌ অফ টু সিটীজ'কে দ্বিতীয় আসন দিতে মধ্যে-মধ্যে প্রাণে একটু ব্যথাই লাগে।

'ব্লিক্‌-হাউস' বেরোয় 'ডেভিডে'র পর, বোধ হয় ১৮৫২ সালে। তখনকার চ্যান্সারীকোর্টের অদ্ভুত এবং নিষ্ঠুর বিচার-পদ্ধতিকে আঘাত ক'রে বই সুরু হয়েছিল। সে-সব ব্যাপারের সঙ্গে আমরা ঠিক পরিচিত নই ব'লে প্রথমটা আমাদের তত ভাল লাগে না, কিন্তু বই যখন শেষ হ'য়ে যায় তখন এটা মানতেই হয় যে—হ্যাঁ, অপূর্ব, অদ্ভুত বই!

এই সময় ডিকেনস অর্থ উপার্জনের নতুন রাস্তা খুঁজে পেলেন। সেটা হচ্ছে তাঁর নিজের লেখা থেকে অংশবিশেষ প্রকাশ্য ভাবে আবৃত্তি করা। প্রথম প্রথম কোনও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার ন্য এ-ব্যাপার আরম্ভ হয়। কিন্তু তারপর জনসাধারণের অসম্ভব

আগ্রহ দেখে নিজের সুবিধার জন্যই তিনি আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন। প্রচুর অর্থাগম হ'ত এতে, এমন কি এক-এক রাত্রে তিনি দু-হাজার আড়াই-হাজার টাকা ক'রে পেতেন। দেশ ছেড়ে বিদেশেও এই ব্যাপার চলল; তার ফলে তিনি আমেরিকায় গিয়ে আবৃত্তি ক'রেই শুধু উনিশ-হাজার পাউণ্ড (প্রায় তিন লক্ষ টাকা) উপার্জন করেন। কিন্তু এরই ফলে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল। পুত্র-কন্যাদের ভবিষ্যতের চিন্তায় তিনি ভাঙা শরীর নিয়েও আবার আট-হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে একটি আবৃত্তির চুক্তি করলেন—যদিও সে চুক্তি তিনি রাখতে পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত ১৩টা বক্তৃতা বাকী রেখে তাঁকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিদায় নিতে হ'ল। চিকিৎসকরা তাঁকে জানালেন যে, এ চুক্তি যদি তিনি শেষ করতে চান তাহ'লে তাঁকে তাঁরা আত্মহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করবেন।

তিনি শেষ যে আবৃত্তি করেন তার বিষয়বস্তু ছিল 'পিক্‌উইকে'র বিচার দৃশ্য। যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তী জীবনে সে-কথার উল্লেখ ক'রে লিখেছেন যে আর কাউকে-ত অত ভাল আবৃত্তি করতে তাঁরা শোনেন নি, ডিকেন্‌স্‌ও অন্য কোনও-দিন অত ভাল আবৃত্তি করেছিলেন কি-না সন্দেহ।

'আন্‌কমার্শিয়াল ট্রাভেলার', 'আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেণ্ড', 'গ্রেট এক্সপেক্টেশানস্' তাঁর শেষ জীবনের রচনা। 'মিস্‌ট্রি অব্‌ এড্‌উইন ড্রুড' তিনি আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু শেষ ক'রতে পারেন নি।

ডিকেন্‌স্‌-এর শেষ জীবন সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প এইখানে না

শুনিয়ে পারলুম না। মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি একদিন এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন যে তিনি নাকি প্রথম জীবনে খুবই দরিদ্র ছিলেন কিন্তু ডিকেন্‌স্‌-এর সাহিত্য থেকে যে অপূর্ব প্রেরণা আর সুন্দর আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন তারই জোরে তিনি আজ জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। এক-কথায় তাঁর এখনকার সুখ ও ঐশ্বর্যের জন্য ডিকেন্‌স্‌-ই দায়ী। সুতরাং তাঁর সকল সৌভাগ্যের মূল ডিকেন্‌স্‌কে তিনি কিছু উপহার না দিয়ে থাক্‌তে পারছেন না।

সেই চিঠির সঙ্গে পাঁচশ' পাউণ্ডের একখানা নোট ছিল। ডিকেন্‌স্‌ চিঠি পেয়ে খুবই বিচলিত হ'লেন কিন্তু তিনি টাকাটি ফেরৎ দিয়ে লিখলেন যে, যদি পত্রলেখক একান্তই কিছু উপহার দিতে চান তাহ'লে যেন সামান্য কোনও স্মারক-চিহ্ন পাঠিয়ে দেন।

স্মারক-উপহার শীগ্‌গিরই এল। চমৎকার একটি কারুকার্য্য-খচিত রূপোর বাক্স—তার চার-কোণে চারটি ঋতুর মূর্তি খোদাই করা। গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্ত, হেমন্ত—কিন্তু শীত নেই। যিনি ইহজীবন লোককে আনন্দই বিলিয়ে এসেছেন, তাঁকে নিরানন্দ শীতের মূর্তি কি ক'রে উপহার দেওয়া যায়—এই ছিল বোধ হয় দাতার মনের ভাব। কিন্তু ডিকেন্‌স্‌-এর মনে কেমন একটা ভয় হ'ল যে বোধ হয় আর তাঁকে শীত দেখতে হবে না। হ'লও তাই—

৮ই জুন (১৮৭০) সকাল থেকেই তাঁর শরীরটা খুব খারাপ ছিল। তবুও দুপুরবেলা ব'সে ব'সে অনেকগুলো চিঠি লেখেন এবং ডিনারের সময় এসে টেবিলেও বসেন, কিন্তু একটু পরেই তিনি আর ব'সে

থাকতে পারলেন না, তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে যেতে গিয়ে ঢ'লে পড়লেন অজ্ঞান হ'য়ে। এর-পরে চব্বিশ-ঘন্টা তিনি অজ্ঞান হ'য়েই বেঁচে ছিলেন, ৯ই জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছ'টার সময় তিনি দেশবাসীর ঐকান্তিক শুভেচ্ছা ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন।

দেখতে দেখতে এই দারুণ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে। সকলেরই ইচ্ছা ওয়েস্ট মিনস্টার আবিতে ঘটা ক'রে ডিকেন্স্-কে সমাহিত করা হোক, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ; তিনি লিখেই রেখে গিয়েছিলেন যে খুব সঙ্গোপনে কাউকে না জানিয়ে যেন সমাধি দেওয়া হয়। সেই নির্দেশমতই চুপি চুপি তাঁকে সমাধি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হ'ল।

কিন্তু ১৪ই জুন মঙ্গলবার তাঁকে সমাধি দেওয়ার পরই সে খবর ছড়িয়ে পড়তে স্বরু হ'ল। দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে শোকার্ত নর-নারী আসতে লাগল, বন্যার মত। শেষে এমন ব্যাপার হ'ল যে বাধ্য হ'য়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাঁর সমাধি খুলেই রেখে দিতে হ'ল। কিন্তু বৃহস্পতিবার মাটি চাপা দেওয়ার পরও লোক আসা বন্ধ হ'ল না। ডাক্তার ট্যান্লীর ভাষায়, 'পুষ্পমাল্য আর চোখের জল অনবরত সমাধির ওপর বর্ষিত হ'তেই লাগল'।

ডিকেন্স্-এর পর বহু বড় বড় ঔপন্যাসিক বিলেতে জন্মেছেন, বইও ঢের লিখেছেন, কিন্তু ডিকেন্স্-এর সিংহাসন যেখানে পাতা সেখানে আর কেউ পৌঁছতে পারেন নি। তার কারণ আমি আর

একবার ইতিপূর্বেই বোঝাতে চেষ্টা করেছি, সুতরাং এবার নিজে চেষ্টা না ক'রে বিখ্যাত সাহিত্যিক চেস্‌টারটনের ভাষায় দু-একছত্র শোনাব "The Miracle of Dickens is that all the men who are the machinery of the story are men and not machines. We may not be able to believe in them, but we are forced to imagine them. and above all, we are forbidden to forget them......One way of testing this quality in Dickens is to read any good novel, and notice how much of it is necessarily left colourless where Dickens would have put in the colour of character, if we call it only the colour of earicature."

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,—
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই!

—রবীন্দ্রনাথ

এ টেল অফ টু সিটীজ

এক

অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। এখন থেকে অনেকদিন আগে। সে সময়ে সমস্ত ফরাসী দেশ জুড়ে এক প্রলয়ঙ্কর আগুন জ্বল্‌ছে।

ফরাসী বিপ্লবের কথা তোমরা অনেকেই শুনেছ, কিন্তু ব্যাপারটা কী হয়ত জান না, দেশের দীনতম প্রজারা ক্ষেপে উঠে রাজা, রাণী, রাজপুত্র-কন্যা, রাজবংশীয়, এমন কি বড়লোক মাত্রকেই ধ'রে ধ'রে গিলোটিনে বলিদান দিচ্ছে—বালক-বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, এবং সেই রক্তস্রোতের সামনে দাঁড়িয়ে উল্লাসে চীৎকার করছে, এ ব্যাপারটা কল্পনা করলেই যেন গা শিউরে ওঠে, ও সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কতখানি অত্যাচারে মানুষ মানুষের ওপর এমন ক্ষেপে উঠতে পারে, সেটা ভেবে দেখলে ওদের ওপর আর রাগ থাকে না। অনেক নিরপরাধ লোককেও তারা হত্যা করেছে সত্যিকথা, কিন্তু উপায় কি ? একটা জাতির ক্রোধানল যখন জ্ব'লে ওঠে তখন নিরপরাধ লোকও তাতে পুড়ে মরতে বাধ্য, দাবানল কি আর নিরীহ পাখীর কথা বিবেচনা ক'রে বন পোড়ায় ? যে গল্প আজ তোমাদের বলতে বসেছি সে-ও এমনিই একটি নিরপরাধ লোকের গল্প—এবং এটি শুনলেই তোমরাও আমার সঙ্গে একমত হবে যে, প্রচণ্ড হিংসা ও অজস্র রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে জাতির

স্বাধীনতা অর্জন করবার চেষ্টা না করাই ভাল; তাতে দীর্ঘস্থায়ী শুভফল ফলে না। কিন্তু তার আগে তখনকার ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থাটা বোধহয় বোঝা দরকার—

বুর্বেঁা-বংশের চতুর্দশলুই ও পঞ্চদশলুই দীর্ঘকাল ধ'রে রাজত্ব করেন। দুজনে পর পর প্রায় দেড়শ' বছর ধ'রে ফ্রান্সের সিংহাসন জোড়া করেছিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘকাল তাঁরা দেশের কোনও উন্নতিবিধানের চেষ্টাই করেন নি; বাইরে যুদ্ধবিগ্রহে দেশ জর্জরিত, রাজকোষ শূন্য, সেই সময় তাঁরা নিজেদের বিলাস ও ব্যসনের জন্য কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করেছেন। সেই টাকা তাঁদের অকর্মণ্য মন্ত্রীরা জুগিয়েছেন দরিদ্র প্রজাদের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়ে, তাদের মাথার ওপর করের পর করভার চাপিয়ে। রাজার চারপাশে যে সব সভাসদরা ছিলেন, তাঁরা অন্তঃসার-শূন্য চাটুকার মাত্র, তাঁরা সুযোগ বুঝে নিজেদের ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের অঙ্ক বাড়াতেই ব্যস্ত—রাজ্যের ক্ষতি-বৃদ্ধি নিয়ে ভাববার সময় বা ইচ্ছা তাঁদের কারুরই ছিল না। প্রজারা দু-শো বছর ধ'রে একটু একটু ক'রে নিষ্পেষিত হচ্ছে আর ভগবানকে নিজেদের দুঃখ জানাচ্ছে—এমনি ক'রেই তাদের দিন কাটত। প্রতিবাদ জানাবার উপায় মাত্র ছিল না, সামান্য ইঙ্গিতেই, কখনও সম্পূর্ণ নিরপরাধ হ'য়েও শুধু সন্দেহের অজুহাতে, রাজ্যের সব চেয়ে ভয়ঙ্কর কারাগার ব্যাস্‌টিলের সুকঠিন পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে দীর্ঘদিনের জন্য, হয়ত বা সারা জীবনের জন্য ঢুকতে হ'ত। সেখানে একটি দিনও বেঁচে থাকা, সহস্র মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক!

কিন্তু শেষে এমন দিন এল, যখন ঐ ব্যাস্‌টিলের ভয়ও আর তাদের চুপ করিয়ে রাখতে পারলে না। দুর্দান্ত শীতে, চারিদিকের তুষার-বৃষ্টির মধ্যে যাদের নগ্ন দেহে কাটাতে হয়, যাদের চোখের সামনে ছেলেমেয়েরা তিলে তিলে না খেয়ে শুকিয়ে মরে, যাদের কাছে সামান্য একটা সুতোর জামা, পোড়া রুটী বা একটুখানি শুক্‌নো কাঠ কুবেরের ঐশ্বর্য—কতদিন তাদের ব্যাস্‌টিলের ভয় দেখিয়ে রাখা যায়? তারা মরীয়া হ'য়ে উঠল; রাজার কাছে দলে দলে গিয়ে জানাল যে তাদের ক্ষুধার অন্ন তারা চায়, তাদের দাবী শুধু এক টুক্‌রো পোড়া রুটী, এ তাদের চাই! সেই প্রার্থনা জানাতেই তাদের বহু লাঞ্ছনা ঘটল, অনেককে কামানের মুখে প্রাণ হারাতে হ'ল। কিন্তু তবু ফল হ'ল না। তখনকার রাজা ষোড়শ লুই ছিলেন দুর্বল; ভাল লোক, কিন্তু মহিষী ও সভাসদদের হাতের পুতুল মাত্র! তাই দু-তিনশ' বছরের পুঞ্জীভূত অন্যায়ের সামান্য প্রতিকারও তাঁর দ্বারা হ'ল না।

এইবার নিরীহ গর্তের ব্যাঙও গর্জন ক'রে উঠল। বুভুক্ষু প্রজার দাবী অনুনয় থেকে অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হ'ল এবং সে লেলিহান অগ্নিশিখা রাজা, রাজবংশীয়, অভিজাত মাত্রকেই নিঃশেষে গ্রাস করল। সে আগুনে যারা পুড়ল তারা সবাই হয়ত অপরাধী নয়, কিন্তু পিতৃপিতামহের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক সময়ে বংশধরদেরই করতে হয়—এই নিয়মই সব দেশে সত্য হ'য়ে আসছে।

উৎপীড়িতরা যখন উৎপীড়ক হয় তখন তাদের অত্যাচার যে ভীষণ হ'য়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? ফ্রান্সেও এর

অন্যথা ঘটে নি। বহু নিরপরাধ লোক বিপ্লবের সেই বীভৎস ঘূর্ণাবর্তে প্রাণ হারাল। ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক চার্লস্ ডিকেন্স্ সেই সময়কারই ফ্রান্সের অবস্থা নিয়ে তাঁর এই বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসটি লিখেছেন। কী চমৎকার সে বর্ণনা, কী আশ্চর্য তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যা একটা জাতির সত্যকার ইতিহাস একটা উপন্যাসের কয়েকটি পাতার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারে—তা আসল বইটি না পড়লে তোমরা কিছুতেই বুঝতে পারবে না। কিন্তু ফ্রান্সের সেই বিপর্যয়ের মধ্যে একটি নিরপরাধ লোকের সকরুণ আত্মত্যাগের যে কাহিনী তিনি লিখেছেন সেই গল্পটিই শুধু আজ তোমাদের শোনাব।

দুই

যে সমস্ত অত্যাচারী জমিদার ও রাজকর্মচারীরা ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণ, তাঁদের মধ্যে মার্কুইস সেন্ট এভারমণ্ড্ ক্ষমতা ও পদমর্যাদায় অগ্রগণ্য ছিলেন। তখনকার দিনে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত ফ্রান্সেও জমিদারদের হাতে ক্ষমতা ছিল অনেক বেশী, ইচ্ছে করলে তাঁরা প্রজাদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করতে পারতেন—এবং অধিকাংশই তা করতেন। অতিরিক্ত করভার তাদের মাথায় চাপিয়ে দিতেন এবং যতক্ষণ তাদের ক্ষুধার সম্বল এক টুক্‌রো রুটী পর্যন্ত অবশিষ্ট থাক্‌ত ততক্ষণ তাও কেড়ে নিয়ে সে কর তাঁরা আদায়

করতেন। প্রজাদের দেখতেন তাঁরা কুকুর বেড়ালের মত, বিনা মাইনেয় খাটানো, তাদের কাউকে মেরে ফেলা বা এমন কি তাদের মেয়েদের বে-ইজ্জৎ করার মধ্যেও কোন সঙ্কোচের কারণ তাঁরা দেখতে পেতেন না। মার্কুইস এভারমণ্ড্ ছিলেন এই প্রকৃতির লোক— আরও ভীষণ!

মার্কুইস এভারমণ্ড্ একদিন তাঁর কোনও রুগ্ণ প্রজার স্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে এনে রাখতে চেয়েছিলেন। সে বেচারা তার অসুস্থ স্বামীকে ছেড়ে যেতে চাইল না। তারই শাস্তি স্বরূপ মার্কুইস আদেশ দিলেন যে ঐ রুগ্ণ লোকটিকে সমস্ত দিন ধ'রে ঘোড়ার পরিবর্তে গাড়ীতে জুতে গাড়ী টানতে হবে, এবং সারারাত হিমে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ তাড়াতে হবে, যাতে ব্যাঙের চীৎকারে না ঘুম ভাঙে। এই অমানুষিক অত্যাচারে সে দু-একদিনের মধ্যেই মারা গেল, মার্কুইস তখন মেয়েটিকে জোর ক'রে নিজের বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে গেলেন। মেয়েটির বাপ এই দুর্ঘটনার ধাক্কা সামলাতে পারলে না, সেও মারা গেল। ওর ছোট ভাই ক্ষেপে উঠে ঝগড়া করতে গেল। মার্কুইস এ স্পর্দ্ধা সহ্য করতে না পেরে তরবারির এক খোঁচায় ছেলেটিকে ঠাণ্ডা ক'রে দিলেন।

ছেলেটি কিন্তু তখনই মরল না, গুরুতর রকমের জখম হ'ল। এধারে আরও বিপদ বাধল, মেয়েটি শোকে একেবারে পাগল হ'য়ে গেল। এ ক্ষেত্রে ডাক্তার না হ'লে চলে না, অথচ এ সব কথা জানাজানি হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। অনেক ভেবে চিন্তে তাঁরা স্থির

করলেন যে শহরের নাম করা তরুণ ডাক্তার ম্যানেটকে ডেকে এনে চিকিৎসা করাবেন। ভাবলেন যে প্রচুর টাকা দিলে ম্যানেট নিশ্চয়ই কথাটা চেপে যাবেন।

ম্যানেট কিন্তু ছেলেটিকে চিকিৎসা করতে গিয়ে তার মুখে সব কথা শুনে শিউরে উঠলেন। ছেলেটি সাংঘাতিক আহত হয়েছিল, সে সেইদিনই মারা গেল ; তার বোনও দিন-সাতেক বিকারের পর জ্বালার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে। ম্যানেটকে যখন মার্কুইস টাকা দিতে গেলেন ম্যানেট টাকা নিলেন না, বাড়ীতে এসে প্রধান মন্ত্রীকে সব কথা খুলে গোপনে একটা চিঠি লিখে দিলেন। তিনি জানতেন যে এত বড় জমিদারের বিরুদ্ধে কিছু লেখা বিড়ম্বনা, তবুও নিজের বিবেকের কাছে ত তিনি পরিষ্কার থাকবেন। কিন্তু এর যে উল্‌টো ফলও হ'তে পারে তা তিনি ভাবেন নি।

এই ঘটনার পর অবশ্য মার্কুইসের স্ত্রী গোপনে ম্যানেটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এবং স্বামীর অপরাধের জন্য সাশ্রুনেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ওদের কোনও আত্মীয়-স্বজন কোথাও আছে কিনা এবং তাদের ঠিকানা জানেন কিনা, তা হ'লে তিনি তাঁর যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। স্বামীর এবং তাঁর দুর্দান্ত ভাই-এর ওপর বেচারীর কোনও হাতই ছিলনা, কিন্তু তাদের দুষ্কার্য ওঁকে পীড়া দিত। যে ছেলেটি ও মেয়েটিকে দেখতে ম্যানেট গিয়েছিলেন তাদের একটি ছোট বোন ছিল বটে কিন্তু তাকে যে কোথায় ওরা গোপনে রেখে এসেছিল সে ঠিকানা ম্যানেট জানতেন

না—সুতরাং তিনি মার্কুইসের স্ত্রীকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় দিলেন।

এর পরের দিন রাত্রে একটি লোক এসে ম্যানেটের সঙ্গে দেখা ক'রে বললে, আমার বাড়ীতে খুব অসুখ, আপনাকে যেতে হবে।

ম্যানেট তখনই প্রস্তুত, কিন্তু কে জানে কেন তাঁর স্ত্রীর মনে কি রকম ভয় হ'ল, তিনি নিষেধ করলেন, বললেন, গিয়ে দরকার নেই বাপু, আমার কি রকম ভাল ঠেকছে না।

ম্যানেট তখনই স্ত্রীর সে আশঙ্কাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে নেমে এলেন; তাঁর ছোকরা চাকর ডেফার্জের তত্ত্বাবধানে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে রেখে সেই যে নিশীথরাত্রে যাত্রা করলেন আর তাঁকে স্ত্রীর কাছে ফিরে আসতে হ'ল না। সাধ্বী তাঁর অন্তরে স্বামীর বিপদ নিশ্চিত অনুভব করেছিলেন, তাই কিছুতেই তিনি ছাড়তে চাননি।

যে লোকটি ডাকতে এসেছিল সে একেবারে গাড়ী নিয়েই এসেছিল, ডাক্তার ম্যানেটের প্রশ্নের জবাবে সে বললে যে, যেতে হবে এই কাছেই। সামান্য একটু কাজ—এখনই ফিরে আসতে পারবেন।

কিন্তু ডাক্তার গাড়ীর মধ্যে উঠে ব'সে কিছুদূর যেতেই সহসা গাড়ী থামিয়ে একজন লোক তাঁর মুখে কাপড় পুরে দিলে আর দুটো লোক দুদিক থেকে ওঁকে জোর ক'রে চেপে ধ'রে দুটো হাত বেঁধে ফেললে। কোথায় অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলেন মার্কুইস্‌রা দু-ভাই, তাঁরা এই সময় বেরিয়ে এসে ডাক্তারকে সনাক্ত করলেন, তারপর মার্কুইস্ পকেট থেকে ডাক্তারের লেখা চিঠিটা বার ক'রে ডাক্তারের

চোখের সামনে সেটা পুড়িয়ে ফেললেন। এইবার আবার গাড়ী ছাড়ল, কিন্তু এবার একেবারে গিয়ে থাম্‌ল ব্যাস্‌টিলের মধ্যে, ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর পাষাণ-কারার মধ্যে। সেখানে তাঁকে জানানো হ'ল, রাজার আদেশ—গুরুতর অপরাধে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাঁকে ব্যাস্‌টিলে বন্দী ক'রে রাখা হবে।

ডাক্তার ম্যানেট অবাক হ'য়ে গেলেন, প্রথম আঘাতের জড়তা কাটতেই তাঁর সময় লাগল। তারপর তিনি আকুল হ'য়ে উঠলেন; অনুনয়, বিনয়, ক্ষমাপ্রার্থনা সব কিছুই করলেন কিন্তু মুক্তির আদেশ আর তাঁর কিছুতেই এল না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস সেই অন্ধকার কারাগারে কেটে গেল—না পেলেন স্ত্রীর কোনও খবর, না পাঠাতে পারলেন তাঁর কাছে নিজের কোনও সংবাদ! বাহিরের সমস্ত জগৎ থেকে পৃথক হ'য়ে বিভীষিকাময়, তমসাচ্ছন্ন, কঠিন-শীতল কারাগারের এক নিভৃত কক্ষে এম্‌নি-ক'রে আত্মীয়স্বজন থেকে বিনাদোষে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দিনের পর দিন কাটানোর কথা ভাবতে পার?···কোনও আশা নেই, ভরসা নেই, দ্বিতীয় প্রাণীর মুখ দেখার বা কারো সঙ্গে কথা কইবার উপায় নেই, এমন কি এই নিদারুণ দুঃখের সীমা পর্যন্ত নির্দিষ্ট নেই; অনির্দিস্ট কালের জন্য এই জীবন্ত সমাধি!

ক্ষমতার এই অপব্যবহারে, রাজশক্তির এই অবিশ্বাস্য ব্যভিচারে ম্যানেটের সমস্ত রক্তবিন্দু মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠত, কিন্তু বৃথা, বৃথা সব! কীই বা একটা লোকের ক্ষমতা যে, সে পাষাণ

প্রাচীর ভাঙবে ? শেষে তাঁর মনে হ'ল যে, কিছু একটা কাজ পেলে হয়ত তিনি একটু ভুলে থাকতে পারবেন—অনেক অনুনয়-বিনয়ে অন্তত সে ব্যবস্থাটা হ'ল ; কর্তৃপক্ষ মুচীর যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দিলেন। ম্যানেট অতি কষ্ট ক'রে নিজে নিজেই জুতোর কাজ শিখলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর মনে হ'ল যে তাঁর মানসিক বৃত্তি যেন ক্রমশ আচ্ছন্ন হ'য়ে আসছে, পাগল হ'তে আর বেশী দেরী নেই। তখন তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় কাগজ কলম সংগ্রহ ক'রে নিজের জীবনের এই মর্মস্পর্শী কাহিনী লিখলেন। পূর্বাপর সমস্ত ইতিহাস প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সুদ্ধ লিখে শেষকালে তাঁর এই দুর্দশার একমাত্র কারণ মার্কুইস্ এভারমণ্ডের সমস্ত বংশকে জ্বলন্ত ভাষায় অভিশাপ দিয়ে তিনি শেষ করলেন এবং কাগজগুলো মুড়ে রেখে ঘরের এককোণের পাথর সরিয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর নিজেকে এলিয়ে দিলেন নিজের দুর্ভাগ্যস্রোতে—

সত্যিই কিছুদিন পরে তাঁর চৈতন্য আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। মনের সমস্ত চিন্তা ও ধারণাশক্তির ওপর এল পূর্ণ জড়তা, তিনি কে, কেন সেখানে এসেছেন কিছুই আর তাঁর মনে রইল না। শুধু তাঁর বন্দীশালার নম্বরটিই রইল অদ্বিতীয় পরিচয় হ'য়ে—নর্থ টাওয়ারের একশ' পাঁচ নম্বর !

তিন

ডাক্তার ম্যানেটের স্ত্রী ছিলেন ইংরেজ মহিলা। তিনি বহুদিন ধ'রে স্বামীর খোঁজখবর ক'রেও যখন জানতে পারলেন না যে স্বামী কোথায় এবং তাঁর কী হ'ল তখন তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হ'লেন যে তাঁর স্বামী মারা গেছেন। তিনি বিদেশে একা আর কার ভরসায় থাকবেন? অগত্যা তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্বামীর জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। সেখানে গিয়েও বেশীদিন তিনি বাঁচেন নি, ম্যানেটের স্মৃতি-চিহ্ন তাঁর শিশুকন্যাকে ফেলে রেখে তিনি স্বর্গে চলে গেলেন। মেয়েটি তার মায়ের এবং মামার বাড়ীর যা কিছু বিষয় সম্পত্তি পেয়েছিল, তার তত্ত্বাবধান করতেন লণ্ডনের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত টেলসন ব্যাঙ্ক। মিস্ প্রস্ ব'লে এক ঝি ওকে মানুষ করেছিল, তার সঙ্গেই লুসী থাকত এবং পড়াশুনা করত। তার বাপের অস্তিত্ব বা ইতিহাস কিছুই সে জানত না।

লুসীর বয়স যখন আঠারো, ম্যানেটের বন্দীদশার আঠারো বছর পরে একদিন লুসী সংবাদ পেলে যে টেলসন ব্যাঙ্কের মিঃ লরী ব'লে এক কর্মচারীর সঙ্গে ডোভারে একবার তার দেখা হওয়া প্রয়োজন এবং তাঁর সঙ্গেই তাকে একবার প্যারিসে যেতে হবে; অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার, লুসী যেন নিশ্চয়ই যায়!

লুসী খবর পাওয়া মাত্র মিস্ প্রস্‌কে সঙ্গে ক'রে ডোভারে এসে পৌঁছল। সেখানে হোটেলে পৌঁছে শুনলে মিস্টার লরী তার আগেই এসে পৌঁচেছেন। মিঃ লরী তাকে নির্জন ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে

তাকে কি বললেন জান ? তার বাপের জীবনের শোচনীয় ইতিহাস ! কেমন ক'রে নিশীথরাত্রে তাঁকে চ'লে যেতে হয়েছিল—তারপর থেকে সহস্র চেষ্টাতেও লুসীর মা আর তার খবর পান নি, সব কথাই খুলে ব'লে বললেন, আমরা ব্যাঙ্কের লোক, আমাদের কারুর নাম করাই উচিত নয়, শুধু এইটুকু ব'লে রাখি যে, যে লোকের ইচ্ছায় তোমার বাবাকে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাঁর কাছে ফ্রান্সের প্রায় সব বড় কারাগারেই বন্দী ক'রে রাখার আদেশ-পত্র থাকত ; শুধু নামটি লিখে যে কোনও লোককেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি কারাগারে পাঠাতে পারতেন। এতখানি তাঁর ক্ষমতা যে তোমার মা বহু উচ্চপদস্থ লোককে কি স্বয়ং মহারাজকে ধ'রেও একটু খবর পান নি। নিজে যে নিদারুণ সংশয়ের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন পাছে সে সংশয় তোমার বাল্যজীবনকে বিষাক্ত ক'রে তোলে এই জন্যে তিনি তোমাকে তোমার বাবার মৃত্যুর খবরই জানিয়েছিলেন। কিন্তু—

মিঃ লরী এই পর্যন্ত ব'লে একটু ইতস্তত করতে লাগলেন কিন্তু বেচারী লুসীর তখন শোচনীয় অবস্থা ; সন্দেহে, ভয়ে তার বুক তখন কাঁপছে, সে দুই হাত জোড় ক'রে বললে, দোহাই আপনার, কী কথা আরও বলবার আছে বলুন !

মিঃ লরী বললেন, সম্প্রতি জানা গেছে যে তোমার বাবা বেঁচে আছেন, তাঁকে ব্যাস্‌টিলের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি তাঁর এক পুরোনো চাকরের বাড়ী এসে আছেন। অবিশ্যি তাঁর অনেক পরিবর্তনই হয়েছে, যে মানুষ আঠারো বছর আগে

কারাগারে ঢুকেছিল সে মানুষটি আজ আর বেরিয়ে আসেনি ; না দৈহিক, না মানসিক কোনও সাদৃশ্যই আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তবুও তিনি তোমার বাবা, তাঁর এ শোচনীয় অবস্থাতে তোমাকেই তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ; সেবায়, সহানুভূতিতে, ভালবাসায় আবার তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা করতে হবে—

কিন্তু মিঃ লরীর সব কথা লুসীর কানে যায় নি। সে অস্ফুটস্বরে দু-একবার 'আমার বাবা ! তাঁর প্রেতাত্মা কি উঠে এল ?' ব'লেই অজ্ঞান হ'য়ে ঢ'লে পড়ল। বেচারা লরী ! তিনি ব্যস্ত হ'য়ে হাঁকডাক সুরু ক'রে দিলেন, সেই শুনে হোটেলের ঝি-চাকরের দল এবং তাদের পেছনে লুসীর ঝি মিস্ প্রস্ ছুটে এল। কিন্তু তার আগে তোমাদের কাছে এই মিস্ প্রসের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি।

মিস্ প্রসের চেহারাটা ছিল যেমন লম্বা-চৌড়া পুরুষের মত, মেজাজটাও ছিল তেমনি রুক্ষ ; অত্যন্ত কর্কশভাষিণী, রগচটা মেয়েছেলে ব'লে সবাই ভয় করত, কিন্তু এ-হেন মেয়েমানুষটিও লুসীর কাছে এলেই অত্যন্ত নরম হ'য়ে যেত। ওর যা কিছু ভালবাসা সব ঐ মেয়েটির ওপরই ছিল। আজও ঘরে ঢুকেই সে এমন এক ধাক্কা মারলে মিঃ লরীকে যে তিনি ছিট্‌কে গিয়ে পড়লেন ওধারের দেওয়ালে, তারপরই ঝি-চাকরের দলকে প্রচণ্ড এক ধমক, হাঁ ক'রে সব সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকা হয়েছে কেন ? যাও এখুনি ছুটে গিয়ে জল আর পাখা নিয়ে এস ! একমিনিট যদি দেরী হয় তাহ'লে দেখিয়ে দেব মজা !

তারা ভয়ে ভয়ে তখনই ছুটে সব আনতে গেল, মিস্ প্রস্ গিয়ে মেঝেয় ব'সে প'ড়ে লুসীর মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিলে, তারপর সুরু করলে একবার মিঃ লরীকে গাল দিতে আর একবার ক'রে লুসীকে আদর করতে, বে-আক্কিলে মিন্সে! এই একরত্তি দুধের মেয়েকে এমন ক'রে ভয় না দেখিয়ে কাজের কথা বলা যায় না? পাজী লোক কোথাকার!...আহা বাছা আমার, সোনা আমার, মাণিক আমার, কত ভয়ই পেয়েছে!...ব্যাঙ্কের লোক না হাতি! লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা লোক!...

মিঃ লরী বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে তখনই স'রে পড়লেন, তখন তাঁর সব ভাবনা গিয়ে একমাত্র আশঙ্কা হ'ল যে ঐ মদ্দা মেয়ে-ছেলেটাও সঙ্গে যাবে নাকি?

মিস্ প্রসের একটু পরিচয় এখন দিয়ে রাখলুম—পূর্ণ পরিচয় পাবে আরও খানিক পরে।

... ...

যাইহোক—পরের দিন তাঁরা নিরাপদেই প্যারিসে পৌঁছলেন। আলেকজাণ্ডার ম্যানেটের পুরোনো চাকর ডেফার্জ সেণ্ট-এ্যাণ্টোয়েনে মদের দোকান করেছিল। সেণ্ট-এ্যাণ্টোয়েন পাড়াটা হ'ল খুবই দরিদ্রদের। সর্বদা অভাব অনটনে তাদের মনুষ্যত্ব একরকম লোপ পেতেই বসেছিল, সুতরাং ওখানকার রাস্তাগুলো যেমন নোংরা তেম্নি নোংরা হ'য়ে ওখানকার অধিবাসীরাও থাকত। আর গোলমাল-ঝগড়াঝাঁটি ছিল ওখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এ-হেন সেণ্ট-

এ্যাণ্টোয়েনে একটা পুরোনো চারতলা বাড়ীর নীচে ছিল ডেফার্জের মদের দোকান। ডেফার্জ আর তার স্ত্রী দোকান চালাত এবং নীচের তলাতেই বাস করত, বাকী ওপরের ঘরগুলো খুচ্‌রো হিসেবে ভাড়া দিত।

ফ্রান্সে বিদ্রোহের আগুন অনেকদিন থেকেই ধোঁয়াচ্ছিল এবং সে আগুনে গোপনে যারা ইন্ধন জোগাচ্ছিল তার মধ্যে ডেফার্জ আর তার স্ত্রী হ'চ্ছে প্রধান। ডেফার্জের স্ত্রী মদের দোকানেই একপাশে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে জাল বুনত কিন্তু তার মধ্যেই সে রাজ্যের সমস্ত খবর রাখত। নিঃশব্দে নীরবে সে ষড়যন্ত্রের জাল বুন্‌ত এবং ফ্রান্সের রাজশক্তির প্রত্যেকটি অপকীর্তি গেঁথে রাখত, নিজের মাথায়। বাল্যের সহস্র অত্যাচার, যা সে নিজে ভোগ করেছে এবং নিজের চারপাশে ভোগ করতে দেখেছে, তার মনকে পাষাণ-কঠিন ক'রে তুলেছিল, তাই এই অসামান্যা স্ত্রীলোকটি তার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে নির্মমভাবে শুধু প্রতিহিংসার আগুনই জ্বালিয়ে তুলছিল। ওর কাছে কারুর মার্জনা ছিল না—আমোঘ, নিষ্ঠুর প্রতিশোধই ছিল ওর সাধনা, কামনা!

ডেফার্জও তার ছেলেবেলা থেকে শুধু চারপাশে উৎপীড়নের ছবিই দেখেছে কিন্তু তবুও তার মন তার স্ত্রীর মত কঠিন হ'তে পারে নি। ওদের দলের গুপ্তচরেরা যখন ম্যানেটের মুক্তির সংবাদ এনে দিলে, ডেফার্জই তাকে নিয়ে এসে নিজের বাড়ীতে রাখলে এবং খোঁজ-খবর নিয়ে টেলসনের ব্যাঙ্কে সংবাদ পাঠালে। সুতরাং মিঃ লরী লুসীকে

সঙ্গে নিয়ে খুঁজে খুঁজে এই ডেফার্জের মদের দোকানেই উপস্থিত হ'লেন।

ওঁরা যখন পৌঁছলেন সেণ্ট-এ্যাণ্টোয়েনে তখন রীতিমত গোলমাল চলেছে। একটা গাড়ীতে বোঝাই হ'য়ে কতকগুলো মদের পিপে যাচ্ছিল, তারই মধ্যে একটি পিপে গড়িয়ে রাস্তায় প'ড়ে ভেঙে যায়। উঁচু-নীচু পাথরবসানো রাস্তা, কাদা আর জঞ্জালে বোঝাই, তারই মধ্যে মদ প'ড়ে একেবারে কাদার সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু হোক্ কাদা, মদ ত? চারিদিক থেকে হৈ-হৈ ক'রে বুভুক্ষুর দল এসে পড়ল এবং দু-হাতে সেই কাদাই তুলে তুলে খেতে লাগল। তারই জন্য তাদের কাড়াকাড়ি এবং মারামারি। কতটা অভাবে মানুষ এমন নীচে নেমে আসতে পারে তা বোধ হয় তোমরা বোঝ!......

কি আর করবেন? এই গোলমালের মধ্যেই মিঃ লরী মদের দোকানে পৌঁছে ডেফার্জকে একপাশে চুপি-চুপি ডেকে নিয়ে গেলেন এবং নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর আসার কারণটাও জানালেন। ডেফার্জ তার স্ত্রীকে চোখের ইঙ্গিতে পাহারা দিতে ব'লে লুসী ও মিঃ লরীকে নিয়ে পেছনের একটা ভাঙা-চোরা জরাজীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল, তারপর একটা তালা-বন্ধ ঘরের সামনে গিয়ে পকেট থেকে একটা চাবীর গোছা বার করলে। মিঃ লরী আশ্চর্য হ'য়ে বললেন, এখনও তাঁকে তালা দিয়ে রেখেছ নাকি?

ডেফার্জ একবার মিঃ লরীর মুখের দিকে চেয়ে বললে, এত দীর্ঘ-কাল অন্ধকার ঘরে তালার মধ্যে বাস করেছেন যে আজ যদি তালা

না দিয়ে চ'লে যাই তাহ'লে ভয় পেয়ে, চেঁচিয়ে, কী যে অনর্থ ক'রে বসবেন তার ঠিক নেই !

দোর খুলে একটু ফাঁক ক'রেই ডেফার্জ কোন রকমে ঢুকে পড়ল, তারপর ওঁদের ইঙ্গিত করলে ভেতরে আসার জন্য। মানসিক উত্তেজনায় লুসীর তখন হাত-পা যেন অবশ হ'য়ে আসছে, সে চলতে পারে না দেখে মিঃ লরী তাকে একরকম কোলে ক'রে নিয়েই ভেতরে ঢুকলেন। তাঁরা আসবার সঙ্গে সঙ্গে ডেফার্জ দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে ভেতর থেকে মহা আড়ম্বর ক'রে তালা লাগিয়ে দিলে।

যেখানে তারা ঢুকল তাকে ঘর বলা উচিতই নয়। কাঠ-ঘুঁটে থাকবার একটা অন্ধকার কুঠুরী। একটি মাত্র ঘুলঘুলির মত জানলা আছে একধারে, তারও সবটা খোলা নয়। সেই সামান্য একটু ফাঁক দিয়ে অতি সামান্য যে আলো ঘরে এসে পড়েছে, তাতে কোন জিনিষ দেখতে গেলে কষ্ট ক'রে দেখতে হয়। ঘরের মেঝেয় একটা নীচু বেঞ্চির ওপর এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ বসে ছিল। অত্যন্ত শীর্ণ, হাড় জির-জিরে কঙ্কালসার দেহ, অতি পুরাতন বিবর্ণ ছেঁড়া শার্ট আর পায়জামা পরনে, কতকগুলো দাড়ি গোঁফ, লম্বা লম্বা চুল, যেন প্রেতাত্মার মূর্তি ! বৃদ্ধ সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে একমনে একটা জুতো তৈরী করছিলেন ; বেঞ্চির ওপর, নীচে—পায়ের কাছে, কতকগুলো চামড়ার টুক্‌রো আর যন্ত্রপাতি ছড়ানো। একমনে ঘাড় গুঁজে তিনি কাজ ক'রেই চললেন, এতগুলো লোক যে ঘরে ঢুকল তা তিনি শুনতেই পেলেন না।

ডেফার্জ ওঁদের একটু দূরে রেখে কাছে এগিয়ে গেল, বললে, শুনছেন ? জানলাটা একটু বেশী খুলে দেব ?

বৃদ্ধ হাত থামিয়ে অত্যন্ত অসহায় ভাবে একবার চারপাশে চাইলেন, শব্দটা কোথা থেকে আসছে, যেন সেটুকু বুঝতেও তাঁর খানিকটা সময় লাগল, তারপর প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন' খুলে দেবে ? দাও—

ডেফার্জ জিজ্ঞাসা করলে, চোখে লাগবে না ? আলো সহ্য হবে ত ?

একটা ক্ষীণ, অতিক্ষীণ, যেন অস্ফুট আর্তনাদের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ জবাব দিলেন, খুলে দিলে সহ্য করতেই হবে ! কী করব—

তারপর আবার ঝুঁকে পড়লেন নিজের কাজে। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরও ক্ষীণ, যে লোক বহুদিন পৃথিবীর আলো, পৃথিবীর কোলাহল, মানুষের কণ্ঠস্বর থেকে বঞ্চিত ছিল, সে লোকের কাছে অতি ক্ষীণ শব্দও কোলাহল ব'লে মনে হয়। মানুষের গলার আওয়াজ পেয়েও যে তিনি চমকে উঠছিলেন, তারও বোধ হয়, এই কারণ।

আরও মিনিটখানেক পরে ডেফার্জ বললে, শুনছেন, এঁরা সব আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন যে ?

আবারও খানিকক্ষণ ইতস্তত ক'রে বৃদ্ধ মুখ তুলে অসহায় ভাবে চাইলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন, আমায় কি কিছু বললে ?

—হ্যাঁ, এঁরা আপনার কাজ দেখতে চান—কী জুতো আছে দেখান না !

মনুষ্যত্বের এই শোকাবহ দুর্দশায় মিঃ লরীর চোখে জল ভ'রে এসেছিল, তবে নাকি তিনি ব্যাঙ্কের লোক, কাজই তাঁদের সকলের ওপর, তিনি এগিয়ে একপাটী জুতো হাতে ক'রে তুলে নিলেন।

ডেফার্জ বললে, কি রকম জুতো এঁকে একটু বুঝিয়ে দিন।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যেন সুপ্তোত্থিতের মত বৃদ্ধ বললেন, কি বললে আমার মনে নেই, কি করতে হবে?

ডেফার্জ বললে, জুতোটা ভাল কি মন্দ একটু বুঝিয়ে দেবেন না?

বৃদ্ধ তখন কতকটা অভ্যাসমত ব'লে গেলেন, মেয়েদের জুতো, এই-ই হোল আজকালকার ফ্যাশান। আমি অবশ্য নিজে দেখিনি, তবে নমুনামত করেছি। খুব মজবুত।

কথাটা বলার সময় যেন একটু ক্ষীণ গর্বের ভাব বৃদ্ধের শীর্ণ-বিবর্ণ মুখে ফুটে উঠল, তারপরেই আবার তিনি মাথা নীচু করলেন। মিঃ লরী প্রশ্ন করলেন, আপনি কি বরাবরই জুতো তৈরী করতেন?

—আমি? না।...আমি এখানে এসে শিখেছি...নিজে নিজেই শিখেছি।

বলতে বলতে থেমে গিয়ে মাথা নীচু ক'রে বসলেন, তারপর আবার খানিকটা পরে আপনিই মাথা তুলে মিঃ লরীর মুখের দিকে চেয়ে যেন চমকে উঠলেন, তারপর আগেকার কথার জের টেনে বললেন, ওদের অনেক ব'লে তবে এই কাজ করবার অনুমতি পেয়েছিলুম—

মিঃ লরী জুতোটা ফেলে দিয়ে বললেন, আচ্ছা ডাক্তার ম্যানেট, আমাকে কি আপনার একটুও মনে পড়ে না ?

ম্যানেট অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, মনে ?......কি জানি !..... সে অনেকদিনের কথা......কৈ কিছু-ত মনে পড়ে না।

—আপনার নাম কি মনে আছে ?

—আমার নাম ?...নাম জানতে চাইছেন ?

—হ্যাঁ ; আপনার নাম।

—আমি নর্থটাওয়ারের ১০৫ নম্বরের কয়েদী।

মিঃ লরী তখন ডেফার্জের একখানা হাত ধ'রে বললেন, দেখুন দেখি এর দিকে চেয়ে, এ'কেও কি মনে পড়ে না আপনার ? সেই পুরোনো চাকর, আপনার ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের কর্মচারী, পুরোনো দিনের কোনও কথাই কি মনে পড়ে না ?...ভাল ক'রে চান, চেয়ে দেখুন।

বহু, বহু যুগের ওপার থেকে যেন তীক্ষ্ণ একটা বুদ্ধি, চিন্তাশক্তির ছায়া ধীরে ধীরে সেই বিহ্বল মুখের ওপর ফুটে উঠল, খানিকক্ষণ যেন মনের মধ্যে স্পষ্ট একটা কি ধারণার চেষ্টা চল্‌ল, আবার পরক্ষণেই একটু একটু ক'রে সে ভাবটা মিলিয়ে গেল। কিন্তু সেই অল্প সময়-টুকুর মধ্যেই মিঃ লরীর অনেক দিন আগের ডাক্তার ম্যানেটকে চিনে নিতে দেরী হ'ল না। যেন বৃদ্ধের এই জীর্ণ কঙ্কালের মধ্যে ক্ষণ-কালের জন্য ম্যানেটের আত্মার সঞ্চার হ'ল।

লুসী এতক্ষণ এককোণে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রুপাত করছিল। সে

এইবার একেবারে ডাক্তার ম্যানেটের পাশে এসে দাঁড়াল। ডেফার্জ বুঝলে যে এবার আর তাদের কিছু করবার নেই, উপযুক্ত চিকিৎসক এসেছে; সে মিঃ লরীকে নিয়ে দূরে স'রে গেল। ডাক্তার ম্যানেট ঘাড় গুঁজে কাজই ক'রে যাচ্ছিলেন, সহসা চামড়া কাটা একটা ছুরির দরকার হওয়ায় নীচে থেকে কুড়িয়ে নিতে গিয়ে তাঁর চোখ পড়ল লুসীর দিকে, তিনি একটু থম্‌কে গিয়ে আস্তে আস্তে চোখ তুলে লুসীর মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠলেন। শিশির-সিক্ত শতদলের মত সুন্দর মেয়েটি সজল চোখে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ দৃশ্য বৃদ্ধের কাছে এতই অস্বাভাবিক যে তিনি যেন ক্রমশ ভীত হ'য়ে উঠলেন, অর্ধস্ফুট, অথচ আর্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, এ—এ সব কি?

লুসী সে কথার জবাব না দিয়ে আরও কাছে স'রে এল, আরও কাছে; তারপর একেবারে তাঁর পাশে এসে ব'সে পড়ল। ডাক্তার ম্যানেট সভয়ে খানিকটা স'রে গেলেন, তখন লুসী আস্তে আস্তে তাঁর কাঁধের ওপর হাত রাখলে। তিনি খানিকটা হতভম্ব হ'য়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে ব'সে থেকে লুসীর হাতখানা কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে দিলেন। তারপর কম্পিত হাতে বুকের মধ্যে থেকে মলিন একটুক্‌রো ন্যাকড়ায় বাঁধা একটা ছোট্ট পুঁটুলি বার ক'রলেন। তাড়াতাড়ি সেই পুঁটুলিটি খুল্‌তে তার মধ্যে থেকে বেরোল গোটা দুই-তিন কা'র মাথার চুল, সেই চুল অতি সন্তর্পণে হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে লুসীর চুলের সঙ্গে খানিকক্ষণ মিলিয়ে দেখে তিনি লুসীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, সেই চুল, একেবারে এক...কিন্তু এ কী ক'রে হ'ল?...তুমি কি

সেই ?···না, তাই বা কী ক'রে হবে—সে যে অনেক দিনের কথা !...

তারপর কতকটা যেন আপন মনেই ব'লে চললেন, সেদিন রাত্রে যখন বেরিয়ে আসি তখন সে অনেকক্ষণ আমার কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়িয়েছিল, আমায় আসতে নিষেধ করেছিল, কিন্তু আমি শুনিনি··· তারপর যখন নর্থ টাওয়ারে এলুম, তখন দেখলুম এই ক'গাছি তার মাথার কেশ আমার জামার হাতায় জড়িয়ে রয়েছে—এই ক'টি চুল তার স্মৃতিচিহ্ন আমি ওদের কাছে চেয়ে নিয়েছিলুম ভিক্ষাস্বরূপ···। কিন্তু তুমি কি সেই লোক ?······না, না, তুমি যে ছেলেমানুষ, আর সে হ'ল অনেকদিনের কথা, সে আমার বন্দীদশার আগেকার কথা। বহুদিন, বহুবছর আগেকার কথা···তখন আমি বৃদ্ধ হইনি, তখনও আমার যৌবন ছিল···

লুসী আর থাকতে পারলে না, সে তুই হাত বাড়িয়ে অসহায়, তুর্বল বৃদ্ধের মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলে। ওর রেশমের মত সোনালী চুলের সঙ্গে বৃদ্ধের পাকাচুল মিশে গেল, যেন আশাহীন, আনন্দহীন বন্ধনের মধ্যে স্বাধীনতার সূর্যালোক এসে পড়ল। লুসী তাঁকে ছোট্ট ছেলের মত বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে তাঁর কানে কত কি সান্ত্বনার কথা শোনাতে লাগল। সেই মধুর অথচ করুণ কণ্ঠস্বরে, সেই নিদারুণ বুকফাটা সান্ত্বনার বাণীতে, অর্ধোন্মাদ বৃদ্ধের অন্তর গ'লে তাঁর বহুদিনের শুষ্কচোখের তু'কূল বেয়ে জল ঝ'রে পড়তে লাগল। বহুদিন পরে বাপ ও মেয়ের এই সকরুণ মিলনের

মর্মন্তুদ দৃশ্যে ঘরের উপস্থিত আর দু'জনের চোখও সজল হ'য়ে উঠল।

বহুক্ষণ ধ'রে কেঁদে কেঁদে শান্ত হ'য়ে বৃদ্ধ ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা মেঝেতে ঝুঁকে পড়ল, ক্রমে তিনি মেঝেতেই এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। লুসীও তাঁর সঙ্গে মেঝেতে শুল, ওর হাতের ওপর বৃদ্ধের মাথাটা রেখে আর এক হাতে তাঁর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে লুসী বললে, যদি সম্ভব হয় আপনারা এখনই যাত্রার আয়োজন করুন, আমি একেবারে এখান থেকেই এঁকে নিয়ে যেতে চাই।

মিঃ লরী বললেন, কিন্তু এই অবস্থায় কি ওঁকে নিয়ে যাওয়া যাবে?

লুসী বললে, খুব যাবে, আমি ঠিক ওঁকে নিয়ে যাব। কিন্তু যেখানে উনি এত দুঃখ, এত বেদনা পেয়েছেন, সেখানে আমি একটি দিনের জন্যেও আর রাখতে চাই না।

ডেফার্জ বললে, ওঁর পক্ষে এখানে থাকাও খুব নিরাপদ নয়। যতশীঘ্র যেতে পারেন ততই ভাল।

মিঃ লরী তখন ডেফার্জের সঙ্গে গাড়ী-ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেলেন। সব ঠিক ক'রে যখন ওঁরা ফিরলেন তখন ডাক্তার ম্যানেটের ঘুম ভেঙেছে। লুসী আস্তে আস্তে ওঁকে নিয়ে বেরিয়ে এল, তিনি একটি কথাও বললেন না; কোথায় যাচ্ছেন কোনও প্রশ্নই করলেন না, স্বপ্নাবিষ্টের মত একান্ত নির্ভয়ে লুসীর কাঁধে ভর দিয়ে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে চাপলেন।

ডেফার্জ শহরের প্রান্ত পর্যন্ত ওঁদের সঙ্গে গেল, যখন বুঝলে যে

আর বিশেষ আশঙ্কার কারণ নেই তখন ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল।

গাড়ীতে উঠে লুসী জিজ্ঞাসা করেছিল, এখানে আসার কথা আপনার মনে পড়েছে কি এইবার ?

বৃদ্ধ অসহায়ভাবে চারদিকে চেয়ে আপন মনেই বললেন, অনেকদিনের কথা, বহুদিন হ'ল…তারপর বিড়বিড় ক'রে আরোও বার কতক 'নর্থ টাওয়ারের একশ' পাঁচ নম্বর' ব'লে চুপ করলেন।

ম্যাডাম ডেফার্জ ওঁদের যাত্রার সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকটা পাহারা দিচ্ছিল, সে একবারও ঘাড় তুললে না, কোনও দিকে চাইলে না, শুধু সমস্ত সময়টা নীরবে দাঁড়িয়ে জাল বুনে যেতে লাগল। সেই জালের প্রতিটি গ্রন্থিতে এম্‌নি কত যে মর্মন্তুদ ঘটনার ইতিহাস গোপন রয়েছে তা একমাত্র সেই জানে!

চার

ডাক্তার ম্যানেট যেদিন বন্দী হন, তার আগের দিন মার্কুইস্‌ এভারমণ্ডের স্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, সে কথা তোমরা ভুলে যাওনি নিশ্চয় ? মার্কুইস্‌ এভারমণ্ড এবং তাঁর ভাই যদিচ খুবই বদ্‌লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন সত্যি-সত্যিই ভাল। তাঁর একটি মাত্র ছেলে যাতে বাপ-কাকার স্বভাব না পায় এজন্য তিনি সর্বদাই শঙ্কিত থাকতেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফলও

হয়েছিল, এভারমণ্ডদের দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হ'লেও তাঁর ছেলে চার্লস্ মানুষ হ'য়েই উঠেছিল।

এভারমণ্ডের স্ত্রী অল্প বয়সেই মারা যান, এবং এভারমণ্ড্ নিজেও যখন মারা গেলেন তখনও চার্লসের বয়স বেশী নয়। এভারমণ্ডের ভাই ছিলেন যমজ, তিনিই চার্লসের বাবার অবর্তমানে মার্কুইসের গদীতে বসলেন। তিনি ছিলেন আরও বদ্—সহস্র উপায়ে প্রজাদের পীড়ন ক'রে টাকা আদায় করতেন, এবং সেই টাকা অপরিমিত বিলাসে ও নানা রকম দুষ্কার্যে অপব্যয় করতেন। চার্লসের বিবেক এ ব্যবহার মেনে নিতে চাইলে না, সে পৈতৃক বিষয়ের আশা, তার দেশ ও পিতৃ-পিতামহের বাসভবনের সঙ্গে ত্যাগ ক'রে লণ্ডনে চ'লে গেল এবং সেখানে গিয়ে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা উপার্জন করার চেষ্টা করতে লাগল। ঘৃণায় এবং লজ্জায় সে পৈতৃক নামটা পর্যন্ত ত্যাগ করলে, লণ্ডনে এসে নাম নিলে চার্লস্ ডার্ণে।

কিন্তু সমুদ্র পেরিয়েও তার কানে বর্তমান মার্কুইসের কুকীর্তির কথা এসে পৌঁছত। এবং সময়ে সময়ে অমানুষিক অত্যাচার থেকে অসহায় প্রজাদের বাঁচাবার চেষ্টা না ক'রে সে থাকতে পারত না, সুতরাং লুকিয়ে তাকে দু'একদিনের জন্য ফ্রান্সে ফিরতেই হ'ত। ডাক্তার ম্যানেটকে নিয়ে লুসী যেদিন লণ্ডনে ফিরছে সেদিন চার্লস্ও এমনই একটা ব্যাপারে প্যারীতে এসেছিল এবং ঐ এক জাহাজেই সে লণ্ডনে ফিরছিল।

দুর্যোগের রাত, তারপর জাহাজটিও ছোট এবং জরাজীর্ণ। এ

অবস্থায় লুসী তার অর্ধ-অচৈতন্য বাপকে নিয়ে জাহাজে উঠে খুবই বিপদে পড়েছিল; তার অবস্থা দেখে ডার্ণে এসে বাইরের ডেকে একটা বেঞ্চির ওপর বৃদ্ধকে শোয়াবার ব্যবস্থা ক'রে দিল এবং নানা রকম গল্পগুজবে লুসীকেও আশ্বাস দিলে। এমনি ক'রে ভগবানের অদ্ভুত-বিধানে দুই পরম শত্রুর প্রথম পরিচয় হ'ল।

তারপর আরও দু-চার বার এদের দেখাশুনো হ'ল কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ল কবে জান?—এই প্রথম পরিচয়ের পাঁচবছর পরে, জন বার্সাদ ব'লে এক গুপ্তচরের চক্রান্তে চার্লস ডার্ণের নামে যখন রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হ'ল এবং লুসী, তার বাবা ও মিঃ লরীকে সাক্ষী মানা হ'ল।

তখন আমেরিকার বিদেশী প্রজারা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং ফ্রান্সের রাজশক্তি বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে। যে দেশের প্রজারা চরমদুর্দশাগ্রস্ত, সে দেশের রাজা অপর দেশের প্রজাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে সাহায্য করছেন—ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত, না?...যাইহোক্ ডার্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ এল এই যে, সে আসলে ফরাসী দেশের লোক, ফরাসী দেশের রাজা লুই-এর আদেশেই সে ইংলণ্ডে আছে, এখান থেকে এ পক্ষের গুপ্তসংবাদ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গিয়ে ফরাসী সরকারকে জানিয়ে আসে। বার্সাদ-এর সংবাদ-বিক্রয় পেশা, বিক্রয় করবার মত সংবাদ না পেলে পেটের দায়ে সংবাদ সৃষ্টি করতেও সে পারত। এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই—চার্লস্‌এর গোপন যাতায়াতকে ভিত্তি ক'রে সে অভিযোগটি গ'ড়ে তুলেছিল।

অভিযোগ গুরুতর। সাক্ষীসাবুদ বিস্তর এল, তার মধ্যে বাপের হাত ধ'রে বেচারী লুসীও এল সাক্ষ্য দিতে। বার্সাদের দলের এক লোক নিজের কল্পিত দুঃখকষ্টের ফর্দ দিয়ে চার্লস্ ডার্ণের কাছে চাকরী নিয়েছিল, মাস চারেক চাকরী ক'রে আদালতে হলফ ক'রে বললে যে চার্লস্ ডার্ণের মত পাষণ্ড রাজদ্রোহী আর দ্বিতীয় নেই। বার্সাদও শপথ ক'রে জানালে যে চার্লসের প্রতি তার ব্যক্তিগত ক্রোধের কোন কারণ নেই এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কোন লাভও নেই, নেহাৎ দেশদ্রোহিতার শাস্তি দেবার জন্যেই তার এত পরিশ্রম। এদের পর ডাক পড়ল লুসীর, সে সজল চোখে উঠে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়াল। চার্লসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল, অবশ্য ওর বিরুদ্ধে বলবারও কিছু ছিল না। কিন্তু তবুও মিথ্যা কথা কি ক'রে বলে? পাঁচ বছর আগে এক নিশীথরাত্রে চার্লস্ যে তাদের সঙ্গে একজাহাজে ইংলণ্ডে ফিরছিল এবং তার সঙ্গে জন দুই লোক ছিল—সেই দুজনের সঙ্গে সে গোপনে কথাও বলেছিল—এ সব কথাই তাকে খুলে বলতে হ'ল।

লুসীর পর ডাক্তার ম্যানেট; ম্যানেট এখন প্রকৃতিস্থ, কিন্তু তাঁর সে অর্ধোন্মাদ অবস্থার কথা কিছুই মনে নেই, সেই কথাই তিনি বললেন। যাই হোক্, যেটুকু সাক্ষ্য নেওয়া হ'ল, ডার্ণেকে ফাঁসীকাঠে ঝোলাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। ঝুলতও সে নিশ্চয় যদি না ইতিমধ্যে একটা অঘটন ঘট্‌ত!

চার্লসের পক্ষে যিনি উকীল নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই মিঃ

স্ট্রাইভারের সিড্নি কার্টন ব'লে একজন সহকারী ছিল। এই সিড্নি কার্টনের কথা তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। কারণ প্রকৃতপক্ষে সিড্নিই হ'ল এই কাহিনীর নায়ক।

সিড্নি ওকালতিই করত, কিন্তু সে নামে মাত্র। নিজে সে ব্যবসা করত না বললেই চলে। আদালতে এসে স্ট্রাইভারের পাশে চুপ ক'রে ব'সে আদালতঘরের ছাদের দিকে চেয়ে ব'সে থাকত, আর যেটুকু সময় আদালতের বাইরে থাকত, শুধু মদ খেত। স্ট্রাইভার ছিল দুর্দান্ত উকীল, যেমন তার্কিক, তেমনি দুঃসাহসী, কিন্তু বড় উকীল হবার মত গুণ কিছু ছিল না। আইনের জটিল মীমাংসা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনের ফাঁক, এ-সব স্ট্রাইভার জানত না, কিন্তু সিড্নির সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে সকলে অবাক হ'য়ে দেখলে যে স্ট্রাইভারের খ্যাতি এবং পশার কি রকম হু-হু ক'রে বেড়ে চলেছে। স্ট্রাইভার যে কেস্ই হাতে নিত, তার সঙ্গে সিড্নি কার্টনও থাকত। এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত যে কেসের কোনও মীমাংসাই স্ট্রাইভারের মাথায় ঢুকত না, রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে-সঙ্গেই তা ওর কাছে জলের মত স্বচ্ছ হ'য়ে যেত। আর তার এই বিপুল খ্যাতির রসদ জোগাত, সকলের উপেক্ষিত, সকলের চেয়ে অকর্মণ্য আইনজীবি সিড্নি। মদ খেত দুজনেই প্রচুর। স্ট্রাইভারের বাড়ীতে প্রত্যহ রাত্রে গিয়ে সিড্নি ওর কাগজপত্র দেখে কেস্ সাজিয়ে দিত, জবাব লিখে দিত, আর স্ট্রাইভার শুধু তার পাশে ব'সে সারারাত ধ'রে মদ জুগিয়ে যেত। প্রথম প্রথম সকলে অবাক হ'য়ে ভাবত যে কী ক'রে স্ট্রাইভার এই জটিল ব্যাপারগুলোর

মীমাংসা করে এবং সিড্‌নির মত অকর্মণ্য একটা লোকের সঙ্গেই বা কেন ওর অত ঘনিষ্ঠতা ? কিন্তু ক্রমে যখন ওরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তখন ওরা দুজনের দুটো নামকরণ করলে, স্ট্রাইভার হ'ল 'সিংহ' আর সিড্‌নি হ'ল 'শৃগাল' !

তোমরা ভাবছ যে, লোকটার এ কী দুর্বুদ্ধি, না ? যখন ও নিজে এত ভাল আইন জানে তখন নিজেই কেন মকর্দমা করে না, নিজের উন্নতির চেষ্টা করে না কেন ?

তার জবাব কি জান ? মানুষ পরিশ্রম করে অর্থের জন্য, খ্যাতির জন্য। কিন্তু অর্থই বল, খ্যাতিই বল তাতে মানুষের নিজের প্রয়োজন কতটুকু ? যাদের আমরা ভালবাসি, যেসব আত্মীয়-স্বজন আমাদের ভালবাসে তাদের মুখ চেয়েই না আমাদের যতকিছু পরিশ্রম, যতকিছু বড় হবার চেষ্টা ? সিড্‌নির এ সংসারে আপনার বলতে কেউ ছিল না। বাপ-মা-ভাই-বোন স্ত্রী-পুত্র কেউ না, শাসন করবার, ভালবাসবার, উৎসাহ দেবার মত কেউ তার কোথাও ছিল না। কে তাকে কাজে প্রেরণা জোগাবে, কে তাকে উৎসাহ দেবে ? জীবনের কঠিন যুদ্ধে সে লড়াই করবে কা'র মুখ চেয়ে, কী আশায় ?

শুধু এই কারণেই সে সজ্ঞানে নিজের জীবনকে নষ্ট ক'রে দিয়েছিল এবং সেই ব্যর্থজীবনের বেদনা ভোলবার জন্যই দিনরাত মদের মধ্যে ডুবে থাকত। কিন্তু তবুও—সত্যিই যে বড় হয়, সে যতই নীচে প'ড়ে থাকুক তার মহৎগুণ কখনও একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায় না। সিড্‌নি কি কখনই উচ্চাশার স্বপ্ন দেখত না ? বড় হবার, দশের

একজন হবার স্বপ্ন, যা আমরা প্রত্যেকেই দেখে থাকি ! হয়ত সে আশা সোনালী পাখা মেলে তার সামনেও মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াত, কিন্তু কে তার সে স্বপ্ন সার্থক করবে ? এমন লোক তার জীবনে কখনই এলনা, যে সত্যিই তাকে ভালবাসে, তাকে বড় দেখতে চায় এবং তাকে বড় করতে পারে ! সিড্‌নির মধ্যে কতখানি মহত্ত্বের বীজ যে লুকানো ছিল, তা তোমরা এই বইয়েরই শেষে বুঝতে পারবে যখন দেখবে যে কতখানি ভালবাসা, কতখানি আত্মত্যাগ এই অকর্মণ্য, ব্যর্থজীবন লোকটার দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। এবং তখন বুঝবে যে কিসের অভাব তাকে জীবনে বড় হ'তে দেয়নি।

হ্যাঁ—চার্ল্‌স্‌ ডার্ণের কথা ! স্ট্রাইভার যখন কিছুতেই হালে পানি পেল না, চার্লসের অদৃষ্টে ফাঁসীই অবশ্যম্ভাবী ব'লে মনে হচ্ছে, তখন সিড্‌নি সহসা কি ভেবে একটা কাগজের টুক্‌রোতে কি লিখে স্ট্রাইভারের দিকে এগিয়ে দিলে। তখন একজন সরকারী পক্ষের সাক্ষীর জেরা চলছিল, তাকে জেরা করতে করতেই স্ট্রাইভার কাগজের টুক্‌রোটা দেখলে এবং তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সহসা সাক্ষীর দিকে ফিরে বললে, আচ্ছা তুমি ঠিক চিনতে পারছ যে এই লোকই সেদিন রাত্রে জাহাজে ক'রে ফ্রান্সে ফিরছিল ?

—হ্যাঁ, আমি ঠিক চিনতে পেরেছি।

—দেখ, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ—

সাক্ষী একবার সেদিকে চেয়ে বললে, আমি ভাল ক'রেই দেখেছি।

—ভুল হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই ?

—না।

—আচ্ছা এইবার একবার আমার এই বন্ধুটির দিকে চেয়ে দেখ দেখি ! এ'কে দেখেছিলে না আসামীকে দেখেছিলে হলপ ক'রে বলতে পার ?

সট্রাইভার আঙুল দিয়ে সিড্‌নিকে দেখিয়ে দিলে। সাক্ষী এতক্ষণ যে রকম নিশ্চিন্তভাবে জেরার জবাব দিচ্ছিল সে নিশ্চিন্ত ভাব একবার সিড্‌নির দিকে চেয়েই কোথায় চলে গেল ; সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল। তখন প্রথম সমস্ত আদালতসুদ্ধ লোক লক্ষ্য করলে আসামীর সঙ্গে উকীলের অদ্ভুত সাদৃশ্য এবং চম্‌কে উঠল।

স্ট্রাইভার একটু মুচ্‌কি হেসে 'মহামান্য আদালতে'র কাছে সিড্‌নিকে তার পরচুল খুলে ফেলতে বলবার অনুমতি চাইলে। বিচারপতি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, তা হ'লে কি বলতে চান যে আপনার বন্ধুই আসামী ?

—না, তা নিশ্চয়ই বলতে চাই না, শুধু এই বলতে চাই যে, যে ভুল একজনের বেলা হ'তে পারে, সে আরও একজনের বেলা হ'তে পারে ত ?…এ রকম সাদৃশ্য যে আর কারুর সঙ্গে থাকতে পারে না তারই বা প্রমাণ কি ?

অগত্যা বিচারপতি অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখেই সিড্‌নিকে পরচুলা (যা ওখানকার সমস্ত উকীলকেই পরতে হ'ত) খুলে ফেলতে অনুমতি দিলেন। সিড্‌নি প্রশান্ত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে পরচুল খুলে ফেলে আদালতের ছাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সাদৃশ্য যে কি অদ্ভুত,

তা এইবার সকলে আরও বেশী ক'রে বুঝতে পারলে। বেচারা বার্সাদের এত ক'রে সাজানো মামলা এক ঘায়েই ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল। জুরীরা সকলে একমত হ'য়ে চার্লস ডার্ণেকে নির্দোষ ব'লে সাব্যস্ত করলেন।

চার্লস্ মুক্ত হ'য়ে ওল্ড্ বেলি'র অন্ধকার বিচারগৃহ থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। সেখানে ডাক্তার ম্যানেট, লুসী, মিঃ লরী, সট্রাইভার এবং সিড্‌নি সকলে ওকে ফিরে এসে দাঁড়াল। লুসীরই আনন্দ বেশী, সে বেচারার চার্লসের জন্য এতই ভয় হয়েছিল যে বিচারের মধ্যে একবার সে মূর্ছিত হ'য়ে পড়েছিল। স্ট্রাইভার তার স্বভাব অনুযায়ী চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, আর ডাক্তার ম্যানেট ছিলেন চার্লস্ ডার্ণের মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে। এই মুখ দেখে বহুদিন আগেকার ব্যাস্টিলের জীবন এবং তারও আগেকার এক ভয়ঙ্কর কথা কেন যে তাঁর মনে হচ্ছিল তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না; শুধু স্বপ্নাবিষ্টের মত চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লুসী ও মিঃ লরীর ডাকে তাঁর চমক ভাঙল, তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লুসীর হাত ধরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। চার্লস্ আর সিড্‌নিও সেখানে থেকে বেরিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকল।

এই প্রথম সিড্‌নির সঙ্গে চার্লস্ আর লুসীর আলাপ হ'ল; তখন কেউ জানতেও পারলে না যে এই পরিচয় সিড্‌নির জীবনে কি ভয়ঙ্কর পরিণাম এনে দেবে, জানতেও পারলে না যে এই পরিচয়ের ক্ষণটিতে ভাগ্য-দেবতা কী ক্রূর হাসি হাসলেন!

পাঁচ

মার্কুইস্ অফ এভারমণ্ডের পাপজীবনের সমাপ্তির কথাটা এই সময় একটু শুনিয়ে দিই। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে তোমরা সেই সময়কার ফ্রান্সের অবস্থা, কী ক'রে তার অসাড়, মুমূর্ষু অবস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে আগুন লাগছিল বেশ বুঝতে পারবে।

চার্লসের বিচারের প্রায় একবৎসর পরে একদিন এভারমণ্ড্ রাজধানী থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। মার্কুইসের অত্যাচারের কথা তাঁর বীভৎস পাপাচরণের কাহিনী ইতিমধ্যেই রাজার কাণে উঠেছিল এবং সেজন্য রাজা ও রাজসভার অন্য সকলেই তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। ফলে আগেকার সে প্রতিপত্তি আর তাঁর ছিল না। সে প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারলে তাঁর প্রথম কাজ হ'ত বোধহয় অবিলম্বে ভাইপোকে কোনও কারাগারে পাঠানো; কারণ তাঁর ভাইপো, শুধু ভাইপো নয় উত্তরাধিকারীও বটে, বিদেশে প'ড়ে থেকে ছেলে পড়িয়ে নিজের জীবিকার্জন করে এটা তিনি তাঁর পক্ষে খুবই অপমানজনক ব'লে মনে করতেন। কিন্তু উপায় কি? রুদ্ধরোষে গর্জন করা আর মধ্যে-মধ্যে ভাইপোকে বুঝিয়ে বলা ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারতেন না।

যাই-হোক—এবারেও রাজসভায় তাঁর অভ্যর্থনা বিশেষ সন্তোষজনক হয় নি। দিনকাল কী ভীষণ হ'ল এই ভাবতে ভাবতে ফিরে চলেছেন এমন সময় পথে এক দুর্ঘটনা হ'ল। কতকগুলি দরিদ্র প্রজা সঙ্কীর্ণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করছিল, মার্কুইসের গাড়োয়ান একটুও

গাড়ী সংযত না ক'রে বা তাদের বাঁচাবার চেষ্টা না ক'রে পূর্ণবেগে দিলে গাড়ী চালিয়ে। তাদের বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে, মার্কুইসের গাড়ী চালাবার জন্যই রাস্তার সৃষ্টি, যে সব নির্বোধ লোকেরা ভীড় ক'রে অনর্থক সেই রাস্তা জোড়া করে, তাদের মরাই উচিত! ফলে বড় যারা ছিল তারা কোনও-রকমে নিজেদের প্রাণরক্ষা করলে কিন্তু একটি শিশু একেবারে চাকার নীচে গিয়ে পড়ল!

গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। সমস্ত জনতা হাহাকার ক'রে উঠ্‌ল। ছেলেটির বাপ সেইখানেই ছিল, সে বেচারা বুকফাটা চীৎকার করতে করতে পাগলের মত আছাড়ে পড়ল।

মার্কুইস্ অতি সন্তর্পণে গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন, ভূরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, কী হ'য়েছে, অত গোলমাল কিসের?

মার্কুইসকে মুখ বাড়াতে দেখেই বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ জনতা স্থির হ'য়ে গিয়েছিল, তারই মধ্যে একজন অভিবাদন ক'রে ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, একটা ছেলে হুজুর, হুজুরের গাড়ীর তলায় চাপা পড়েছে!

—মারা গেছে?

—হ্যাঁ, হুজুর!

—তা ও লোকটা অত চ্যাঁচাচ্ছে কেন? ওরই ছেলে বুঝি?

সেই লোকটি প্রথমটা মনে করেছিল যে তার ছেলের প্রাণ বুঝি এখনও আছে, খানিকটা নাড়া-চাড়া ক'রে যখন বুঝলে যে একেবারেই মারা গেছে তখন সে ছুটে এসে গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল, ম'রে গেছে, বাছা আমার ম'রে গেছে!

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে মার্কুইস্ বললেন, কৃতার্থ করেছে!... ছেলেপুলেগুলোকে একটু সামলে রাখতে পার না?...আমার দামী ঘোড়া জখম হ'ত যদি? হ'ল কি-না তাই বা কে জানে!

তারপর পাশ থেকে একটা টাকার থলি তুলে নিয়ে তার মধ্যে থেকে একটা মোহর বার ক'রে সেই লোকটির দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর কোচম্যানকে আদেশ দিলেন গাড়ী চালাবার। সে লোকটি কিন্তু খানিকটা বিহ্বলভাবে ওঁর দিকে চেয়ে থেকে আবার গিয়ে ছেলের মৃতদেহের ওপর আছ্ড়ে পড়ল।

চারপাশে জনতা কিন্তু এতক্ষণ চুপ ক'রেই দাঁড়িয়ে ছিল, এতবড় অমানুষিক ব্যাপারের কোনও প্রতিবাদও তাদের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল না, এমন কি মোহরখানা দিয়ে মার্কুইস্ সেই পুত্রশোকার্ত লোকটিকে কী পর্যন্ত অপমান করলেন তাও বোধহয় তারা বুঝতে পারেনি এইবার তাদের মধ্যে থেকে কে একজন বেরিয়ে এসে লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, ভাই, কেঁদে আর কী করবে বল—এ ওর ভালই হ'ল। বেঁচে থেকে তিলে তিলে তোমার চোখের সামনে শুকিয়ে মরত, সেটা সহ্য করতে হ'ত ত? তার চেয়ে এ এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল, কিছু জানতেও পারলে না, এই ভাল!...বেঁচে থাকলে তাকে খেতে দিতে পারতে?...

মার্কুইসের দৃষ্টি এবার প্রসন্ন হ'য়ে উঠল, তিনি বক্তাকে ডেকে বললেন, বাঃ তোমার ত বেশ বুদ্ধি-সুদ্ধি দেখছি; দর্শনে বেশ ভাল

দখল আছে মানতে হবে। তা দার্শনিক মশাই, তোমার নামটি কি জানতে পারি? কি কর?

লোকটি প্রশান্ত দৃষ্টিতে মার্কুইসের মুখের দিকে চেয়ে বললে, আমার নাম ডেফার্জ, সেন্ট-এ্যাণ্টোয়েনে মদের দোকান আছে আমার।

আর একটি মোহর তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মার্কুইস্ বললেন, ভাল, ভাল।...নাও হে—এইবার গাড়ী ছাড়।

সকলে দুধারে স'রে গিয়ে গাড়ীর পথ ছেড়ে দিলে, গাড়ী আবার ছাড়ল। কিন্তু ঠিক সেই সময় ঠকাস্ ক'রে গাড়ীর জানলা দিয়ে কি একটা এসে পড়ল মার্কুইসের গায়ে। মার্কুইস্ তাড়াতাড়ি জিনিসটা তুলে নিয়ে দেখলেন সেটা তাঁরই মোহর। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন যে ডেফার্জ ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হয়েছে। রাগে তাঁর চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠল, বললেন, শুয়োরটাকে পেলে এই-খানেই ফাঁসীকাঠে বুঝিয়ে দিতুম, আমার সঙ্গে চালাকি করার মজাটা টের পেত।

যাই হোক, বক্তাকে যখন পাওয়া গেলই না, তখন অগত্যা গাড়ী ছাড়তে হ'ল। সন্ধ্যানাগাদ গাড়ী মার্কুইসের বাড়ী গিয়ে পৌঁছল। মার্কুইস্ বাড়ীতে পৌঁছেই খোঁজ করলেন যে তাঁর ভাইপো অর্থাৎ চার্লস্ এসেছে কি-না, এবং যখন শুনলেন যে আসেনি তখন নির্দেশ দিলেন যে সে আসামাত্র যেন তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয়। তারপর নিজের ঘরে চ'লে গেলেন কাপড়-জামা খুলতে এবং বিশ্রাম করতে।

মার্কুইসের চাকর ছিল অনেকগুলি। কোকো খাওয়া, চা খাওয়া, জামা-কাপড় ছাড়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি ব্যাপারের জন্যে তাঁর চার-পাঁচ জন ক'রে চাকর লাগত এবং একদল চাকর কখনও দুরকম কাজ করত না।

জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সেই অসংখ্য ভৃত্যদের মধ্যে একটি তাঁকে নিবেদন করলে যে, সন্ধ্যের সময় বাগানের মধ্যে একটি লোককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে, কিন্তু তাকে ধরতে পারার আগেই সে পালিয়ে গেছে। মার্কুইস্ শুনে তাদের গাফিলতীর জন্যে খুব বকাবকি করলেন এবং হুকুম দিলেন যে এবার দেখামাত্রই যেন তাকে ধ'রে শূলে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও তাঁর ভয় গেল না, চাকরদের দিয়ে নিজের শোবার ঘর, লাইব্রেরী প্রভৃতি ভাল ক'রে দেখালেন, কেউ এখনও সেখানে লুকিয়ে আছে কি-না।

রাত্রে খাবার আগেই চার্লস্ এসে পৌঁছল। চার্লসকে তিনি আসতে লিখেছিলেন, আর একবার তার বর্তমান জীবনযাত্রার প্রণালীর পরিবর্তন করবার জন্যে অনুরোধ করবেন ব'লে, অর্থাৎ তাঁর কাছে এসে থাকবার জন্যে; মনে মনে কিন্তু আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, যদি রাজসভায় আগেকার প্রতিপত্তি আবার ফেরানো যায় তাহ'লে চার্লস্‌কে তিনি অনুরোধের পরিবর্তে আদেশই করবেন; অন্যথায় ব্যাস্‌টিল!

কিন্তু চার্লস্‌কে রাজী করানো গেল না। বরং সে-ও আর একবার মার্কুইসকে অনুরোধ করলে তাঁর বর্তমান জীবনযাত্রার ধরণ

বদলাতে, ভাল হ'তে। তার মা তাকে মরবার সময় সজল চোখে অনুরোধ ক'রে গিয়েছিলেন যে, সে যেন ভাল হয়, সে যেন তার বংশের কৃত দুষ্কার্যের প্রতিকার করে। কিন্তু বেচারী! সে কি করবে? তার কাকাকে সে বহু অনুরোধ করেছে, চোখের জলে ভেজা অনুনয়ে গলবার মত মন ত তার কাকার নয়—তাঁকে গলানো কিছুতেই যায় নি। সেদিনও রাত্রে চার্লস্ বহু-যুক্তি দিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বললে; বললে, এখনও সময় আছে, এখনও ফিরুন, নইলে এ বংশের আর রক্ষা নেই।

কিন্তু মার্কুইসের সেই এককথা, যে ভাবে আজন্ম কাটিয়েছি, সেই ভাবে বাকী জীবনও কাটাব, আর এখন অন্য ভাবে জীবন সুরু করার সময় নেই।

চার্লস্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদায় নিলে। মার্কুইস্‌ও নানা রকমের প্রসাধন শেষ ক'রে শুতে গেলেন। কিন্তু সেই শোওয়াই তাঁর শেষ শোওয়া—

পরদিন সকালে উঠে সকলে দেখলে, মার্কুইস ম'রে পড়ে রয়েছেন, কে তাঁর বুকে আমূল একটা ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেছে। ছুরির সঙ্গে একটা কাগজের টুক্‌রো আটকানো ছিল, তাতে লেখা—"যাও—তাড়াতাড়ি জাহান্নমের পথে এগিয়ে যাও।"

বোঝা গেল আজ নরক-পুরীতে উৎসব সুরু হয়েছে, তাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত অতিথি আজ সেখানে উপস্থিত!

ছয়

যত দিন যেতে লাগল, লুসীর সঙ্গে চার্লসের পরিচয়ও তত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে লাগল। এত বেশী যে, চার্লস্‌কে দেখলেই মিস্ প্রস্ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠত। তার 'খুকী'কে পাছে আর কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায় এই ছিল তার দুশ্চিন্তা। একদিন ত সে স্পষ্টই মিঃ লরীকে জানিয়ে দিলে যে, এই রকম যদি দলে দলে লোক আসতে থাকে তাদের বাড়ীতে, তাহ'লে সে একদিন অনর্থ করবে। এইখানে তোমাদের জানিয়ে রাখি যে 'দলে-দলে' লোক বলতে মোটে চারজন চার্লস্, সিড্‌নি, স্ট্রাইভার আর বৃদ্ধ মিঃ লরী। কিন্তু তাহাতেই মিস্ প্রসের মনে 'খুকী'র জন্য দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা চার্লস্ ডাক্তার ম্যানেটের বাড়ী গিয়ে দেখলে লুসী আর মিস্ প্রস্ কোথায় বেরিয়েছে, অতিথিও কেউ উপস্থিত নেই, ডাক্তার একলা ব'সে কি একখানা বই পড়ছেন। চার্লস্ প্রাথমিক কুশল সম্ভাষণের পর কথাটা পাড়লে; বললে, দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। কথাটা বহুদিন ধ'রেই বলব-বলব ব'লে মনে করছি কিন্তু ঠিক ভরসায় কুলোয় না।

ডাক্তার ম্যানেট একটুখানি চুপ ক'রে থেকে প্রশান্তভাবেই প্রশ্ন করলেন, কথাটা কি লুসীর সম্বন্ধে ?

চার্লস্ ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ, তাই !

—তাহ'লে ও কথা না বললেই ভাল হয়।...

চার্লস্ আবেগময় কণ্ঠে বল্‌লে, কিন্তু বলা যে আমার প্রয়োজন !

আমি যে তাকে সত্যিই ভালবাসি, তাকে বিবাহ করতে চাই; আমার সারা-জীবন ব্যয় ক'রেও তাকে সুখী করতে চাই! আপনি আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি তাকে আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। তার কোনও অযত্ন, কোনও অসম্মান আমার দ্বারা হবে না।

বহুক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে থেকে ম্যানেট বললেন, আমি তোমায় বিশ্বাস করি।

চার্লস্ সেই সুরেই বলতে লাগল, দেখুন, আপনিও আপনার স্ত্রীকে ভালবাসতেন, সে কথা স্মরণ করেও—

সহসা আর্তকণ্ঠে ডাক্তার ব'লে উঠলেন, চুপ কর, চুপ কর, ও কথা বোলো না, ও কথা মনে করিয়ে দিও না—

একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে চার্লস্ সুরু করলে, লুসী যে আপনার কাছে কতখানি আমি তা জানি, তাকে যে আপনার জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তাও জানি, সে একধারে আপনার কন্যা, আপনার জননী, কিন্তু এ কথা একবারও ভাবেন না যে বিয়ে ক'রে তাকে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাব। আমার বাপ নেই, আপনি হবেন আমারও বাবা, আমরা তিন জনে মিলে স্নেহের এক নীড় বাঁধব, তাতে আপনাদের বন্ধন হবে আরও দৃঢ়।

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ডাক্তার ম্যানেট অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন, আমি সে কথা বিশ্বাস করি চার্লস্!···কিন্তু লুসীকে কি একথা বলেছ?

—না।

—কখনও এ বিষয়ে কোনও চিঠি লিখেছ ?

—না

—ধন্যবাদ ! যদি সত্যই লুসী তোমাকে বিয়ে করতে চায় ত আমি তার সুখের পথের অন্তরায় হব না, এটা তুমি জেনে রাখো।

—তাহ'লে আপনার মত আছে ত ? আমি এবার তার মত জানতে পারি ?

—পার।

উঠে দাঁড়িয়ে চার্লস্ খানিকটা ইতস্তত ক'রে বললে, দেখুন, একটা কথা আপনাকে কিন্তু আমার বলা দরকার। সেটা আর কিছু নয়, আমার পরিচয়। আমিও আপনারই মত ফরাসী দেশের লোক, আপনারই মত স্বেচ্ছায় নির্বাসন বেছে নিয়েছি। আমার আসল নাম হ'ল—

উঠে দাঁড়িয়ে সহসা তার হাত চেপে ধ'রে ডাক্তার ব'লে উঠলেন, না—না, তোমার পরিচয় আমায় শুনিও না—

চার্লস্ বললে, কিন্তু আমায় যে শোনাতেই হবে—নইলে যেচলবে না !

উত্তেজিত ভাবে ডাক্তার বললেন, কিন্তু আজ নয়, আজ নয়—অনেক দিন পরে, কিম্বা যদি সত্যিই লুসী তোমাকে পছন্দ করে, তোমাদের বিবাহ হয়, ত সেই বিবাহের দিন আমাকে শুনিও, বিবাহের পরে। এ মিনতি তোমাকে রাখতেই হবে।

কিছুক্ষণ বিস্মিত ভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটি দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে চার্লস্ বললে, আচ্ছা, তাই হবে। আপনার কথাই রইল।

চার্লস্ বেরিয়ে যাবার পর বহুক্ষণ ডাক্তার ম্যানেট স্থির হ'য়ে ব'সে রইলেন, এত স্থির যে সে সময়ে দেখলে তাঁকে পাষাণ-মূর্তি ব'লে মনে হ'ত। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, গোধূলির আবছায়া মুছে গিয়ে সে অন্ধকার হ'য়ে উঠল নিবিড়। কিন্তু তবুও তাঁর চেতনা নেই। বহুদিন আগেকার এক অর্ধোন্মাদ ব্যাস্‌টিলের অন্ধ-কারায় ব'সে এভারমণ্ড্দের অভিসম্পাত করেছিল, আজ সেই উন্মাদের সঙ্গে স্নেহশীল পিতার দ্বন্দ্ব বেধেছে, কে এর সমাধান করবে ?...

......বহু, বহুক্ষণ পরে, ডাক্তার ম্যানেট উঠে দাঁড়ালেন, কম্পিত হস্তে বাতি জ্বেলে নিয়ে ঢুকলেন নিজের শোবার ঘরে, তারপর অনেকদিন আগেকার ব্যবহৃত যে চরম দুঃখের স্মৃতিচিহ্নকে তিনি সাগর-পার থেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন সেই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে বহুকাল পরে আবার জুতো তৈরী করতে বসলেন—

লুসী ফিরে এসে নীচের ঘরে তার বাবাকে না দেখতে পেয়ে বিস্মিত হ'য়ে এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে বেড়াতে লাগল, তারপর শোবার ঘর থেকে খুট-খাট আওয়াজ পেয়ে সেখানে গিয়ে দোরের বাইরে থেকে যা দেখলে, তাতে তার বুকের ভেতর হিম হ'য়ে উঠল। এত দিনের যত্ন, চেষ্টা, সব কি বিফল হ'ল ? তবে কি তার বাবা আবার পাগল হ'য়ে গেলেন ?

সে একটি সোফায় আছড়ে প'ড়ে কেঁদে উঠল। তার কান্নার

শব্দ কানে যেতেই ডাক্তার যন্ত্র থামিয়ে কান পেতে রইলেন। ক্রমশ ক্রমশ একটু একটু ক'রে তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আবার শান্ত হ'য়ে এল, তিনি যন্ত্রপাতি রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লুসীর পাশে বসলেন—

সিড্‌নি কার্টেনের দিন কিন্তু তেমনিই কাট্‌ছে। তেমনিই আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন ভাবে; তেমনিই নিস্তেজ অকর্মন্যতার মধ্যে দিয়ে; তেমনিই রাত্রি-দিন মদ্যপানের মধ্যে। কিন্তু তার সেই নিরাসক্ত উদাসীন জীবনে একটা পরিবর্তন এসেছে, সেটা হ'চ্ছে তার লুসীর প্রতি আসক্তি। সে ওদের বাড়ীতে প্রায়ই যেত না, এবং গেলেও ভাল ক'রে কথা বলতে পারত না; কিন্তু প্রতি রাত্রে, দিনের পর দিন, সে অন্ধকারে ম্যানেটদের বাড়ীর সামনে ঘুরে বেড়াত। এমনিই-ত রাত্রি-জাগরণ তার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাও যেটুকু ঘুম হ'ত বেচারার, সেটুকুও সে একেবারে ত্যাগ করেছিল।

এমনি ক'রে বহুদিন কাটাবার পর একদিন সিড্‌নি সহসা ম্যানেটদের বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। ডাক্তার তখন বাড়ী ছিলেন না, লুসী একলা ব'সে সেলাই করছিল। ওর মুখ দেখে লুসী চম্‌কে উঠল, বললে, আপনার কি কোনও অসুখ করেছে? শরীর অত খারাপ দেখাচ্ছে কেন?

একটি ম্লান হাসি হেসে সিড্‌নি বল্‌লে, শরীর? আমার মত হতভাগার শরীর ত ভাল থাকাই আশ্চর্য!

মাথা নীচু ক'রে লুসী বললে, যদি এ'কে খারাপ ব'লে জেনে থাকেন ত ছেড়ে দিন না! এখনও ত সময় আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিড্‌নি জবাব দিলে, সময় হয়ত এখনও আছে, কিন্তু কেন? কী আমার আছে, কিসের আশায় আমি ভাল হব, কিসের আশায় আমি নতুন ক'রে জীবনের পত্তন করব?

লুসী কাতরকণ্ঠে বললে, এমন কি কেউ নেই, যার জন্য আপনার বেঁচে থাকা প্রয়োজন?

স্থির দৃষ্টিতে লুসীর দিকে চেয়ে সিড নি বললে, আছে। সে যদি আমার জীবনের ভার নেয়, আমার অন্ধকার জীবনে আবার আলো জ্বলবে, তার মুখ চেয়ে আবার আমি ভাল হ'তে পারি। কিন্তু সে কি আমার পক্ষে দুরাশা নয়?

সিড্‌নি যে লুসীর কথাই বলছে তা লুসী বুঝতে পারলে, সে খানিকটা নতমুখে ব'সে থেকে বললে, সে ভাবে যদি আপনাকে সাহায্য করতে না পারি, অন্য ভাবে করা কি সম্ভব নয়? আমি আপনাকে আমার বিশেষ বন্ধু ব'লেই মনে করি, আপনার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত।

সিড্‌নি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আমি জানি যে আমার মত হতভাগ্যকে আপনার পক্ষে ঘৃণা না করাই অস্বাভাবিক! কিন্তু তবুও আপনি যে আমাকে দয়া করেন, আমার জন্য দুঃখিত—এটুকুও আমার কাছে অনেকখানি সান্ত্বনা।…আমি জানতুম যে এ আমার

কাছে দুরাশা, তাই কোনও কথা এতদিন বলিনি, বলবও না আর কখনও, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

লুসী ব্যাকুল ভাবে বললে, না, না, ঘৃণা করব কেন? কিন্তু আপনার ফেরবার কি আর কোনও উপায় নেই? আমার মত যদি আপনার ছোট বোন কেউ থাকৃত, তার কথাতেও আপনি ফিরতেন না?

একটুখানি হেসে সিড্‌নি জবাব দিলে, এই-ই আমার নিয়তি মিস্ ম্যানেট। আমার জীবন এমনি ক'রেই একটু একটু ক'রে আরও অধঃপতনের পথে নেমে যাবে, শেষে একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে, সকলপ্রকার অবজ্ঞার অন্তরালে একদিন মিলিয়ে যাব, কেউ তার জন্য দুঃখ করবে না, কেউ তার খবরও রাখবে না।.........কিন্তু আপনি যে আমায় দয়া করেন একথা আমি কোনও দিনই ভুলব না, তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে আমার জন্য দুঃখ করবেন না, আমি আপনার দুঃখের উপযুক্ত নই।

লুসী সজল চোখে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কী জবাব সে দেবে?

বিদার নেবার আগে সিড্‌নি আর একবার বললে, আমার জন্য চোখের জল ফেলবেন না। আমি···? আমি আর ঘণ্টা-দুই বাদেই হয়ত কোনও নীচ স্থানে, নীচ সংসর্গে ডুবে যাব—তবে একটা মিনতি আমার রইল, যে, যেকথা আপনাকে বললুম সে শুধু আপনারই জন্য, আর কাউকে তা জানাবার নয়। আমার বেদনা আপনার অন্তরের নিভৃত কোণে আমি পৌঁছে দিতে পেরেছি, এইটুকুই আমার মস্ত বড়

সান্ত্বনা। সে কথা আর কারুর কানে গেলে আমার এই পরমুহূর্তটির মূল্য নষ্ট হ'য়ে যাবে। তার স্থান শুধু আপনার মনেই রইল—এটুকু কি আমি আশা করতে পারি?

লুসী বললে, আপনি যা বললেন, তা আপনারই কথা, তা আর কাউকে কেন বলব? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—ধন্যবাদ!···আর একটা কথা; বহুদিন, বহুদিন পরে, যখন স্বামী-পুত্র-কন্যায় আপনার সুখের সংসার ভর-পুর হ'য়ে উঠবে, যখন ছোট ছোট কচি মুখগুলি চারিদিক থেকে আপনাকে ঘিরে রাখবে, তখন মাঝে মাঝে দয়া ক'রে অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও এ হতভাগাকে স্মরণ করবেন। এইটুকু শুধু মনে করবেন যে, পৃথিবীর যেখানে, যে অবস্থাতেই থাক্ না কেন, এমন একজন আছে, যে আপনার এবং আপনার যারা প্রিয় তাদের জন্য নিঃসঙ্কোচে, অম্লান বদনে, নিজের জীবনের শেষবিন্দু রক্তও ব্যয় করতে পারে!···আচ্ছা আজ তাহ'লে আসি, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

সিড্নি বেরিয়ে চ'লে গেল; লুসী বেচারী সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে তার জন্য চোখের জল ফেলতে লাগল—

সাত

লুসীর সঙ্গে চার্লসের বিয়ে স্থির হ'য়ে গেল, এবং ক্রমে সে দিনটিও এগিয়ে এল। মিঃ লরী আনলেন মহার্ঘ উপঢৌকন, লুসীকে নানারকম আশ্বাস দিতে লাগলেন, আর মধ্যে মধ্যে আনন্দাশ্রু মুছতে

লাগলেন। আজ আর মিস্ প্রসের কাছে ধমক খাবার ভয় নেই—কারণ তারও আজ চোখ সজল, তাছাড়া 'খুকী'র বিয়ের তদ্বিরেই সে ব্যস্ত!

চার্লসের পরিচয় বিয়ের দিন সকালে দেবার কথা, সে কথা ম্যানেট ভুলতে প্রস্তুত থাকলেও চার্লস্ ভোলেনি, কারণ পরিচয় গোপন ক'রে বিয়ে করা তার মতে জোচ্চুরি! সুতরাং এধারে যখন সকলে বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত, চার্লসকে নিয়ে ডাক্তার ম্যানেট তাঁর লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। যখন ঢুকলেন তখন তাঁর মুখ প্রশান্ত, যখন বেরিয়ে এলেন তখন সে মুখ ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেছে, হাত পা-ও ঈষৎ কাঁপছে। যে বংশকে তিনি এককালে দিনের পর দিন, প্রতি মুহূর্তে অভিসম্পাত করেছেন, যে বংশ তাঁর অপরিসীম দুঃখের মূল, যে বংশ বিনা অপরাধে তাঁর সারা জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে—এবং সব চেয়ে বড় কথা, বহু চেষ্টাতেও যে বংশকে তিনি আজও ক্ষমা করতে পারেননি, তারই একমাত্র বংশধরের হাতে তাঁর নয়নের মণি, তাঁর সর্বস্ব, তাঁর একমাত্র কন্যাকে তুলে দিতে হবে!

কিন্তু তবুও তিনি স্থিরভাবে সবই শুনেছেন এবং অন্তরের সমস্ত বিরুদ্ধ ভাবকে সংযত ক'রে ধীরভাবে সম্মতি দিয়েছেন। যে কন্যা তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সে যদি সুখী হয় ত হোক্—তাতে তিনি অন্তরায় হবেন না। তার সুখের চেয়ে বড় হবে কি তাঁর প্রতিশোধ-তৃষা? কখনও না।

কন্যা-সম্প্রদান শেষ হ'য়ে গেল। সজলচোখে ডাক্তার ম্যানেটের

কাছে থেকে বিদায় নিয়ে লুসী পনের দিনের জন্য স্বামীর সঙ্গে বিদেশ গেল। মিঃ লরী আর মিস্ প্রসের ওপর ভার রইল ডাক্তারকে দেখাশুনা করবার; মিঃ লরী লুসীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'যতক্ষণ আমি আছি, কোন চিন্তা নেই!'

কিন্তু লুসীরা চ'লে যাবার পর ডাক্তারের মানসিক অবস্থার কথা ভেবে তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য একলা রেখে মিঃ লরী ঘণ্টা-দুই'এর জন্য অফিসে গেলেন, কিন্তু যখন ফিরলেন তখন দেখলেন মিস্ প্রস্ সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, মুখ তার শুকিয়ে এতটুকু। এ-হেন অসম্ভব ব্যাপারে বিস্মিত হ'য়ে মিঃ লরী কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে শুধু আঙুল দিয়ে ডাক্তারের ঘরটা দেখিয়ে দিলে। মিঃ লরী গিয়ে দেখলেন যে ডাক্তার ম্যানেটের পূর্বেকার উন্মাদ-দশা আবার সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে। তাঁর দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, বিহ্বল; গায়ের জামা খোলা; আগেকার মত আবার সামনে ঝুঁকে প'ড়ে জুতোর কাজ করছেন। মিঃ লরী অত্যন্ত বিপন্ন হ'য়ে পড়লেন, কত ডাকাডাকি করলেন, কত কথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ডাক্তার তাঁকে চিনতেও পারলেন না।

লুসীকে যে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছেন—এখন এ সংবাদ তাকে কি ক'রে দেওয়া যাবে? শেষে মিস্ প্রসের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির হ'ল যে এখন কোনও কথাই তাদের জানিয়ে প্রয়োজন নেই; বাইরের লোক অর্থাৎ ডাক্তারের রোগী ও বন্ধু-বান্ধবদেরও জানানো হ'ল যে তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ, তিনি শয্যাশায়ী হ'য়ে আছেন।

ন' দিন এবং ন' রাত ডাক্তারের কাছে কাছে রইলেন, নানা

রকমে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে, ভুলিয়ে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। ন'দিনের দিন রাত্রে পরিশ্রান্ত মিঃ লরী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, যখন জেগে উঠলেন তখন দেখলেন যে ডাক্তার প্রকৃতিস্থ হয়েছেন, মধ্যের উন্মত্ততার চিহ্নমাত্রও আর নেই। মিঃ লরী তাঁর এ অবস্থার কারণও কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, এ প্রসঙ্গে বিশেষ কোনও কথা তুললেন না, শুধু একদিন ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে তাঁব সেই দুঃখের দিনের স্মৃতি,মুচীর সাজ-সরঞ্জামগুলি নষ্ট ক'রে ফেললেন।

লুসী আর চার্লস্ যখন ফিরে এল তখন এসব কোনও কথাই তারা জানতে পারলে না। পিতৃস্নেহের সঙ্গে মানুষের সহজাত বিদ্বেষের যে কী ভীষণ যুদ্ধ এই ক'দিন হ'য়ে গেল এবং একমাত্র তার মুখ চেয়ে লুসীর বাবা যে কী আত্মত্যাগ করলেন তা লুসী জানতেও পারলে না।

যাই-হোক্—তারা এইবার তিন জনে মিলে সুখের নীড় বাঁধলে; সৎপথে থেকে, পরিশ্রম ক'রে চার্লস্ যা উপার্জন করত, তার বেশী সে বা লুসী আর কিছু চায়ওনি; চার্লস্ তার পৈতৃক সম্পত্তির সমস্ত আয় যেন প্রজাদের মঙ্গলেই ব্যয় করা হয়, এই নির্দেশ দিয়েছিল। সিড্‌নি ওদের বাড়ীতে প্রায়ই আস্‌ত, প্রথমটা চার্লস্ ওকে আমল দিতে চায়নি, কিন্তু লুসী একদিন স্বামীকে নিভৃতে ডেকে বললে, দেখ, ঐ লোকটির সঙ্গে তুমি কখনও অসদ্ব্যবহার কোরো না, আমি জানি যে বাইরে যতটা দেখা যায় সেইটেই ওর আসল পরিচয় নয়। ওর বাইরের ঐ দৈন্যের অন্তরালে কত বড় সম্পদ ওর মনের মধ্যে আছে,

তা অন্তত আমি জানি। কেমন ক'রে জানলুম সে কথা আমায় প্রশ্ন কোরো না, আমি বলতে পারব না—তবে জানি, এবং নিশ্চিত জানি।

সেই থেকে চার্লস্ ওকে যথেষ্ট সম্মান ক'রে চলত, অবশ্য সিড্‌নি সেই সম্মানের যথেষ্ট মর্যাদা রেখেছিল, ওদের বাড়ীতে যখন আসত কখনও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় আসত না।

…এমনি ক'রে একে একে ছ'টি বছর কেটে গেল। লুসীর একটি মেয়ে ও একটি ছেলে হ'ল। ডাক্তার ম্যানেট, সিড্‌নি কার্টন, মিঃ লরী ও মিস্ প্রসের স্নেহে তারা মানুষ হতে লাগল। এক কথায় যতদূর সুখের সংসার মানুষ আশা এবং কল্পনা করতে পারে, তাই এরা পেয়েছিল। কিন্তু এইবার সহসা তাদের মাথার ওপর ঘনিয়ে এল বিধাতার বজ্র, সে যেমন আকস্মিক, তেমনি অমোঘ!

ইন্ধন ধীরে ধীরে জমা হচ্ছিল, বহুদিন ধ'রে; তাই আগুন যখন লাগল তখন দেখতে দেখতে তা প্রলয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করলে, এবং নিমেষে ছড়িয়ে গেল বহুদূরে।

এই ইন্ধন সংগ্রহের ভার কে নিয়েছিল জান?—ডেফার্জ আর তার স্ত্রী। সেন্ট-এ্যান্টোয়েনের বুভুক্ষু দরিদ্রের দল প্রথমটা ভয়ে ভয়ে এদের পতাকাতলে জমা হয়েছিল, কিন্তু তারপর একটু একটু ক'রে

এরা তাদের তাতিয়ে তুললে। চারিদিকে যত অত্যাচার অসহায় দরিদ্রদের প্রতি ঘট্‌ত,তার ইতিহাস এদের শোনাবার ভার নিয়েছিল ডেফার্জ; বহুদিনের ভয়কে এই সব কুঠারের ঘায়ে উন্মূলিত ক'রে দেওয়া হ'ল। ডেফার্জের স্ত্রী তার সেই জালের মধ্যে সাঙ্কেতিক উপায়ে তাদের দলের লোক এবং দলের শত্রুদের প্রত্যেকটি হিসাব বুনে রাখত; শুধু তাই নয়, রাজার গুপ্তচরদের হাত থেকে দলটিকে বাঁচাবার ভারও তারই ছিল।

এধারে অত্যাচার আর থামে না! অন্ন কোথাও নেই; কেউ সে অন্নসংগ্রহের উপায়ও বলতে পারে না, অথচ শোষণ চলছে অবিরত; কর্তাদের টাকা ত চাই-ই! ডেফার্জ তাদের বুঝিয়ে দিলে, আর কিসের ভয় তাদের? কী আছে যে তার মায়া? প্রাণ?…তাও ত অনাহারে যেতেই বসেছে।

সে কথা তারা বুঝল। দলে-দলে পুরুষ এসে যোগ দিলে ডেফার্জের সঙ্গে আর স্ত্রীলোকরা এসে জম্‌ল তার স্ত্রীর পতাকার নীচে। লাঠি, ডাণ্ডা, কুড়ুল, খুন্তী—যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই হ'ল তাদের অস্ত্র।

তাদের প্রথম লক্ষ্য হ'ল ব্যাস্‌টিল। সবাই জানত ব্যাস্‌টিল ছিল অপরাজেয়, ব্যাস্‌টিল ছিল ভয়ঙ্কর; এই ব্যাসটিলের ভয়ই এতকাল ধ'রে বিদ্রোহীদের শাসন ক'রে এসেছে, এই ব্যাস্‌টিলই ছিল রাজ-শক্তির সবচেয়ে বড় অস্ত্র। ব্যাস্‌টিল জয় করা যায়—একথা অবিশ্বাস্য ছিল; তার প্রাচীর দুর্ভেদ্য, তার শক্তি অক্ষয়!

কিন্তু এই ব্যাস্‌টিলও দুর্বল, মুমূর্ষু প্রজাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে। কামান, বন্দুক, তার দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা আর দুর্ভেদ্য প্রাচীরও এদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। বিশাল, ভয়ঙ্কর ব্যাস্‌টিলকে ভেঙে, গুঁড়িয়ে, আগুন লাগিয়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলে। ফ্রান্সের রাজশক্তির সুবিশাল প্রতীক বিলুপ্ত হ'ল।

এই যে আগুন সেদিন ব্যাস্‌টিলে জ্বলল তা আর নিভল না। ফ্রান্সের চতুর্দিকে হত্যা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি চলতে লাগল। দেশের লোকেরা হ'ল দেশের মালিক, ওদের নাম হ'ল 'সিটিজেন্' ও 'সিটিজেনেস্' (নাগরিক ও নাগরিকা), ওদের মন্ত্র হ'ল স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব ! অশিক্ষিত দরিদ্রদের হাতে সহসা অসীম ক্ষমতা পড়লে, সে ক্ষমতার যে অপব্যবহারই হবে, তাতে আর সন্দেহ কি ? এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হ'ল না। যত জমিদার, যত রাজপুরুষ ছিল, তারা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনরা বিনা বিচারে প্রাণ হারাল। হয়ত তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং নিরপরাধ লোকও ছিল, কিন্তু কে তাদের বিচার করবে ? উন্মত্ত জনতা চায় রক্ত—রক্ত তাদের চাই-ই !

মার্কুইস্ এভারমণ্ডের বিরাট প্রাসাদও ভস্মাবশেষে পরিণত হ'ল তাদের ওপর রাগ ত আর কম নয় ! এবং বেচারা গেবেল—যে এতদিন চার্লসের নির্দেশ অনুসারে প্রজাদের কাছ থেকে একপয়সাও খাজনা না নিয়ে সম্পত্তি বেচে রাজসরকারের খাজনা জোগাচ্ছিল, তাকেও ওরা ধ'রে নিয়ে গেল।

—বল্ ব্যাটা তোর মনিব কোথায়, নইলে তোর আর রক্ষা নেই !

সে অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করলে যে চার্লস্ তার পূর্ব-পুরুষদের মত নয়, সে তাদের ভালর জন্যই সারাজীবন চেষ্টা করেছে, তাদের পয়সা সে জীবনে কখনও ত নেয়ইনি, বরং পৈতৃক যথাসর্বস্ব বেচেও তাদের হ'য়ে খাজনা জুগিয়েছে ; কিন্তু কে কার কথা শোনে ? এভারমণ্ডকে চাই-ই—ঐ অভিশপ্ত, ঘৃণিত বংশের বহু অত্যাচারই তারা সহ্য করেছে, এবার প্রতিশোধের পালা ; সে প্রতিশোধ থেকে কি তারা বঞ্চিত হবে ? কখনও না !

প্রাণের মায়াই মানুষের সকলের চেয়ে বড়, স্নতরাং গেবেলও বাঁচবার চেষ্টা করবে না কেন ? সে সব কথা খুলে লিখে চার্লস্‌কে এক চিঠি দিলে, লিখে দিলে, চার্লস্ না এলে আর গেবেলের রক্ষা নাই।

... ...

টেলসন ব্যাঙ্কের প্যারিসে যে শাখা ছিল সেখান থেকে উদ্বেগজনক সংবাদ আসছে, মহা গোলমাল, অবিলম্বে সেখানে একজন যাওয়া দরকার, অতএব মিঃ লরীকে প্রস্তুত হ'তে হবে—এই হ'ল আদেশ ! মিঃ লরী যাত্রার ঠিক আগে লুসীদের কাছে বিদায় নিতে এলেন ; দেখাশুনো ক'রে চ'লে যাচ্ছেন, এমন সময় চার্লস্ তাঁকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে, প্যারিসে পৌঁছে আমার একটা উপকার করতে পারবেন ?

—নিশ্চয়ই ! সম্ভব হ'লে কেন করব না ?

—কাজটা কঠিন। কোনও রকমে গেবেল ব'লে একজন বন্দীর

কাছে একটা সংবাদ পাঠাতে হবে ; সংবাদটা অবশ্য এমন কিছু নয়, তাকে বলবেন যে 'তোমার চিঠি যথাস্থানে পৌঁচেছে, সে-ও আস্ছে।'

—শুধু এই ? কখন্—কে—এসব কিছু বলতে হবে না ?

—না।

—আচ্ছা। এ আমি নিশ্চয়ই পারব।

মিঃ লরী বেরিয়ে গেলেন। সেই রাত্রে একলা ব'সে চার্ল্স্ দুখানি চিঠি লিখলে, একখানি লুসীকে আর একখানি তার বাপকে। লুসীকে সব কথা খুলে লিখে এক্ষেত্রে যে তার যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে এবং সে যে অবিলম্বে ফিরে আসবে এই আশ্বাস দিয়ে চিঠি শেষ করলে। আর ম্যানেটকে শুধু জানালে যে, কঠিন কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাকে যেতেই হচ্ছে সুতরাং সে যে-কটা দিন না ফিরে আসতে পারে, সেই কটা দিন তিনি যেন লুসীকে একটু দেখেন।

চিঠি দুখানা খামে মুড়ে টেবিলের উপর রেখে গভীর রাত্রে, কাউকে না জানিয়ে চার্ল্স্ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। জানালে লুসী বাধা দিত—অথচ তার জন্য অকারণে একটা লোক বিপন্ন, এ কথা জেনেই বা সে চুপ ক'রে থাকে কি ক'রে ? তা ছাড়া তার বিশ্বাস ছিল যে সত্যিই সে যখন কিছু অন্যায় করেনি তখন আর তার বিপদ কি হ'তে পারে ? প্রজাদের কথাটা বুঝিয়ে বললেই তারা নিশ্চয়ই ওর কথা শুনবে !

হায় চার্ল্স্ ! একটা কথা সে ভেবে দেখলে না যে তার আর তার

প্রজাদের মধ্যে তার পিতৃ-পিতামহের পর্বত-প্রমাণ পাপ বদন ব্যাদান ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে লঙ্ঘন ক'রতে পারলে তবে ত প্রজাদের হৃদয়ে গিয়ে সে পৌঁছবে !

নয়

ক্যালেতে নেমে প্যারিসের পথ ধরতেই চার্লস্ বুঝতে পারলে যে, কাজটা সে যতটা সহজ ভেবেছিল ততটা নয়। প্যারিসে যাবার পথে কেউ তাকে বাধা দিলে না বটে, কিন্তু সে নিশ্চিত বুঝলে যে ফেরবার পথে পথে কঠিন বাধা জমা হচ্ছে। এই অল্পসময়ের মধ্যে তার দেশ এবং দেশবাসীর যে অদ্ভুতরকম পরিবর্তন হ'য়েছে তা দেখে সে শুধু বিস্মিতই হ'ল না, ভীতও হ'ল। বুঝতে পারলে যে ভীষণ বিপদ তার মাথায় ঝুলছে।

প্যারিসের কাছাকাছি গিয়ে একটা সরাইখানায় রাত্রে আশ্রয় নিলে, এবং পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত ব'লে ঘুমিয়েও পড়ল। কিন্তু ঘণ্টা-দুই ঘুমোবার পরই সরাইখানার মালিক আর জন কতক 'জাতীয় সৈন্য' তাকে ঠেলে তুলে জানিয়ে দিলে যে তাকে এখনই প্যারিসের দিকে যাত্রা করতে হবে এবং এবার তার সঙ্গে একদল পাহারা দেওয়া হবে ; অবশ্য সে পাহারার খরচা তাকেই দিতে হবে।

চার্লস্ সামান্য একটু প্রতিবাদ জানাতে গেল, কিন্তু তাতে হিতের চেয়ে বিপরীত হবার সম্ভাবনা বেশী দেখে আর কিছু বললে না।

কিছুদূর গিয়ে দেখলে যে তার আগমনের কথা ইতিমধ্যেই দেশে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে এবং পথের ধারে ধারে ক্রুদ্ধজনতা দাঁড়িয়ে আছে তাকে গালাগাল দেবার জন্য, আর সম্ভব হ'লে মারবার জন্যও। তখন বেশ বুঝতে পারলে যে জাতীয় সৈন্যদের সঙ্গে এনে সে ভালই করেছে।

প্যারিসে যেতেই তাকে রীতিমত বন্দী করা হ'ল—'লা ফোর্সের' কারাগারে। ডেফার্জ তাকে সনাক্ত করলে; অপরাধ, সে বড় লোক এবং দেশ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। রাজ্যে তখন রীতিমত অরাজক অবস্থা, জাতীয় মন্ত্রিসভা দৈনিক একশ' দুশো ক'রে নতুন আইন প্রণয়ন করছেন। তারই একটা আইনের ধারা অনুসারে চার্লসের বিচার হবে—তাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল। ডেফার্জ শুধু একবার নিভৃতে তাকে বললে, এখানে আসবার দুর্বুদ্ধি তোমাকে এখন কে দিলে? জান না যে নিশ্চিত মৃত্যু!

চার্লস্ বললে, গেবেলকে মুক্ত করতেই আমার আসা, এ রকম অবস্থা হবে কি ক'রে জানব?

—বেশ করেছ, মর এখন!

… … … …

মিঃ লরী সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর প্যারিসের অফিসঘরে ব'সে বাইরের উন্মত্ত জনতার কোলাহল শুনছেন আর ভাবছেন—ভাগ্যিস্ আমার জানাশুনো কোন লোক এই আবর্তে পড়েনি। নইলে কী মুস্কিলই হ'ত!

তাঁর অফিসঘর যে বাড়ীতে, সেই বাড়ীরই অপরাপর অংশ ভেঙ্গে-

চুরে লুঠতরাজ ক'রে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করেছে ; শুধু ব্যাঙ্ক এবং বিশেষ বিলিতী ব্যাঙ্ক ব'লেই তাঁদের অফিসটা রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু অফিস রক্ষা পেয়েই বা লাভ কি ? যাদের হিসেব, যাদের টাকা, যাদের কাগজপত্র তাঁরা সাবধানে রাখছেন, তারা কোথায় ? তাদের অধিকাংশই আজ এমন স্থানে চলে গেছে যেখান থেকে এসে ওঁদের সঙ্গে হিসেব শেষ করা আর সম্ভব নয়। সে হিসেবেরই বা কি অবস্থা হবে এবং এ দেশেরই বা কি অবস্থা—এই সব আকাশ-পাতাল ভাবছেন এমন সময় তাঁর অফিসঘরের দোরে কে ধাক্কা দিলে। মিঃ লরী বিস্মিত হ'লেন—এত রাত্রে কে তাঁর দোরে ঘা দেয় ? সে বিস্ময় আরও বর্ধিত হ'ল যখন একটু পরেই দোর খুলে ডাক্তার ম্যানেট আর লুসী ঘরে ঢুকলেন।

—একি ডাক্তার, আপনি ? লুসী, তুমি ?

ডাক্তার একটু মলিন ভাবে হাসলেন ; লুসী শুধু বললে, চার্লস্!

—চার্লস্ কি ? কি হয়েছে ?

—সে এখানে এসেছিল, ধরা পড়েছে !

—চার্লস্ ধরা পড়েছে ? সে কি ?

—হ্যাঁ, একজনকে গিলোটিন থেকে বাঁচাবার জন্যে সে এখানে এসেছিল, ধরা পড়েছে।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মিঃ লরী বললেন, সে আছে কোথায় জান ?

—লা ফোর্সের কারাগারে।

মিঃ লরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বললেন, সর্বনাশ !

এই সময়ে বাইরের কোলাহল খুব বেড়ে উঠল। ম্যানেট জানলার ধারে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, এত গোলমাল কিসের ?

ব্যাকুল হ'য়ে মিঃ লরী বললেন, ডাক্তার ম্যানেট, যাবেন না, যাবেন না ওধারে ; আপনার প্রাণসংশয় ঘটতে পারে।

ম্যানেট এক হাতে জানলা খুলতে খুলতে বললেন, আপনি জানেন না মিঃ লরী, এদেশে আমার গায়ে হাত দেয় বা আমার ক্ষতি করে, এমন একজনও নেই। আমি বিশ বৎসর ব্যাসটিলে কাটিয়েছি—সেই আমার সব চেয়ে বড় ছাড়পত্র। সে কথা একবার যে শুনবে সেই আমার দিকে সম্ভ্রমের সঙ্গে চাইবে, আমায় পূজো করবে। এখানকার লোককে যাদু করার ইন্দ্রজাল আমি জানি !

ম্যানেট জানলা খুলে বাইরের দিকে চেয়েই শিউরে উঠলেন, বাইরে তখন রীতিমত নারকীয় ব্যাপার চলেছে। প্রকাণ্ড একটা শান্-দেওয়া পাথর জন-দুই যমদূতের মত লোক মিলে অনবরত ঘোরাচ্ছে, আর বিপুল জনতার মধ্যে যার হাতে যা অস্ত্র আছে—ছুরি, বল্লম, কুড়ুল—সবাই তাই শান দিয়ে নিচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে এমন একটা বিকট জিঘাংসা প্রকাশ পাচ্ছে, এমন একটা লোলুপ শোণিত-তৃষা সকলের মুখে চোখে, এমন পৈশাচিক তাদের উল্লাস, যে সেদিকে চাইলেই মাথা ঘুরতে থাকে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে।

মিঃ লরী লুসীকে বললেন, মা লুসী, এ তোমার অগ্নি-পরীক্ষা ! একান্ত ভাবে ধৈর্য ধরতে হবে, মনে জোর আনতে হবে ; কখনও যদি

তোমার ধৈর্যের পরীক্ষা দেবার সময় আসে ত এই এসেছে! আমি আর তোমার বাবা চার্ল্‌স্‌কে নিয়েই ব্যস্ত থাকব—তোমার দিকে নজর দেবার সময় আমাদের থাকবে না, সুতরাং এ সময় যদি বিন্দুমাত্র অধীরতা প্রকাশ কর ত সর্বনাশ হ'য়ে যাবে!

লুসী শান্তস্বরে বললে, আমার জন্য একটুও ভাববেন না—আপনারা শুধু চার্ল্‌স্‌কে বাঁচান; আমি ঠিক থাকব।

সে ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। মিঃ লরী তখন ম্যানেটের দিকে ফিরে বললেন, ডাক্তার ম্যানেট, আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয়, যদি এদের ওপর কোনও প্রভাব আপনার থাকে ত সে প্রভাব প্রয়োগ করবার দিন এবার এসেছে। বিন্দুমাত্র দেরী করবেন না—হয়ত এমনিই অত্যন্ত দেরী হ'য়ে গেছে—যদি চার্ল্‌স্‌কে বাঁচাতে পারবেন ব'লে মনে করেন ত এখনি যান্, নইলে কোনও ইন্দ্রজালই তাকে মরণের ওপার থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

ডাক্তার ম্যানেট নিঃশব্দে টুপীটা মাথায় দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চ'লে গেলেন।

রাজবন্দীর স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাকে ব্যাঙ্কের মধ্যে রাখলে ব্যাঙ্কের অনিষ্ট হ'তে পারে ভেবে মিঃ লরী পরের দিন ভোরবেলাই শহরের অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশে একটা বাসা ঠিক ক'রে লুসী আর তার মেয়েকে রেখে এলেন। সেখানে মিস্ প্রস্ আর ব্যাঙ্কের চাকর জেরী রইল তার তত্ত্বাবধান করবার জন্য।

কিন্তু ডাক্তার ম্যানেট কোথায়? অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কোনও

সংবাদ না পেয়ে মিঃ লরী মনে মনে শঙ্কিত হ'য়ে উঠছেন এমন সময় ডেফার্জ এল তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে। চিঠিতে লেখা ছিল :

"চার্লস এখনও পর্যন্ত নিরাপদ, কিন্তু তবুও এখন তাকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পত্রবাহকের হাতে চার্লস্ একখানা চিঠি দিচ্ছে, তার স্ত্রীর সঙ্গে এদের দেখা করিয়ে দেবেন।"

মিঃ লরী ডেফার্জকে দেখেই চিনতে পারলেন, কিন্তু ওর ভাব-ভঙ্গী তাঁর যেন কেমন কেমন লাগল। যাই-হোক ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে মিঃ লরী বেরিয়ে পড়লেন লুসীদের বাসার দিকে। রাস্তায় ডেফার্জের স্ত্রী এবং আরও একজন স্ত্রীলোক অপেক্ষা করছিল, ওরাও এঁদের সঙ্গে চলল। এই স্ত্রীলোকটি ছিল ডেফার্জের স্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত—এবং এর নিষ্ঠুরতা প্রায় ডেফার্জের স্ত্রীর মতই বিখ্যাত ছিল, সেই জন্য সেন্ট-এ্যান্টোয়েনের লোকেরা ওর নাম রেখেছিল ভেঞ্জেন্স্ বা প্রতিহিংসা!

মিঃ লরী বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন, এরাও যাবে নাকি ?

ডেফার্জ বললে, হাঁ, ওদের সঙ্গে পরিচয়টা হ'য়ে থাকা ভাল, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

এবারও যেন মিঃ লরীর কানে ডেফার্জের কণ্ঠস্বরটা কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ঠেক্‌ল। যেন সে জোর ক'রে কথা বলছে, মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলতে গেলে যেমন শোনায়। কিন্তু তিনি আর কোনও কথা না ব'লে ওদের সঙ্গে নিয়ে লুসীর বাড়ীতে গেলেন এবং লুসীকে ডেকে পাঠিয়ে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। চার্লসের চিঠি দু-ছত্র—তাতে শুধু সে ভাল আছে এবং খুব সম্ভব ম্যানেটের

দয়ায় মুক্তি পাবে এই কথা লেখা ছিল। চিঠি পড়া হ'লে মিঃ লরী লূসীকে বললেন, তোমার ছেলেমেয়েদের এনে দেখিয়ে দাও—রাস্তায় ঘাটে বিপদ আপদ তা আছেই; এখানে ডেফার্জের স্ত্রীর অসাধারণ প্রতিপত্তি, তবুও মুখগুলো ওর চেনা থাকলে বিপদের সময় বাঁচতে পারবে!

মিস্ প্রস্ও বেরিয়ে এল, কিন্তু তার দিকে ডেফার্জের স্ত্রী ভ্রূক্ষেপও করলে না; সে লুসী আর তার ছেলেমেয়েদের দিকে বার দুই চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, এই তা'হলে এভারমণ্ডের স্ত্রী আর তার ছেলে-মেয়ে?...আচ্ছা, আমার দেখা হ'য়ে গেছে, আর ভুল হবে না।

তার কণ্ঠস্বর এমনিই নির্মম এবং কঠিন শোনাল যে, লূসী সভয়ে তার দিকে চেয়ে দুই হাত জোড় ক'রে বললে, এদের মুখ চেয়ে তোমরা আমার স্বামীকে রক্ষা করবার চেষ্টা কর।

ধারালো ছুরির মত কঠিন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ডেফার্জের স্ত্রী বললে, এভারমণ্ডের ছেলেমেয়ের জন্য আমাদের কিছু-মাত্র দুর্ভাবনা নেই, আমাদের ভাবনা তোমার বাবার মেয়ের জন্য!

এবার লুসীর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল; সে হাঁটু গেড়ে ব'সে সজল-চোখে বললে, তবে তার স্ত্রীর মুখ চেয়েই তাকে বাঁচাও। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তা ছাড়া তুমিও মেয়েছেলে—মেয়েছেলের দুঃখ তুমি বুঝবে—স্ত্রী এবং জননীর কি দুঃখ তুমি জান!

আবার সেই দৃষ্টি এবং সেই নির্মম কণ্ঠস্বর।

—তোমার আগে তোমার মত বহু স্ত্রীর স্বামীই সম্পূর্ণ নিরপরাধে

প্রাণ হারিয়েছে, তখন তাদের স্ত্রী কি পুত্রকন্যার মুখ কেউ চায় নি !... জ্ঞান হ'য়ে পর্যন্ত দেখছি চারিদিকে সহস্র-সহস্র স্ত্রীর চোখের জল, তাদের হাহাকার—কৈ তাদের মুখ ত কেউ চায় নি ? তাদের মুখ চেয়েও কোন ন্যায়বিচারের কথা ত কেউ ভাবে নি ? তবে আজ তোমার মুখ চেয়ে তোমার স্বামীকে বাঁচাবার চেষ্টা করব এটাই বা তুমি ভাবো কি ক'রে ? লক্ষ লক্ষ রমণীর চোখের জলের কাছে তোমার চোখের জলের মূল্য কতটুকু ? লক্ষ লক্ষ জননীর পুত্রশোকের কাছে তোমার দুঃখের কতটুকু দাম ?

তারপর একটু থেমে ডেফার্জের স্ত্রী বললে, কী লিখেছে তোমার স্বামী ? তোমার বাবার প্রতিপত্তির কথা যেন কি লিখেছে ?

ভয়ে ভয়ে লুসী জবাব দিলে, লিখেছেন যে 'তোমার বাবার এখানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, হয়ত তাঁর চেষ্টাতে রক্ষা পেতেও পারি' ।

শুষ্ক কণ্ঠে ডেফার্জের স্ত্রী বললে, তবে আর কি—তোমার বাবাই তাকে বাঁচাবেন এখন !...চল, আমরা যাই—

তারা চ'লে গেল, কিন্তু তাদের কথাবার্তায় লুসীর মন আতঙ্কে ভ'রে উঠল । মিঃ লরী সে কথা বুঝতে পেরে তার হাত ধ'রে তাকে টেনে তুলে বললেন, ভয় কি, সব ঠিক হ'য়ে যাবে—কিছু ভেবো না !

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, নিজের মনের মধ্যে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না । এদের কথা, এদের ভঙ্গী যে-ভয়াবহ অমঙ্গলের ছায়া তাঁদের মনের ওপর ফেলে গেল, তা সহজে মোছবার নয় ।

দশ

ডাক্তার ম্যানেটের দীর্ঘ কারাজীবন এতকাল লোকের কাছে শুধু একটা শোকাবহ ঘটনা হ'য়ে ছিল, তার জন্য তিনি লোকের কাছ থেকে শুধু পেয়েছিলেন সহানুভূতি, অনুকম্পা! কিন্তু আজ সেই বন্দীদশা তাঁর কাছে হ'য়ে উঠল আশীর্বাদ, এনে দিলে নতুন শক্তি। যেখানে আর সকলের শক্তি দুর্বল, সেখানে তাঁর সেই বিগত দিনের দুঃখ এনে দিলে অসীম ক্ষমতা, আশ্চর্য প্রতিপত্তি। এবং সেই শক্তির আস্বাদ পেয়ে ডাক্তারও যেন নতুন মানুষ হ'য়ে উঠলেন! আগেকার সেই নিরীহ দুর্বল মানুষটির জায়গায় কর্মঠ, তীক্ষ্ণধী মানুষ দেখা দিলে; 'তিনি একাই একশ' হ'য়ে চার্লসের মকর্দমার তদ্বির করতে লাগলেন, এদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। এবং কাকে কি করতে হবে তার নির্দেশ দিতে লাগলেন।

অবশেষে চার্লসের মকর্দমার দিন এল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে স্বদেশত্যাগী, এবং দেশত্যাগের শাস্তি হ'ল চরমদণ্ড। জাতীয় মহাবিচারালয়ের সামনে আসামী চার্লস্ এভারমণ্ডকে আনা হ'ল। বিচারসভা তখন লোকে লোকারণ্য—তারা চার্লসকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, ওকে মেরে ফেল, কেটে ফেল! এভারমণ্ড্-গুষ্টিকে নির্মূল কর!

বিচারপতি ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে চুপ করতে বললেন, তারপর বললেন, স্বদেশত্যাগী এভারমণ্ড্, তোমার কি বলবার আছে বল।

চার্লস্ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে,

আমি স্বদেশত্যাগী নই, কারণ তা'হলে আমি স্বেচ্ছায় ফিরে আসতুম্ না।

—তাহ'লে তুমি এতদিন ইংলণ্ডে ছিলে কেন? আরও আগে ফিরে এসনি কেন?

—ফিরে এসে আমি খাব কি? সেখানে আমি ইংরেজ ছেলে-মেয়েকে ফরাসী ভাষা শিখিয়ে জীবিকার্জন করতুম, এখানকার আমার যা পৈতৃক সম্পত্তি সবই আমি দেশের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি নিঃস্বত্ব হ'য়ে।

এতক্ষণে জনতার মধ্যে একটা প্রশংসাসূচক গুঞ্জন উঠল। বিচারপতি বললেন, কিন্তু তুমি ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছ।

—ইংলণ্ডে বিয়ে করেছি, কিন্তু ইংরেজ মহিলা নয়। ফরাসী মহিলাকেই করেছি।

—সে কে এবং কার মেয়ে?

—লুসী ম্যানেট, এই ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ম্যানেটের মেয়ে। সে আঙুল দিয়ে ডাক্তারকে দেখিয়ে দিলে।

চারিদিক থেকে ডাক্তারের জয়ধ্বনি উঠল, দু-একজন চোখের জলও মুছলেন; যে জনতা কিছু পূর্বেই চার্লস্‌কে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলতে চাইছিল, তারাই এখন তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠল।

বিচারপতি আবারও সকলকে চুপ করতে বললেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, আর কোনও প্রমাণ বা সাক্ষী আছে তোমার?

—আমি যে স্বেচ্ছায়, আমার একজন বিপন্ন দেশবাসীকে

বাঁচাবার জন্যই ফিরে এসেছি, তার প্রমাণ ধর্মাবতারের টেবিলেই আছে—গেবেলের চিঠি! ঐ চিঠি আমার কাছেই ছিল, আমায় যখন ধরা হয় তখন ঐ চিঠি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া আমার কথার সত্যাসত্য গেবেলকে জেরা করলেই জানা যাবে!

বিচারপতি তখন গেবেলকে ডাকলেন। চাল স্ ধরা পড়বার পর গেবেলকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল; সে এগিয়ে এসে প্রজাদের জন্য চাল'সের আত্মত্যাগের কথা এবং তাকে বাঁচাবার জন্যই নিজের বিপদ-বরণের কথা সব খুলে বললে। তারপর ডাকা হ'ল ডাক্তারকে। ডাক্তার তাঁর সেই ব্যাসটিলের নিদারুণ দুঃখের কথা উল্লেখ ক'রে জবানবন্দী সুরু করলেন, তারপর কেমন ক'রে সেই অর্ধোন্মাদ অবস্থায় এক ঘোরতর দুর্যোগের রাত্রে ওঁদের সঙ্গে চার্লসের প্রথম পরিচয় হয়, কেমন ক'রে চাল'সের নামে আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অপরাধে ইংলণ্ডের রাজদ্বারে অভিযোগ আনা হয় এবং সেজন্য তার জীবন গুরুতর ভাবে বিপন্ন হ'য়ে ওঠে, কেমন ক'রে লুসীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে, তার সচ্চরিত্রতা, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়ে তিনি লুসীর সঙ্গে ওর বিবাহ দেন এবং সে কী রকম ঐকান্তিক সেবার দ্বারা তাঁর বৃদ্ধ বয়সে শান্তির কারণ হয়েছে—সমস্ত কথা একটি একটি ক'রে বিচারপতিদের কাছে কম্পিত কণ্ঠে বিবৃত ক'রলেন। সবশেষে, চাল'সের সাধারণতন্ত্রের প্রতি প্রীতির ফলে তার জীবন যে বিপন্ন হ'তে বসেছিল সেই কথার সমর্থনের জন্য মিঃ

লরীকে সাক্ষী মেনে সমবেত জনতার হর্ষধ্বনির মধ্যে ডাক্তার ব'সে পড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভোট নেওয়া হ'ল—একবাক্যে সকলে চার্লসকে নির্দোষ ব'লে সাব্যস্ত করলেন। তারপরই সুরু হ'ল বিপুল জয়ধ্বনি এবং সকলে একসঙ্গে চার্লসকে আলিঙ্গন করার চেষ্টা। কিছুক্ষণ আগেই যারা তার রক্তের জন্য লোলুপ, উদ্‌গ্রীব হ'য়েছিল এখন তারাই তার জন্য চোখের জল ফেলতে লাগল। চার্লসের প্রাণ যায় আর কি! কোন রকমে মিঃ লরী আর ডাক্তার ম্যানেট তাকে সেখান থেকে বার ক'রে নিয়ে বাসায় ফিরে গেলেন। কিন্তু এরা যতটা সহজে পারল ডাক্তার নিজে ততটা সহজে ফিরতে পারলেন না, ফটকের বাইরে পা দিতেই সকলে মিলে জোর ক'রে তাঁকে একটা চেয়ারে বসিয়ে চেয়ারের পেছনে একটা জাতীয় পতাকা বেঁধে তাঁকে ব'য়ে নিয়ে চলল। মানুষের কাঁধে চড়তে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল, কিন্তু কে কার কথা শোনে, তারা তাঁকে নিয়ে যাবেই! অবশেষে তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তিনজনে হাঁপাতে হাঁপাতে বাসায় পৌঁছলেন!

লুসী চার্লসকে দেখেই প্রথমটা মূর্ছিত হ'য়ে পড়ল। তারপর জ্ঞান হ'তে ওরা দুজনে হাঁটু গেড়ে ব'সে প্রথমেই সেই সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালে, যাঁর দয়ায় এই অসম্ভব সম্ভব হ'তে পেরেছে!

প্রার্থনা শেষ ক'রে চার্লস্ ওকে বললে, তুমি তোমার বাবাকে

ধন্যবাদ দাও লুসী, তিনি ছাড়া ফ্রান্সে আর এমন লোক একজনও ছিল না, যে আজ আমাকে বাঁচাতে পারত !

লুসী সজল চোখে ওর বাবার কাছে এগিয়ে গেল, তিনি তার মাথাটা সস্নেহে নিজের বুকে টেনে নিলেন, ঠিক যেমন অনেক বছর আগে লুসী তাঁর মাথা নিজের বুকে চেপে ধরেছিল ! আজ এতদিনে তিনি মেয়ের ঋণ শোধ দিতে পারলেন ! গর্বে, আনন্দে, তাঁর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল ; তিনি লুসীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, ছি, আর ভয় কি মা, আমি ত ওকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনেছি ! আর ভয় কি ?

আর ভয় কি !!!

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ভাল ক'রে বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই সিঁড়িতে কাদের পদশব্দ শোনা গেল। কা'রা যেন উঠছে—তাদের পায়ের আওয়াজে যেন কি এক অমঙ্গলের আভাষ !

লুসীর মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করল ; সেদিক চেয়ে ম্যানেট বললেন, ভয় কি, আবার ভয় পাচ্ছ ? বলছি না যে ভয়ের কারণ সব চুকে গেছে ?...আচ্ছা আমি দোর খুলে দেখছি কে এল—

দোর খুলতে দেখা গেল সাধারণতন্ত্রের কয়েকজন প্রহরী দাঁড়িয়ে।

—সিটিজেন এভারমণ্ড্ কার নাম ?

চার্ল্‌স্ বললে, আমার নাম।

—হাঁ, তুমিই বটে, আজকের বিচারের সময় আমি উপস্থিত ছিলুম, তোমায় দেখেছি !···সিটিজেন এভারমণ্ড্, সাধারণতন্ত্রের

নামে তোমাকে আবার বন্দী করলুম। আমাদের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।

চার্লস্ বিবর্ণ মুখে, অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কিন্তু কেন তা শুনতে পারি ?

—শুনতে পাবে, কাল। কাল তোমার বিচার হবে। এখন সোজা তোমাকে হাজতে নিয়ে যাব।

ডাক্তার এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাজতে নিয়ে যাবার কথা কানে যেতেই যেন সম্বিৎ পেলেন, সামনে এগিয়ে এসে বক্তাকে প্রশ্ন করলেন, ওকে ত তুমি চেন বলছ—আমায় চেন ?

—হাঁ চিনি, আপনি ডাক্তার ম্যানেট।

—আমাকে বলতে পার এর অর্থ কি ?

সে যেন একটু অনিচ্ছাসত্ত্বেই বললে, সেণ্ট-এ্যাণ্টোয়েন থেকে ওর নামে অভিযোগ এসেছে। গুরুতর অভিযোগ।

—কী অভিযোগ জানতে পারি ?

—না, তা বলতে পারব না।

ডাক্তার আকুলভাবে বললেন, কিন্তু কে এনেছে তাও কি বলতে পার না ?

সে আর একজনকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই লোকটি সেণ্ট-এ্যাণ্টোয়েনে থাকে, এ জানে।

সেণ্ট-এ্যাণ্টোয়েনের লোকটি বললে, তিনজন ওর নামে অভিযোগ এনেছে, একজন ডেফার্জ আর একজন তার স্ত্রী—

ডাক্তার, বললেন আর একজন ?

সে কিছুক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে আপনি জানতে চাইছেন—আপনি ?

—হ্যাঁ, আমি !

—কাল জানতে পারবেন, তার নাম আজ বলতে পারব না !

চার্লসকে নিয়ে তারা চ'লে গেল; বিহ্বল, শূন্য দৃষ্টিতে লুসীর দিকে চেয়ে ডাক্তার দাঁড়িয়ে রইলেন !

এগারো

বাড়ীতে যখন এই ব্যাপার চলেছে তখন মিস্ প্রস্ আর জেরী বেরিয়েছে বাজার করতে। সমস্ত বাজার হাট সেরে ফেরবার পথে একটা মদের দোকানের সামনে দিয়ে চলতে চলতে মিস্ প্রসের হঠাৎ নজর পড়ল দোকানের ভেতরে। সামনেই তিন-চার জন লোক ব'সে মদ খাচ্ছিল, তাদেরই মধ্যে একজনকে দেখে সহসা মিস্ প্রস্ চীৎকার ক'রে উঠল।

—আরে সলোমন যে ! বেঁচে আছিস ? এতদিন কোথায় ছিলি ?

'সলোমন' ব'লে যাকে ডাকা হ'ল, তার মুখ ততক্ষণে শুকিয়ে

উঠেছে। সে উঠে তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললে, কী হয়েছে, অত চেঁচামেচি করছ কেন ?

—চেঁচামেচি করব না ? পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একটা ভাই, তাও এতদিন নিরুদ্দেশ, বলিস্ কি !

চুপ, চুপ ! তুমি আমায় মারবে দেখছি ! এদিকে এস, এদিকে এস—আর দোহাই তোমার, একটু আস্তে কথা কও !

জেরী এতক্ষণ চুপ ক'রে এদের ব্যাপার দেখছিল, সে এইবার অবাক হ'য়ে বললে, এটি কে বললে, তোমার ভাই ?··· তা তোমার নামটা তাহ'লে কি দাঁড়াল বাপু ? জন সলোমন না সলোমন জন ?

সলোমন বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলে, তার মানে ?

—তার মানে তোমাকে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন তুমি সলোমন ছিলে না, জন, জন কি একটা যেন সেইটেই মনে করতে পারছি না—

পেছন থেকে কে একজন ব'লে উঠল, জন বার্সাদ !

—ঠিক, ঠিক, জন বার্সাদ, ওল্ডবেলির আদালতে তোমাকে দেখেছি, ভুল হবার নয় !

কিন্তু বিস্ময়টা তার জন্য নয়, বিস্ময়টা যে পেছনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে তাকে দেখে। সে আর কেউ নয়, সিড্‌নি কার্টন ! মিস্ প্রসের দৃষ্টির জবাবে সে বললে, আমি কাল এসে পৌঁচেছি, মিঃ লরীর কাছেই আছি। তোমাদের সঙ্গে দেখা করিনি, কারণ···কারণ এ সময়ে দেখা না করাই ভাল।

জন বার্সাদের ততক্ষণে চৈতন্য হয়েছে, সে বললে আমার নাম ত জন বার্সাদ নয়, আপনি ভুল করছেন—

সিড্‌নি যেন নিতান্ত নিস্পৃহ নিরাসক্তভাবে অন্যদিকে চেয়ে বললে, আমার কিছুমাত্র ভুল হয় নি। আজ সমস্তদিন তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছি; জেলখানার দোরে, সাধারণতন্ত্র পুলিসের থানায়, মদের দোকানে তোমার নব-নব রূপের বিকাশ সবই আমি দেখেছি।...তা তোমার ভয় পাবার কিছুই নেই। তোমাকে আমার প্রয়োজন, একবার তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে—

প্রথম খানিকটা মৃদু আপত্তি ক'রে শেষকালে আপত্তি করা নিষ্ফল বুঝে অগত্যা সে রাজী হ'ল। মিস প্রস্‌ও বিশেষ আপত্তি করলে না, কারণ সিড্‌নির ভাব দেখে সে বুঝেছিল যে প্রয়োজনটা গুরুতর।

সিড্‌নি বার্সাদকে নিয়ে সোজা মিঃ লরীর ব্যাঙ্কে এসে পৌঁছল। মিঃ লরী বার্সাদকে দেখেই চিনতে পারলেন, খালি যা একটু চমকে উঠলেন যখন শুনলেন যে বার্সাদই মিস প্রসের ভাই। সিড্‌নি প্রথম পরিচয়টা সেরে ফেলেই কিছুমাত্র ভূমিকা না ক'রে বললে, চার্লস আবার ধরা পড়েছে।

মিঃ লরী লাফিয়ে উঠলেন, বলেন কি! আমি যে এই ঘণ্টাখানেক আগে সেখান থেকে আসছি।

সিড্‌নি বার্সাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এর কাছ থেকে কিছুপূর্বে সংবাদটি সংগ্রহ করেছি যে চার্লসের বিরুদ্ধে বিরাট একটি ষড়যন্ত্র হ'য়ে আছে এবং তাকে গ্রেপ্তার করতে লোক বেরিয়েছে

—এতক্ষণে কাজটি যে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হ'য়ে গেছে সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এ লোকটি এদের এখানেও গোয়েন্দার কাজ করে, এবং এদের নিজেদের কথাবার্তা থেকেই আমি শুনেছি, সুতরাং সংবাদ সত্যই!

মিঃ লরী পাংশুবর্ণ মুখে বললেন, কিন্তু ডাক্তার—ডাক্তার কি বলছেন?

সিড্‌নি বললে, ডাক্তার একবার এ'কে বাঁচিয়েছেন সত্যি, কিন্তু এবারে তিনি বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আমার রীতিমত সন্দেহ আছে। যাই হোক, তাঁর চেষ্টা তিনি করুন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হবে না এইটে জেনেই আমি অন্য দিক দিয়ে চেষ্টা করব।

সিড্‌নির দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে এবং তার এই কর্মতৎপরতা দেখে মিঃ লরী একটু আশ্চর্য হ'লেন; এ যেন সে সিড্‌নি নয়, অন্য কোনও লোক।

সিড্‌নি বার্সাদের দিকে ফিরে বললে, শোন, তুমি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে অনেকখানি আছ। তুমি ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা, জাতে ইংরেজ, অথচ নাম আর জাত ভাঁড়িয়ে তুমি এখানে গোয়েন্দার কাজ করছ এ সংবাদটি যদি আমি একজন রাস্তার লোককে ডেকেও শুনিয়ে দিই, তাহ'লে তোমার কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? সোজা গিলোটিন, কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

বার্সাদের মুখ শুকিয়ে উঠল। সে ঘাড় নেড়ে বললে, আমি সে কথা মেনে নিচ্ছি—

সিড্‌নি বললে, শুধু তাই নয়, থানায় হাজতের যে প্রহরীটি তোমার সঙ্গে কথা কইছিল তাকেও আমি চিনতে পেরেছি, সে-ও তোমার দলের লোক, রোজার ক্লাই।

বার্সাদ প্রথমটা রোজার ম'রে গেছে ব'লে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু সে ধাপ্পা টিকল না, তখন সে অসহায় ভাবে বললে, বেশ, আমাকে কি করতে হবে বলুন!

সিড্‌নি বললে, হাজতের মধ্যে তোমার যাতায়াত আছে, না? সময়ে সময়ে প্রহরীর কাজও কর, কেমন?

—করি। কিন্তু পালাবার কোনও চেষ্টা আমার দ্বারা হবে না। তার চেয়ে আপনি আমার যা অনিষ্ট করবেন তার গুরুত্ব কম!

সিড্‌নি একটু মুচ্‌কি হেসে বললে, আহা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? পালাবার কথা কে বলছে?...চল না পাশের ঘরে, আমার যা বলবার, বলছি—

সিড্‌নি বার্সাদকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ব'সে অনেকক্ষণ কি চুপি চুপি পরামর্শ করলে; তারপর তাকে বিদায় ক'রে দিয়ে মিঃ লরীর কাছে ফিরে এল। মিঃ লরী ওর মতলবটা কি, কিছুই ঠাওর করতে পারলেন না, কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ কিছু প্রশ্নও করলেন না। সিড্‌নিই জিজ্ঞাসা করলে, আপনি এখন ওখানে যাবেন ত?

—নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি?

—আমি একটু রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি—

কিন্তু সিড্‌নি তখনই নড়ল না; কিছুক্ষণ অগ্নিকুণ্ডের ধারে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সহসা জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা মিঃ লরী, আপনার বয়স কত হবে ?

—আটাত্তর বছর চলছে।

—আটাত্তর! উঃ—দীর্ঘ দিন। এতগুলো বছর শুধু কাজ নিয়েই আছেন ?

—তা এক রকম বটে, অতি বাল্যকালেই এই ব্যবসাতে ঢুকি, তারপর আর একটি দিনও এ থেকে ছুটি পাইনি। আর কোনও দিকে ফিরে চাইবারও অবসর পাইনি।

সিড্‌নি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আপনারই জীবন সার্থক। জীবনের সায়াহ্নে যখন পেছন ফিরে তাকাবেন তখন দেখবেন তার মধ্যে অনুতাপ করার মত, লজ্জা পাবার মত কিছু নেই। কিন্তু আমার? কী আছে আমার জীবনে, কা'র কতটুকু কাজে লাগতে পেরেছি আমি? গৌরব করার মত, ভবিষ্যৎ জীবনে মনে ক'রে রাখার মত একটা দিনও আমার জীবনে আসনি।...

আরও খানিকক্ষণ আগুনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবারও একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, চলুন বেরিয়ে পড়ি।

পরের দিন সিড্‌নিও বিচারসভায় উপস্থিত হ'ল, কিন্তু সে ডাক্তার বা লুসীর সঙ্গে ভেতরে গেল না—সাধারণ দর্শকের মধ্যে

একপাশে গিয়ে বসল। সভা লোকে লোকারণ্য, কেমন ক'রে সাধারণের মধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে যে আজকের বিচারের মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছু ঘটবে।

বিচারপতিরা নিজেদের আসন গ্রহণ ক'রে অতিকষ্টে গোলমাল কিছু থামালেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, এভারমণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে কা'রা ?

সরকারের পক্ষ থেকে একজন জবাব দিলে, তিনজন এনেছে অভিযোগ ; একজন ডেফার্জ, দ্বিতীয়টি তার স্ত্রী, আর তৃতীয়—

প্রথম দুটো নাম সবাই জানত, জানত না কেউ এই তৃতীয় ব্যক্তিটির নাম। তাই সকলেই অধীর আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে এল। তাদের সাগ্রহ কৌতূহলের মধ্যে বক্তা তৃতীয় ব্যক্তিব নাম উচ্চারণ করলেন ঃ

—তৃতীয় অভিযোগকারী হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ম্যানেট।

আদালতসুদ্ধ লোকের নিরতিশয় বিস্ময়ের মধ্যে ডাক্তার কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন, এ একেবারে মিথ্যা, এ মিথ্যা সিটিজেন জুরী ! আমার কন্যা আমার নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তার স্বামীর নামে অভিযোগ আনব আমি ? এ জাল, এ অতি নীচ ষড়যন্ত্র !

বিচারপতি কঠিনস্বরে বললেন, ডাক্তার ম্যানেট ! আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে ফ্রান্সের যারা সত্যিকারের সন্তান তাদের কাছে সাধারণ-তন্ত্রের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই থাকতে পারে না ; সেই সাধারণতন্ত্রের

জন্য আবশ্যক হ'লে নিজের অন্য যা কিছু প্রিয় জিনিস আছে সব উৎসর্গ করতে হবে !

ডাক্তার অগত্যা ব'সে পড়লেন, কিন্তু তখনও তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না যে, এ কী ক'রে সম্ভব হ'ল—এ কী বলছে এরা !

বিচারপতি অতঃপর ডেফার্জকে ডাকালেন, আর্ণেস্ট ডেফার্জ !

ডেফার্জ এগিয়ে এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল।

—তোমার স্ত্রী কৈ ?

—এই যে !

—ব্যাসটিলের পতনের সময় তোমরা দুজনে খুব সাহায্য করেছিলে, না ?

এ প্রশ্নের জবাব দিলে দর্শকেরা। সকলে মিলে হৈ হৈ ক'রে ডেফার্জের জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। ডেফার্জ ? বা—ডেফার্জই ত সব !

বিচারপতিরা তখন ডেফার্জকে ব্যাসটিল-পতনের ইতিহাস সম্বন্ধে সে যা জানে বলতে আদেশ করলেন।

এইবার সুরু হ'ল এক অত্যদ্ভুত ঘটনার বিবৃতি ; সে বিবৃতি যেমন বিচিত্র, তেমনি ভয়ঙ্কর।

ডেফার্জের মনে সন্দেহ একটা বরাবরই ছিল যে বিনা বিচারে এইরকম দীর্ঘকাল ডাক্তারকে বন্দী ক'রে রাখার কারণ ডাক্তার নিজে নিশ্চয়ই জানেন এবং সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান হারাবার আগে নিশ্চয়ই সে কথা কোথাও তিনি লিপিপদ্ধ ক'রে রেখেছেন। তাই ব্যাসটিল যখন ভাঙা হয় তখন ডেফার্জ নিজে খুঁজে খুঁজে নর্থ টাওয়ারের একশ' পাঁচ

নম্বর ঘরে উপস্থিত হয় আর দেওয়ালে একটা পাথরের গায়ে a.m. নাম লেখা দেখে’ পুড়িয়ে দেবার আগে সেই পাথরটা সরিয়ে ডাক্তারের নিজ হাতে লেখা জবান-বন্দীটা উদ্ধার করে। সে জবানবন্দী সে জুরীদের কাছে ইতিপূর্বে পেশ করেছে, এবং সে জবানবন্দীর হাতের লেখা যে ডাক্তার ম্যানেটেরই সে কথার সত্যতা সম্বন্ধে সে নিজে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছে।

ডাক্তার ম্যানেট এতক্ষণ বিস্মিত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে ব’সে ছিলেন, এইবার তিনি দুহাতে মুখ ঢেকে বসলেন; বৃদ্ধের তখন যা মনের অবস্থা তা মুখে ব’লে বোঝানো যায় না।

বিচারপতিদের আদেশক্রমে একজন সেই লেখা কাগজগুলো প’ড়ে যেতে লাগল, আর সমস্ত জনতা নিস্তব্ধ হ’য়ে শুনতে লাগল। বহুদিন আগেকার সেই মর্মন্তুদ কাহিনী, অমানুষিক অত্যাচারের সেই বীভৎস বিবরণ শুনতে শুনতে সকলেই যেন কিছুকালের মত স্তম্ভিত হ’য়ে গেল।

ডাক্তার ম্যানেট কোন কথাও বাদ দেননি; কেমন ক’রে নদীর ধার থেকে অকস্মাৎ তাঁকে রোগী দেখাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে গিয়ে মেয়েটির উন্মাদ-দশা এবং ছেলেটির আহত-অবস্থার চিকিৎসা করতে বলা হয়, তারপর কেমন ক’রে গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি এভারমণ্ড্‌দের চিনতে পারেন, তারপর আহত ছেলেটির মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শোনেন, কেমন ক’রে তাঁরই কোলের মধ্যে ছেলেটি মারা যায় এবং তার দু-দিন পরে মেয়েটিও; কেমন ক’রে

তিনি ওদের অর্থ প্রত্যাখ্যান ক'রে বাড়ী চ'লে যান, এবং বিবেক তাঁকে কিছুতেই স্থির থাকতে দেয়নি ব'লে গোপনে মন্ত্রীর কাছে চিঠি লেখেন ; তারপর এভারমণ্ডের স্ত্রী অর্থাৎ চার্লসের মায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার বিবরণ, কেমন ক'রে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভুলিয়ে ঘরের বার ক'রে নিয়ে গিয়ে অনন্তকালের জন্য তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়—এর প্রত্যেকটি কাহিনী তিনি জ্বলন্ত এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করেছেন। পরিশেষে তাঁর নিদারুণ শোকাবহ অবস্থার বর্ণনা ক'রে এভারমণ্ডদের তিনি অভিশাপ দিয়েছেন ; শুধু ওরা নয়, ওদের আত্মীয়, স্বজন, পরিজন, ওদের একবিন্দু রক্ত যেখানে আছে ওদের সংশ্রবে যারা আছে তাদের পর্যন্ত তিনি অভিশাপ দিয়েছেন ; তারা যেন কখনও শান্তি না পায়, তিনি নিজে যেমন জ্বলেছেন, সেই জ্বালা ইহকালে এবং পরকালে যেন তাদের ঘিরে থাকে, মৃত্যুর পর তাদের আত্মা যেন ঈশ্বরের ক্ষমা এবং আশীর্বাদ থেকে চিরকালের মত বঞ্চিত হয় !

সুদীর্ঘ জবানবন্দী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিক্ষুব্ধ জনতা গর্জন ক'রে উঠল ; সে গর্জনের মাত্র একটিই অর্থ, তার মধ্য দিয়ে একটি মাত্র ইচ্ছাই প্রকাশিত হ'ল ঃ রক্ত চাই ! রক্ত নইলে এ আগুন নিভবে না !

সে সুবিপুল ক্রোধাগ্নি থেকে তখন চার্লসকে বাঁচাবার চেষ্টা করাই বিড়ম্বনা। ফ্রান্সে এমন শক্তিমান কেউ নেই যে এই গর্জনের ওপর তার কণ্ঠস্বর তুলতে পারে।

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত ; প্রাণদণ্ড হবে, এবং সে কালই।

বারো

তোমরা প্রশ্ন করবে যে ডেফার্জ এবং তার স্ত্রীর এই শত্রুতা করার কী কারণ ছিল? কেন তারা বিশেষ ক'রে ঐ কাগজটি লুকিয়ে রেখেছিল এবং শেষ পর্যন্ত বার করলে?

ডাক্তার ম্যানেটের ইতিহাস ইতিপূর্বেই তোমরা শুনেছ। যে ছেলেটি এবং মেয়েটির মৃত্যুশয্যায় চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের একটি ছোট বোনও ছিল; জমিদারের অত্যাচার ক্রমেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করছে দেখে সে বোনটিকে তারা আগেই তার মামার বাড়ী রেখে এসেছিল; সেই মেয়েটিই থেরেসি—ডেফার্জের স্ত্রী! তার বাপ, ভাই, বোন এবং ভগ্নীপতির ওপর সেই নিদারুণ অত্যাচারের কথা সে কোনও দিনই ভোলেনি, সেই অত্যাচারেরই প্রতিশোধ নেবার সাধনা করেছে সে এই দীর্ঘকাল ধ'রে। ব্যাসটিল ধ্বংসের দিন গভীররাত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনে বসে যখন ম্যানেটের চিঠি পড়ে তখন থেরেসি আরও একবার নতুন ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছিল—ঐ বংশের একবিন্দু রক্তও পৃথিবীর বুকে থাকতে দেব না!

আগেই বলেছি তোমাদের যে এই থেরেসি ডেফার্জের মধ্যে দয়া, মায়া, মনুষ্যত্ব কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না; কঠিন, নিষ্ঠুর মন আর অমোঘ ইচ্ছাশক্তি নিয়ে সে একটিমাত্র তপস্যাই করছিল, সে প্রতি-হিংসার! তার কখনও ভুল হ'ত না, কিছুতেই সে বিচলিত হ'ত না।

তাই যখন চার্লসের প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'ল সে উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের মত একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে অর্ধস্ফুট স্বরে বললে, কী ডাক্তার, বাঁচাও এইবার !...

হাজতে নিয়ে যাবার আগে মিনিট দুই-এর জন্য লুসীকে চার্লসের কাছে যেতে দেওয়া হ'ল। লুসী তার বুকে মাথা রেখে আকুল ভাবে কাঁদতে লাগল আর চার্লস তাকে নানা রকমে সান্ত্বনা দিতে লাগল। ম্যানেট চার্লসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গেলেন কিন্তু চার্লস তাড়াতাড়ি তাঁর হাত ধ'রে তাঁকে নিষেধ করলে, বললে, আজ আমারই আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা, এখন বুঝতে পারছি যে যখন আমার পরিচয় আপনি সন্দেহ করেছিলেন এবং যখন নিশ্চিত জেনেছিলেন, তখন কী প্রচণ্ড যুদ্ধ আপনাকে করতে হয়েছিল আপনার মনের সঙ্গে ! আমাদের মুখ চেয়ে কতখানি সহ্য করতে হয়েছিল আপনাকে। কিন্তু আমার নিয়তি এই, আমার পূর্বপুরুষদের পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল এই, আপনি ত তার জন্য দায়ী নন !...আপনি লুসীকে দেখবেন এইটুকু আমার অনুরোধ রইল, আর পারেন ত আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ আপনার শেষ বয়সে দুঃখের কারণও আমিই হলুম।

সিড্‌নি একপাশে দাঁড়িয়ে এদের এই করুণ বিদায়দৃশ্য দেখছিল। যখন চার্লস্‌কে জোর ক'রে ওরা গারদে নিয়ে গেল তখন লুসী মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে যায় দেখে' সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ওকে ধ'রে ফেলল। তারপর ওকে কোলে ক'রে নিয়ে গিয়ে একখানা গাড়ীতে পুরে' মিঃ

লরী আর ডাক্তারকে তার মধ্যে উঠতে বললে। তারপর নিজে গাড়োয়ানের পাশে ব'সে বাসায় ফিরে এল।

লুসী তখনও অজ্ঞান হ'য়ে ছিল। সিড্‌নি এবারেও তাকে কোলে ক'রে তুলে ওপরে নিয়ে গেল। মিস্ প্রস্ আর লুসীর মেয়ে লুসীর বুকের ওপর প'ড়ে কাঁদতে লাগল। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যে মিঃ লরীর চোখও সজল হ'য়ে উঠেছিল। সিড্‌নি শুধু অস্ফুটস্বরে বললে, থাক্, থাক্, যতটুকু অজ্ঞান হ'য়ে থাকে, ততটুকুই ভাল!

তারপর একদৃষ্টে লুসীর দিকে চেয়ে থেকে এক সময়ে হেঁট হ'য়ে সস্নেহে ওর মাথায় একটি চুমো খেলে। তারপর খুব, খুব মৃদুস্বরে একবার বললে, যাকে তুমি ভালবাস, তাকে আমি ফিরিয়ে এনে দেব!

ম্যানেট একপাশে চুপ ক'রে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন; সিড্‌নি তাঁর কাছে এসে বললে, ডাক্তার ম্যানেট, কাল পর্যন্ত এখানে আপনার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, আজও বোধহয় একেবারে তা নষ্ট হ'য়ে যায় নি—একবার দেখুন না চেষ্টা ক'রে, যদি কিছু করতে পারেন!

ডাক্তার ভগ্নকণ্ঠে বললেন, কাল পর্যন্ত ওরা আমাকে এ সব কথা বলেনি, বলেছিল যে চার্লসের আর কোনও ভয় নেই। আমি আর কি করব?

—আর একবার শেষ চেষ্টা করবেন না?

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বললেন, আমি এখনই একবার যাব; যারা এর মূল, তাদেরই কাছে যাব, দেখি যদি কিছু করা যায়—

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। মিঃ লরী বিষণ্ণ মুখে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি মনে করেন কোনও আশা আছে? আমার ত তা মনে হয় না!

সিড্‌নি বললে, আমারও মনে হয় না, তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি?...তা ছাড়া, এর পর লুসী না এ কথা বলতে পারে যে, তার স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য কেউ চেষ্টা পর্যন্ত করেনি!

—তা বটে!

... ...

সিড্‌নি বহুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সন্ধ্যের পর মদ খাবার ছল ক'রে ডেফার্জের দোকানে ঢুকে পড়ল। ওর চেহারার সঙ্গে চার্লসের যে সাদৃশ্য আছে এটা দেখানোই ওর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু দৈবক্রমে সেখানে ঢুকে আরও একটা বড় রকমের কাজ হ'ল। সাদৃশ্য দেখানোর কারণ এই যে পরে প্রয়োজন হ'লে যাতে লোকে চার্লসকে সিড্‌নি বলে মনে করে।

সিড্‌নি যে ক'দিন প্যারিসে এসেছে, একদিনও মদ ছোঁয়নি আজও সে দোকানে ঢুকে নামমাত্র একটু মদ চাইলে। ও যখন ঢুকল তখন ডেফার্জ, তার স্ত্রী থেরিসি, ভেন্‌জেন্স এবং আরও জন দুই লোক ব'সে কী সব পরামর্শ করেছিল; এ ছাড়া দোকানে বিশেষ কেউ ছিল না। থেরেসি ওকে দেখেই প্রথমটা চমকে উঠল, এবং নিজেই এগিয়ে এসে মদ দেবার ছুতো ক'রে আলাপ জুড়ে দিলে; কিন্তু সিড্‌নি এমনই ইংরিজী মেশানো বুলি বলতে শুরু করলে যে এক টুকথা কয়েই

থেরেসি বুঝতে পারলে লোকটা নেহাৎই ইংরেজ, তখন সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরে গিয়ে আবার নিজেদের আলোচনা শুরু করলে।

কথাটা হচ্ছিল লুসী আর তার ছেলেমেয়েদের নিয়েই; থেরেসি চায় চার্লসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজে লুসীর নামে মিথ্যা অভিযোগ আনবে—চার্লসকে নিয়ে পালাবার ষড়যন্ত্র করেছিল এই অপরাধের। তার মিথ্যা সাক্ষীও সে জোগাড় করেছে। কিন্তু বাধা দিচ্ছিল ডেফার্জ, সে ডাক্তার ম্যানেটের কথাটা বিবেচনা করবার জন্য বার বার অনুরোধ করছিল; বৃদ্ধ অনেক দুঃখ পেয়েছে, আবারও এতবড় আঘাত করা কি উচিত হবে?

অসহিষ্ণুভাবে থেরেসি বললে, ডাক্তারকে বাদ দিতে চাও, দাও। ও বুড়ো ম'ল কি বাঁচল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না; কিন্তু কিন্তু ওর মেয়ে আর তার ছেলেমেয়ে যে এভারমণ্ডের স্ত্রী এবং সন্তান এ কথা আমি ভুলতে পারব না। ও বংশের একবিন্দু রক্তও যেখানে আছে সব আমি উচ্ছেদ করব।

সিড্‌নি নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে মদ খাবার ভান ক'রে সব কথাই শুনছিল; যখন দেখলে যে, ঘরে আর যারা উপস্থিত আছে সকলেই থেরেসির সঙ্গে একমত, তখন আর বেশী দেরী না ক'রে দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এদের পালাবার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং সে কালই; আর দেরী করলে চলবে না।

লুসীদের বাড়ী ফিরে দেখলে যে সেখানে আরও একটি শোচনীয় ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটেছে—ডাক্তার ম্যানেট ফিরে এসেছেন সম্পূর্ণ

উন্মত্ত অবস্থায়। সেই পূর্বেকার অসহায় দৃষ্টি, সেই দুর্বল দেহ—একেবারে সেই উন্মাদ দশা। অনবরত কেবল জুতোর সরঞ্জাম খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর বলছেন, আর আমার যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতি দাও না! যন্ত্র না পেলে কাজ করব কি ক'রে? কালকের মধ্যেই জুতো জোড়াটা শেষ ক'রে দিতে হবে যে!

গায়ের জামাটা ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, সেইটে ওঠাতে গিয়ে সিড্‌নি একটা জিনিস আবিষ্কার করলে—সেটা আর কিছু নয়, ডাক্তার ম্যানেট, লুসী আর তার মেয়ের লণ্ডনে ফিরে যাবার ছাড়পত্র, আগের দিন সই করা। কখন যে কী ভেবে তিনি ওটা লিখিয়ে নিয়েছিলেন তা ডাক্তার ম্যানেটই জানেন কিন্তু সিড্‌নির কাছে ওটা দৈবপ্রেরণা ব'লেই মনে হ'ল।

সে সংক্ষেপে মিঃ লরীকে ডেফার্জের বিবরণ ব'লে বললে, আর দেরী করার সময় নেই। অবশ্য ওদের কথাবার্তা শুনে যা মনে হ'ল চার্লসের প্রাণদণ্ডের আগে ওরা কিছু করবে না, কিন্তু সে মতলব ঘুরে যেতে কতক্ষণ? আপনি ত বলছিলেন যে আপনার এখানকার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে?

মিঃ লরী ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, আমার ছাড়পত্র পর্যন্ত নেওয়া শেষ।

—তা হ'লে আর একটুও দেরী করবেন না। কাল দ্বিপ্রহরে যাতে বেরিয়ে যেতে পারেন তারই ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখুন। ঘোড়া জুতে, আপনারা গাড়ীতে উঠে ব'সে থাকবেন, ঠিক দুপুরবেলা আমি আসব।

আমি আসা মাত্রই গাড়ী ছেড়ে দেবেন, যেন একটুও দেরী না হয়।

মিঃ লরী বললেন, তাই হবে। আপনি না আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব ত ?

—হ্যাঁ। কিন্তু খুব সাবধান। আমি এলে যেন একটুও আর দেরী না হয়, কোন কারণেই। তখন অপেক্ষা করার যতবড় কারণই থাক্ কিছুতেই তা করবেন না। কারণ একজনের জন্য সকলে মারা যাবেন, সে একজনকেও হয়ত বাঁচাতে পারবেন না। লুসী যদি আপত্তি করে ত তাকে বলবেন যে এই তার স্বামীর ইচ্ছা, একান্ত অনুরোধ। তাহ'লেই সে রাজী হবে। আর ম্যানেট ত এখন উন্মাদ —তাঁকে লুসী যা করতে বলবে তিনি তাই করবেন বোধ হয়, না ?

মিঃ লরী শুধু ঘাড় নেড়ে জানালেন যে তাই হবে। সিড্‌নির এতটা কর্মতৎপরতা তিনি আর কখনও দেখেননি, তিনি বেশ একটু আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলেন। একটু একটু ক'রে সিড্‌নির উপর তাঁর বিশ্বাসও বাড়ছিল।

সিড্‌নি আবারও বললে, আপনার কর্মদক্ষতার ওপর আমার আস্থা আছে, আমি নিশ্চিন্ত থাকব। কিন্তু আপনি আমার কথা নিশ্চয়ই মনে রাখবেন। কোন রকমে, কিছুর জন্যই না আপনাদের যাওয়া আটকায়।

মিঃ লরী বললেন, আপনার কথা আমার মনে থাকবে, যা বললেন তার কোনটারই অন্যথা হবে না।

সিড্‌নি তার ছাড়পত্রটা বার ক'রে মিঃ লরীর হাতে দিয়ে বললে, এটা আপনার কাছেই রেখে দিন্।

মিঃ লরী বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? আপনি ত আসছেন—

সিড্‌নি বললে, কী জানি, অনেক জায়গায় এখন ঘুরতে হবে, যদি হারিয়ে যায় ত মুশ্‌কিলে পড়ব। আপনিই রাখুন।

ছাড়পত্রটা তাঁর হাতে দিয়ে টুপীটা নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। মিনিট খানেকের জন্য বাড়ীটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে একবার কা'কে তার শেষ আশীর্বাদ জানালে, তারপর নিজের কাজে চ'লে গেল।

তেরো

লুসী, ডাক্তার ম্যানেট আর মিঃ লরীকে তিনখানা চিঠি চার্লস্ আগের দিনই লিখে রেখেছিল। কাজেই পরের দিন সকাল থেকে শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া তার কোনও কাজ ছিল না। একটির পর একটি ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, মৃত্যুর সময়ও ক্রমশ আসন্ন হ'য়ে আসতে লাগল।

সেদিন গিলোটিনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল বেলা তিনটেয়। তার যখন আর ঘণ্টা দেড়েক বাকী আছে, তখন চার্লস্ তার কারাকক্ষের বাইরে কাদের পদধ্বনি শুনতে পেলে; একটু পরেই দোর খুলে

গেল—এবং ভেতরে ঢুকল সিড্‌নি কার্টন। ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই কারাগারের দোর আবার সশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেল!

চার্লসের বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে সিড্‌নি একটু হেসে বললে, আমাকে দেখবার আশা একেবারেই করনি, না?

চার্লস্ বললে, না। তুমিও ধরা পড়নি ত?

সিড্‌নি বললে, না, আমি ধরা পড়িনি। এখানকার এক প্রহরীর সঙ্গে আমার বিশেষ খাতির আছে, সে-ই আমায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি লুসীর কাছ থেকে এক শেষ অনুরোধ ব'য়ে এনেছি—

লুসীর নাম হ'তেই চার্লসের মুখে বেদনার ছায়া এসে পড়ল। সে ব্যস্ত হ'য়ে বললে, কী অনুরোধ?

সিড্‌নি কাছে এসে নিজের জুতোটা খুলতে খুলতে বললে, শুধু অনুরোধ নয়—মিনতি। এ কথা তোমায় রাখতেই হবে—নইলে সে মর্মান্তিক দুঃখিত হবে।...তুমি আমার এই জুতোটা আর পোষাকটা পর, তোমার জুতোটা আর পোষাকটা আমায় দাও—

চার্লস্ বললে, তুমি কি পাগল হয়েছ? না, না, ও পাগলামি ক'র না সিড্‌নি! এখান থেকে পালানো অসম্ভব। আমি ত পালাতে পারবই না, মাঝখান থেকে তুমিও মারা পড়বে।

সিড্‌নি জোর ক'রে ওকে একটা টুলে বসিয়ে ওর জুতো খুলতে খুলতে বললে, কে তোমাকে পালাবার কথা বলছে? পালাবার কথা যখন বলব, তখন তুমি আমায় পাগল ব'ল। এখন যা বলছি তাই কর!

সিড্‌নির সবল আকর্ষণ এবং কথা বলবার বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে চার্লস যেন হঠাৎ অত্যন্ত অসহায় হ'য়ে পড়ল। কলের পুতুলের মত ওর কথামত পোষাক এবং জুতো বদলে ফেললে। তারপর সিড্‌নি বললে, চিঠি লিখতে পারবে একখানা ? লেখ দেখি—

চার্লস্ ওর নির্দেশ মত কলমও তুলে নিলে। কী ব্যাপার সে কিছুই বুঝতে পারছিল না, শুধু এই বুঝছিল যে আজ আর কিছুতেই এই লোকটির আদেশ অবহেলা করা চলবে না। মাতাল, অকর্মণ্য এই লোকটি কোথা থেকে সহসা এমন কোন সত্যিকারের শক্তি সঞ্চয় করেছে যাতে তার একটি কথাও অমান্য করা যায় না !

—কি লিখব বল ! . কিন্তু হাতে তোমার ওটা কি ? অস্ত্রের মত ?

—ওটা কিছু নয়। লেখ যে, "বহুদিন, বহুদিন আগে, তোমাকে যে কথা বলেছিলুম সে কথা আশা করি ভোলনি—"

চার্লস বিস্মিত হ'য়ে বললে, কা'কে সম্বোধন ক'রব ?

—কাউকে না। লেখ, "সে কথা সেদিন যে আমার অন্তরের কথাই ছিল, সেই কথাটি আজ এতদিন পরে প্রমাণ করে দিতে পারলুম, এতে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি।—"

লিখতে লিখতে চার্লস্ মুখ তুলে বললে, কিন্তু কি একটা বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে ! যেন আরকের মত কি একটা জিনিস—

—কিছু নয়, কিছু নয় ; তুমি লিখে যাও, আর মোটেই সময় নেই—"এবং সে প্রমাণ দিতে আজ আমি একটুও বেদনা কি কষ্ট বোধ করছি না। আজ আমি সত্যিই সুখী—"

হাতের মধ্যেকার আরকে ভেজা রুমালখানা চার্লসের নাকের কাছে ধরতেই চার্লস্ লাফিয়ে উঠল। কিন্তু সিড্‌নি এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধ'রে আর একহাতে রুমালখানা জোর ক'রে ওর নাকের ওপর চেপে ধরলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চার্লস্ মূর্ছিত হ'য়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

সিড্‌নি তখন দ্রুতহস্তে অবশিষ্ট যা পোষাক বদলাতে বাকী ছিল তা বদ্‌লে ফেললে, তারপর নিজের মাথার চুলগুলো চার্লসের মত ক'রে আঁচড়ে নিয়ে চার্লসের চুলগুলো নিজের মত ক'রে দিলে। সব ঠিক ক'রে দোরের কাছে গিয়ে মৃদু স্বরে ডাকলে, হয়েছে, এবার এস।

বলা বাহুল্য যে, দোর খুলে বার্সাদই ঢুকল। আঙুল দিয়ে চার্লসের দিকে দেখিয়ে সিড্‌নি জিজ্ঞাসা করলে, কী, চালাতে পারবে না?

বার্সাদ বললে, গোলমালের মধ্যে ওকে বার ক'রে দেওয়া কঠিন হবে না, কিন্তু আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলবেন না ত?

সিড্‌নি দৃঢ়স্বরে বললে, মরণ পর্যন্ত আমি আমার কথা ঠিক পালন ক'রে যাব। তারপর মৃত্যুর পর আর তোমার ভয়ের কারণ কী থাকবে?

বার্সাদ বললে, তাহ'লে আমি লোক ডাকি?

—ডাক। সব কথা মনে আছে ত? সিড্‌নি যখন তার বন্ধুকে দেখতে আসে তখনই তার অবস্থা খুব খারাপ ছিল, তারপর বিদায়ের

ধাক্কা আর সামলাতে পারেনি, অজ্ঞান হ'য়ে গেছে ! বুঝেছ ? তুমি নিজে বার ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজে সঙ্গে ক'রে মিঃ লরীর কাছে এ'কে পৌঁছে দেবে আর তাঁকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেই মুহূর্তেই তাঁকে যাত্রা করতে বলবে—বুঝেছ ?

বার্সাদ বললে, সে সবই হবে। কিন্তু তুমি যেন বেঁফাস ক'রনা !

সিড্‌নি অসহিষ্ণুভাবে বললে, এখনও তোমার ভয় গেল না ? আমায় দেখলে কি তাই মনে হচ্ছে ?

বার্সাদ তখন বাইরে গিয়ে লোকজন ডেকে আনলে, তারপর সিড্‌নি নামধারী চার্লসের মূর্ছিত দেহ বহন ক'রে নিয়ে গেল। সিড্‌নি সেই অন্ধকার ঘরে ব'সে অতঃপর প্রশান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই একজন প্রহরী এসে ওকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। যে বাহান্ন জন লোকের সেদিন প্রাণদণ্ড হবে, বাইরের একটা হলে তাদের সবাইকে জড় করা হয়েছে, সেইখানে সিড্‌নিকেও অপেক্ষা করতে বলা হ'ল।

বাহান্ন জনের মধ্যে একটি অল্পবয়সী শীর্ণ মেয়েও ছিল। সিড্‌নিকে ঢুকতে দেখে সে কাছে এগিয়ে এসে বললে, এভারমণ্ড, তুমি না ছাড়া পেয়েছিলে ?

সিড্‌নি মৃদুস্বরে বললে, পেয়েছিলুম, কিন্তু আবার ধ'রে আমার প্রাণদণ্ড দিয়েছে।

—আমায় তোমার মনে পড়ে না বোধহয় ? আমি লা-ফোর্সের কারাগারে তোমার সঙ্গে একসঙ্গে ছিলুম।

সিড্‌নি একটু বিব্রতভাবে জবাব দিলে, হ্যাঁ মনে আছে, কিন্তু তোমার অপরাধটা মনে নেই।

মেয়েটি জবাব দিল, ষড়যন্ত্র করা। কিন্তু ভগবান জানেন যে আমি কোনও ষড়যন্ত্রই করিনি কারুর সঙ্গে।...আমার মত গরীব, দুর্বল লোকের সঙ্গে কে-ই বা ষড়যন্ত্র করবে ? দরজির দোকানের সেলাই-এর কাজ ক'রে অতিকষ্টে পেট চালাতে হ'ত, এর মধ্যে ষড়যন্ত্র করার সময়ই বা কোথায় ?

তারপর মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমার জীবনের জন্য আমি ভাবি না, আমার মত লোকের মৃত্যুতে যদি আমাদের সাধারণ-তন্ত্রের কল্যাণ হয় ত হোক্‌—তবে আমি বড় দুর্বল, তুমি আমার কাছে একটু থাকবে-ত এভারমণ্ড ?

এতক্ষণ মেয়েটি অন্যদিকে চেয়ে কথা বলছিল, এইবার সে ধীরে ধীরে ওর মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠল। সিড্‌নি তাড়াতাড়ি ওর হাত ধ'রে একটু চাপ দিয়ে ওকে সতর্ক ক'রে দিলে ; সে তখন চুপি চুপি ওকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি বুঝি তার জন্য প্রাণ দেবে ?

—চুপ ! হ্যাঁ, আর তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য।

মেয়েটি সজল চোখে ওর দিকে চেয়ে বললে, তুমি বীর, তুমি যদি দয়া ক'রে আমার কাছে একটু থাক, আমার হাত ধর, তাহ'লে আমি ভরসা পাব—। থাকবে ত আমার কাছে ?

সিড্‌নি বললে, হ্যাঁ বোন, আমি ত আছিই তোমার কাছে। আর থাকবও।

চোদ্দ

ততক্ষণে মিঃ লরীর গাড়ী ম্যানেট, চার্লস্‌, লুসী আর তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্যারিস ছেড়ে চ'লে গেছে। শেষ বাধা যেখানে ছিল সেখানেও নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে ওরা পার হ'য়ে গেল।

একসঙ্গে সবাই যাওয়া ভাল নয় ব'লে মিস্‌ প্রস্‌ আর জেরী পরে যাবে স্থির হয়েছিল। সেই কথামত ওরা দুজনে বাড়ীতে ছিল।

তিনটের কিছু আগে মিস্‌ প্রস্‌ জেরীকে পাঠিয়ে দিলে গাড়ী ঠিক ক'রে একেবারে রাস্তার শেষে অপেক্ষা করবে, এই কথা রইল। তারপর আরও একটু দেরী ক'রে সে বেরোতে যাবে এমন সময় মূর্তিমতী মৃত্যুর মত ম্যাদাম ডেফার্জ বাড়ীর দোরে এসে দেখা দিলে।

মন নাকি অন্তর্যামী, তাই দলবল নিয়ে প্রাণদণ্ড দেখতে যাবার সময় হঠাৎ থেরেসি ডেফার্জের মনে কেমন সন্দেহ হ'ল যে এরা ঠিক আছে কিনা একবার দেখা প্রয়োজন ; শুধু তাই নয়—স্বামীর মৃত্যুর সময় নিশ্চয়ই লুসী তার জন্য কান্নাকাটি করবে এবং খুব সম্ভবত সাধারণতন্ত্রকে গালিগালাজও করবে, সুতরাং সেটা একবার স্বকর্ণে শুনে আসতে পারলেই ত হ্যাঙ্গাম মিটে যায়, আর কোন অপরাধের দরকারই হয় না।

তাই সে যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ভেনৃজেন্সকে বললে,

তোমরা এগোও, আমি একবার চট্ ক'রে ওদের দেখে আসি। আমার জন্য বরং একটা জায়গা রেখো।

ভেন্‌জেন্স বললে, গাড়ী আসবার আগে আসা চাই কিন্তু!

—নিশ্চয়ই। আমি এই এলুম ব'লে।

কিন্তু ওকে দেখেই মিস্ প্রস্ ওর মতলব বুঝতে পেরেছিল। ঠিক কি করবে তা না বুঝলেও মতলবটা যে শয়তানিতে পূর্ণ তা ওর মুখ দেখেই সে ঠাওর করেছিল। আর যাই হোক্—এরা যে নেই, সে কথাটা কিছুতেই এ'কে জানতে দেওয়া হবে না!

সে ছুটে গিয়ে হলঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার যে পথ সেগুলো সব বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর থেরেসি যেমন হলঘরে ঢুকেছে সে হলঘব থেকে বেরোবার পথটি আটকে দাঁড়াল।

থেরেসি ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলে, এরা কোথায় গেল?

মিস্ প্রস্ একটি বর্ণও ফরাসী ভাষা জানত না, সে জবাব দিলে, বুঝেছি, বুঝেছি শয়তানী, তোমার মতলবটা কি, কিন্তু সেটি হচ্ছে না, আমি থাকতে খুকীর খবর কিছুতেই তুমি পাচ্ছ না।

থেরেসি ওর ইংরিজী কথা কিছুই বুঝতে না পেরে চ'টে গিয়ে বললে, আমার দাঁড়াবার সময় মোটেই নেই। এভারমণ্ডের স্ত্রী কোথায়? তার সঙ্গে আমি একবার দেখা ক'রে চ'লে যাব।

মিস্ প্রস্‌ও কঠিন-স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, যতই কটমটিয়ে চাও, আমার সঙ্গে তুমি বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না!

থেরেসি এইবার ভীষণ চ'টে গেল। সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, এই আহাম্মুখ মেয়েমানুষটাকে নিয়ে ত বড়ই বিপদে পড়লুম দেখছি। ওগো বাছা, তোমাকে আমার কিছু দরকার নেই, দরকার আমার ডাক্তার আর তাঁর মেয়েকে। আছে কি-না বল, নইলে সর, আমি নিজেই দেখে নিচ্ছি।

মিস্ প্রস্ কথাটা না বুঝলেও ভাবটা ঠিক বুঝেছিল, সেও জবাব দিলে, তুমি যা জানতে চাইছ তা আমি থাকতে জানতে দিচ্ছি না। কারণ যত দেরীতে তুমি জানবে ততই আমার খুকীর পক্ষে মঙ্গল।... এগোচ্ছে কি ? আমি খাঁটি ইংরেজের মেয়ে, আমার গায়ে হাত দিলে তোমার একটা হাড়ও আস্ত রাখব না।

এতক্ষণ তুজনেই তুজনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ; এইবার ডেফার্জের স্ত্রী একবার ঘরের আসবাবপত্রের দিকে চোখটা বুলিয়ে নিলে। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গোছাবার চিহ্ন চতুর্দিকের আগোছালো আসবাবের দিকে চাইলেই পাওয়া যায়, তা ছাড়া এত ডাকাডাকিতেও বাড়ীর লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, ব্যাপারটা কি ? ওর মনে সন্দেহ গাঢ় হ'ল ; বললে, জিনিসপত্র এমন ক'রে ছড়ানো, বাড়ীও ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে, লক্ষণ ভাল নয় ; শীগ্‌গির সর, আমায় দেখতে দাও, ব্যাপারটা কি। এখনও সময় আছে, বেশীদূর নিশ্চয়ই যেতে পারেনি, এখনও ফিরিয়ে আনা যাবে।

মিস্ প্রস্ ঘাড় নেড়ে বললে, যতক্ষণ সঠিক খবরটা না পাচ্ছ যে

ওরা পালিয়ে গেছে কি-না ততক্ষণ কিছু করতে পারবে না। আর সে খবর আমার দেহে প্রাণ থাকতে তুমি পাবে না।

এইবার থেরেসির ধৈর্যচ্যুতি হ'ল। সে ওকে জোর ক'রে সরিয়ে দোর খুলে বেরোবার জন্য এগিয়ে এল। কিন্তু মিস্ প্রস্‌কেও তখনও চেনেনি। যেমন ও দু-পা এগিয়েছে, মিস্ প্রস্ ওকে সবলে জড়িয়ে ধরলে। থেরেসির গায়ে জোর বড় কম ছিল না কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও ঐ ভয়ঙ্কর আলিঙ্গন শিথিল করতে পারলে না। আঁচড়ে', কামড়ে', খিম্‌চে' মিস্ প্রসের মুখ ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিলে, কিন্তু সে যেমন ওকে কোমরের কাছে সজোরে জড়িয়ে ধ'রে ছিল, তেমনি ধ'রে রইল। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি ক'রে ওকে ছাড়াবার চেষ্টা বৃথা বুঝতে পেরে থেরেসি তখন অন্য পথ ধরলে—বুকের জামার মধ্যে একটা পিস্তল ছিল, সেইটে বার করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু প্রস্ ওর মতলব আগেই বুঝতে পেরেছিল, সে পিস্তলসুদ্ধ ওর হাতটা জোরে চেপে ধরলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে গুলি বেরিয়ে বিঁধল একেবারে থেরেসি ডেফার্জের বুকে !

প্রথমটা খানিকটা হতভম্ব হ'য়ে মিস্ প্রস্ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধোঁয়াটা একটু পরিষ্কার হ'য়ে যেতেই তাড়াতাড়ি হাতটা ছেড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে প'ড়ে গেল।

মিস্ প্রসের বাইরেটা যতই কঠিন হোক্—কখনও সে কারুর গায়ে হাত তোলে নি, আর আজ তারই হাতে একটা নরহত্যা হ'ল ! সে সেদিকে চাইতে ত পারছিলই না, ঐ বাড়ীর মধ্যে থাকতেই যেন

তার দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল। সে দ্রুতগতিতে তার কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়ে বাড়ীর বার হ'য়ে পড়ল। তারপরে সাবধানে দোরে চাবী দিয়ে তাড়াতাড়ি চলল জেরীর সন্ধানে।

তখন তার ডাক ছেড়ে কান্না আসছিল। তার ওপর তার মুখ-চোখের যা অবস্থা, ভাগ্যিস্ গায়ের চাদরটা ঘোমটার মত ক'রে দেওয়া ছিল তাই রক্ষে, নইলে ও অবস্থায় এক পা-ও যেতে পারত কি-না সন্দেহ। পোলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে এক ফাঁকে বাড়ীর চাবীটা নদীর জলে ফেলে দিলে, তারপর একরকম অর্ধ-মূর্ছিত অবস্থায় জেরীর কাছ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল।

জেরী ওর অবস্থা দেখে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে, ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

মিস্ প্রসের সে দিকে কান ছিল না: সে বললে, পথে কোনও-রকম গণ্ডগোল শুনছ?

—হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি। যেমন গণ্ডগোল হয়, তেমনিই হচ্ছে।

—কী বলছ? আমি কিছুই শুনতে পেলুম না।

—সে কি? এই এক ঘণ্টার মধ্যে কালা হ'য়ে গেলে নাকি?

মিস্ প্রস্ কতটা আপন মনেই বললে, বিদ্যুতের মত একটা আলো জ্বলে উঠল, তারপর বিকট একটা গর্জন হ'ল, তারপর থেকে আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

তখন দূরে বন্দীদের গাড়ী যাচ্ছে, আর সেই গাড়ী ঘিরে চলেছে জনস্রোত; তাদের বীভৎস কোলাহলে আকাশ পরিপূর্ণ। জেরী

বললে, এত শব্দও যদি কানে না যায় তাহ'লে কি আর কোনও শব্দ কোনও দিন কানে পৌঁছবে?

সত্যিই মিস্ প্রসের কানে আর কোনও শব্দ কখনও পৌঁছয়নি।

উপসংহার

প্যারিসের রাস্তা দিয়ে তখন ছ'খানা গাড়ী বোঝাই মানুষ চলেছে, মানুষের রক্তপিপাসা মেটাবার জন্য। দু'ধারে ক্ষিপ্ত জনস্রোত ভেদ ক'রে ছ'খানি গাড়ী চ'লেছে দু'ধারে উৎসুক রক্তপিপাসু মুখ সরাতে সরাতে—যেমন চারিদিকে মাটি ছড়াতে ছড়াতে, মাটি কেটে কেটে কৃষকের লাঙ্গল এগিয়ে চলে। কিছুদিন আগে এমনি ক'রে দু'ধারে জনস্রোত সরিয়ে, জনতার পূজা নিতে নিতে বড়লোকদের গাড়ী যেত, সে-ও যেমন রইল না, এ-ও তেমনি থাকবে না; মহাকাল যেমন সে দম্ভও চূর্ণ করেছেন, এ-দম্ভও তেমনি একদিন চূর্ণ করবেন। তবুও এখনকার মত এই-ই নিয়তি, এ ঘটাতেই হবে!

সে গাড়ীর মধ্যে কেউ বা ব'সে আছে মূর্তিমান হতাশার মত মুখ ঢেকে, কেউ বা মূর্ছিত, কেউ বা উন্মাদ; আবার কেউ বা তখনও জনতার কাছে দয়াভিক্ষা করছে, তখনও আশা ছাড়েনি। কিন্তু কে দয়া করবে? রক্ত চাই, নররক্ত! মানুষের সমস্ত বীভৎস কল্পনা একত্র হ'য়ে ঐ যে দৈত্য গড়ে উঠেছে, ঐ গিলোটিন, ওর পিপাসা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, আজকের মত এই বাহান্ন জনের রক্ত তার চাই-ই!...

এভারমণ্ড্ কৈ?

জনতার মধ্যে মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন হচ্ছে। ঐ যে এভারমণ্ড্‌—শান্ত, গম্ভীর মুখে একটি রোগা মেয়ের হাত ধ'রে ঐ যে ঐ গাড়ীর এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে!

জন বার্সাদও অধীর আগ্রহে একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তবে কি এভারমণ্ড্‌ আসেনি? না, ঐ যে!

একজন প্রশ্ন করলে, এভারমণ্ড্‌ কোনটি হে?

বার্সাদ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ওই যে!

—উচ্ছন্ন যাক্‌! এভারমণ্ড্‌-গুষ্ঠী উচ্ছন্ন যাক্‌, নিপাত যাক্‌!

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সে গর্জন ছড়িয়ে পড়ল, এভারমণ্ড্‌ নিপাত যাক্‌।

যাকে উপলক্ষ্য ক'রে এ গর্জন, সে শুধু একটু হেসে মুখ তুলে চাইলে, তারপর আবার মাথা নীচু ক'রে মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতে লাগল।

এ ধারে ভেন্‌জেন্স অস্থির হ'য়ে পড়েছে, থেরেসি কৈ? গাড়ী যে এসে গেল! তার ত ভুল হয় না, আজ কেন এমন হ'ল? তার জাল আমার কাছে, তার চেয়ার খালি, সে কৈ? আজকের দিনে তার দেরী?...

...মেয়েটি প্রশ্ন করলে, সময় কি হয়েছে এবার? যেতে হবে কি?

—হ্যাঁ বোন, সময় হয়েছে।

সে একান্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আমার একটি ছোট বোন রইল, হয়ত তাকে আর সাধারণতন্ত্রের প্রয়োজন হবে না,

হয়ত সে অনেকদিন বাঁচবে—স্বর্গে গিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারব ত ? কষ্ট হবে না ?

—না বোন। সেখানে সময়ও নেই, অপেক্ষাও নেই। সেখানে আছে শুধু পরিপূর্ণ, নিবিড় শান্তি।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমি কিছুই জানি না, মূর্খ মেয়ে আমি। তাই হোক্—সেই ভাল।

তারা মহাপ্রস্থানের পথে দাঁড়িয়ে দুজনে দুজনকে চুম্বন করলে, দুজনকে দুজনে শেষ আশীর্বাদ জানালে ; তারপর মেয়েটি শান্ত, ধীর পদে এগিয়ে গেল, মৃত্যুর দিকে, শান্তির দিকে—

ভেন্‌জেন্স্‌ গুনলে, বাইশ !

এইবার তেইশ, সিড্‌নির নম্বর।

নীচে অসংখ্য মানুষ ঊর্ধ্বমুখে উৎসুক হ'য়ে চেয়ে আছে, আর ওপরে অসীম নীল আকাশ—এর কোনটাই তার চোখে পড়ল না ; তখন তার চারিদিকে, নিখিলের সমস্ত আকাশ-বাতাস ব্যেপে যেন ধ্বনিত হচ্ছে, পরমপুরুষের সেই পরম আশ্বাসবাণী—

"I am the Resurrection and the Life, he that belie-veth in me, though he were dead, yet shall he live ; and whosoever liveth and believeth in me shall naver die."

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচ ॥'

তেইশ !!

মদের দোকানে,রাস্তার বৈঠকে, সকলে বলাবলি করছিল যে এমন গভীর শান্তির আভাস কোন মৃত্যুপথ-যাত্রীর মুখে তারা কখনও দেখেনি।. .

... ...

সেদিন মৃত্যুর ঠিক আগে একজন মহিলা-বন্দিনী একটু কাগজ-কলম চেয়েছিলেন, তাঁর তখনকার মনোভাব মরবার আগে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে যাবেন ব'লে! তাঁকে অবশ্য সে সুযোগ দেওয়া হয়নি, কিন্তু সিড্‌নি যদি মৃত্যুর পূর্বে ঐ অনুরোধ করত আর তাকে কাগজ পেন্সিল দেওয়া হ'ত, এবং মরবার আগে মানুষ দিব্য দৃষ্টি পায় সে কথাও যদি সত্যি হয়, তাহ'লে সেদিন সিড্‌নি কী লিখে রেখে যেত জান ?

সে লিখত—

আজকের এই অত্যাচার, ধ্বংসের এই তাণ্ডবলীলা, এ সত্য নয় ; এর আড়ালে আছে পরম কল্যাণ, এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে থেকেই জেগে উঠ্‌বে এক মহান্ জাতি, ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সন্তানরা! বারবার তাদের পদস্খলন হবে, বারবার হয়ত তারা সৎপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে, ভুল করবে, তবু তাদের অভিযানই এককালে সত্য হবে! জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আজকের এই চেষ্টা একদিন সত্য হ'য়ে উঠবেই !

আমার কোনও দুঃখই আজ আর নেই—জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে

দাঁড়িয়ে এ কথা আমি নিশ্চিত ভাবে ঘোষণা করতে পারি। যাদের সুখের সংসার অক্ষত রাখতে আমি যাচ্ছি, তাদের জীবনের দাম আমার চেয়ে সত্যিই বেশী। ঐ-ত আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, ডাক্তার ভাল হ'য়ে উঠে আবার লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, ঐ ত লুসী আর চাল্‌স্ জীবনের প্রতিটি কর্তব্য একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে যাচ্ছে! তাদের অন্তরে চিরকাল ধ'রে আমার স্মৃতির যে পূজা চলবে তার দাম কি আমার এই অকর্মণ্য দুর্বল জীবনের চেয়ে বড় নয়?

এই ভাল আমার, এই ভাল! জীবনে আমার এই সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকাজ, এর দাম আমার জীবনের চেয়ে অনেক বেশী!

শেষ